DHANAÑJAYA-VIJAYA

OR

THE STORY OF THE

MAHÁBHÁRATA

ABRIDGED AND SIMPLIFIED

BY

MAHÂMAHOPÂDHYÂYA

NÍLAMANI MUKHOPÁDHYÁYA

NYÁYÁLAÑKÁRA, M.A., B.L.

LATE PRINCIPAL, SANSKRIT COLLEGE, CALCUTTA.

ধনঞ্জয়-বিজয়

অর্থাৎ

মহাভারতের সঙ্ক্ষিপ্ত ও সরল বিবরণ

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়

ন্যায়ালঙ্কার এম্.এ., বি.এল্.

প্রণীত

১৯০১ ।

Price—8 *Anás.*] [মূল্য—আট আনা।

CALCUTTA
PRINTED AND PUBLISHED BY
SASIBHUSHANA KRITIRATNA
BHATTACHARYYA
AT THE GIRIŚA-VIDYÁRATNA PRESS,
24, GIRIŚA-VIDYÁRATNA'S LANE

PREFACE.

The literal and learned, but somewhat stiff translation of the great Mahábhárata under the patronage and at the expense of the late Kálíprasanna Simha of Calcutta has not penetrated, and is not likely to penetrate to the lower strata of the reading public in Bengal, and in particular it has failed to rouse the interest of the increasing number of our female readers. The reading of this prose translation is therefore naturally confined to the curious and the learned few.

The metrical rendering of that monumental work by Kásídása has many advantages over its rival. It has the graces of poetry, which together with its freedom from the many repetitions, and the philosophical disquisitions of the original, recommend it to the ordinary reader

Kásídása was not a Sanskrit scholar and had to depend on his Sanskrit-knowing Bráhmana patrons for the interpretation of the text. Consequently he drew on his imagination, and indulged in exaggerations and inventions, now and then adding considerably to the delineations of characters and scenes

by way of improvements, as he thought, on the great work of Vyása.

The present attempt has been to present to the reader the main story in its naked simplicity and majesty, omitting the repetitions, the philosophical disquisitions, the numerous legends and the myths of the original. It is therefore hoped that the book will be found both interesting and instructive, and that its reasonable proportions, its sketchy narration of striking incidents and its condensation of passages of sublime moral import will attract readers

Táltalá
25th March, 1901

NILMANI MUKERJEA.

সূচীপত্র।

পূর্ব্বার্দ্ধ।

সূচীপত্র।

উত্তরার্দ্ধ।

vamedha with the advice, and under the direction of Dvaipáyana, and Árjuna leads out the horse and defeats all who oppose him in his victorious course ১৭০

ঊনবিংশ অধ্যায়–আশ্রমবাসপর্ব্ব Chapter .XIX.—Old king Dhritaráshtra with his queen Gándhárí is treated with great consideration and respect by the Pándavas. After enjoying the king's hospitality for fifteen years, he resolves on retirement to the forest, and takes an affecting leave of his kinsmen and subjects He then lives in a hermitage with his wife Gándhárí, Kuntí, Vidura

and Sañjaya. After the expiration of one year, king Yudhishthira with his brothers and the ladies visits them, but meets Vidura only to see him die. After staying one month in the hermitage, the king bids them an affecting farewell Two years after, sage Nárada brings the sad news that after the king's departure Dhritaráshtra repaired to Haridwár where he lived for two years, and practised severe penances. At last he was burned to death with Gándhárí and Kuntí, Sañjaya only escaping ১৭৭

বিংশ অধ্যায়—যদুবংশধ্বংস পর্ব্ব Chapter XX.—Portents disturb the quiet of king Yudhishthira and his brothers. Wicked practices prevail amongst the Yadu's race. They come to the shrine of Prabhása, indulge in drinking, then quarrel and kill each other Krishna and Balarám, weary of life, court and meet with death through religious meditation. Arjuna comes to Dwáraká and takes away with him the rest of Yadu's race, consisting mostly of women and children Then the city of Dwáraká is swallowed up by sea. Arjuna places Bajra grandson of Krishna on the throne of Indraprastha where the inhabitants of Dwáraká who followed him settle ২০১

ধনঞ্জয়-বিজয়।

প্রথম অধ্যায়।

বালকাণ্ড।

(হিমালয়ের অন্তঃপাতী শতশৃঙ্গ নামে একটী সিদ্ধ-ক্ষেত্র ছিল। বহুসংখ্যক তপোধন তথায় বাস করিতেন। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ পাণ্ডু বনচারী হইয়া উক্ত সিদ্ধ-ক্ষেত্রে কিছু কাল ব্রত, নিয়ম ও তপস্যায় কাল-হরণ করেন, এবং সৌজন্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা জন্য সকলের প্রীতি-ভাজন হন। কতিপয় বৎসর অতীত হইলে রাজা পাণ্ডু অকালে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী মাদ্রী দেবী সহমৃতা হইলেন। তখন প্রধানা মহিষী কুন্তী একান্ত অনাথা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজের তিনটী তনয়,

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন, এবং সপত্নীর যমজ দুইটী পুত্র, নকুল ও সহদেব, এই পাঁচটী শিশুর জন্য রাজ্ঞী যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন। তত্রত্য আশ্রমবাসী ঋষিগণ নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া কুন্তী ও পাঁচটী শিশুকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু-সংবাদে হস্তিনাপুর-বাসিগণ, যেমন স্বজনের বিয়োগে শোক করে, তদ্রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। নগরের নর, নারী, বাল, বৃদ্ধ সকলেই পাণ্ডু নরপতির পুত্রগণকে দেখিতে আসিল।

পাণ্ডুর রাজ্য-পরিত্যাগের পর হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তিনি প্রীতিভাজন অনুজের মৃত্যুতে শোকে অধীর হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাত আকুমার-ব্রহ্মচারী মহাবীর ভীষ্মদেব এবং তাঁহার সহোদরকল্প পরমধার্ম্মিক বিদুর মহাশয়, গঙ্গাতীরে পাণ্ডু রাজের ও মাদ্রীদেবীর শ্রাদ্ধ তর্পণ করাইলেন।

রাজ্ঞী গান্ধারীর গর্ভে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে দুর্য্যোধন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ভীম যে দিন জন্মগ্রহণ করেন, দুর্য্যোধনও সেই দিন ভূমিষ্ঠ হন। পঞ্চ পাণ্ডব ও কৌরববালকগণ নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া

একত্র অবস্থান ও ক্রীড়া কৌতুক কবিতেন। তন্মধ্যে মধ্যম পাণ্ডব ভীম সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ছিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে এককালে কৌববগণকে আকর্ষণ, নিষ্পেষণ ও ভূমিতে নিক্ষেপ কবিতেন, তাহাবা সকলে মিলিত হইযাও তাঁহাব সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবিতে পাবিত না। ভীমেব নিকট সকলেই পরাস্ত হইত। যেমন সিংহযুবক মেষপাল মর্দ্দন কবত বিদ্রাবিত কবে, তদ্রূপ পবাক্রম-কেশবী ভীম কৌববগণের সহিত ক্রীড়া কবিতে কবিতে তাহাদিগেব নানা নিগ্রহ কবিতেন। তদ্দর্শনে দুবাশয দুর্য্যোধনেব মনে দারুণ ঈর্ষা ও উদ্বেগ জন্মিল। তখন, সে বলে না পাবিযা কৌশলে নিজেব দুবভিসন্ধি সিদ্ধ কবিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। জলকেলিব ছলে গঙ্গাতীবে এক বিচিত্র পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ কবাইয়া, নানা সজ্জাতে মণ্ডিত করিল। একদিন বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় প্রভৃতির আযোজনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বহু সমাদবে সমভিব্যাহাবে লইযা চলিল। কেহ গজাবোহণে, কেহ অশ্ব-পৃষ্ঠে, কেহ বা রথে গমন করিল। তথায বিবিধ ব্যায়াম, ক্রীড়া, কৌতুক, জল-বিহাবাদিব পব ভোজনের উদ্যোগ হইল। কপটী দুর্য্যোধন কৃত্রিম সম্প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক অমায়িকভাবে ভীমসেনকে স্বহস্তে বিবিধ খাদ্য প্রদান কবিতে লাগিল। বৃকোদর

বহুভোজী ও ভোজনপ্রিয় ছিলেন, অবিচারিত-চিত্তে দুর্য্যোধন দত্ত সুস্বাদু সুমধুর খাদ্য গ্রহণ করিয়া আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন যে তাঁহার জন্য খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। পরিশেষে ব্যায়াম-ক্লান্ত ভীম গুরুতর ভোজনের পর শয়ন করিয়া গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। দুষ্ট দুর্য্যোধন অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে লতাপাশে বন্ধনপূর্ব্বক গোপনে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিল।

অত্যুচ্চ তীরভূমি হইতে পতন নিবন্ধন বন্ধন ছিন্ন ও শিথিল হইয়া গেল, এবং জলে নিমজ্জন-প্রযুক্ত বিষজন্য মূর্চ্ছা অপগত হওয়াতে চৈতন্যোদয় হইল। তখন ভীম সন্তরণ দিয়া তীরে উঠিলেন, বুঝিতে পারিলেন, সে সব চক্রান্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কার্য্য। ভীমের এত বিলম্ব হওয়াতে জননী কুন্তী ও যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া নানা স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন। ভীম প্রত্যাগমনানন্তর সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে, সকলেরই যৎপরোনাস্তি আশঙ্কা জন্মিল। ক্রূর দুর্য্যোধনের অসাধ্য কিছুই নাই, এই ভাবিয়া তাঁহারা অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন, এবং সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া হিতৈষী সুবিজ্ঞ বিদুরের মতস্থ হইয়া চলিতে লাগিলেন।

রাজকুমারগণ প্রথমতঃ ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষার জন্য কৃপাচার্য্যের হস্তে ন্যস্ত হন। কিন্তু যাহাতে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়, তন্নিমিত্ত পিতামহ ভীষ্মদেব তদীয় ভগিনীপতি দ্রোণাচার্য্যকে বরণ করিলেন। ভরদ্বাজ মুনির তনয় দ্রোণ পরশুরামের শিষ্য ছিলেন, শস্ত্র-বিদ্যায় তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ নিতান্ত বিরল ছিল। কৌরব ও পাণ্ডবগণ তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের নাম শুনিয়া নানা দেশ হইতে ক্ষত্রিয়-বংশীয় রাজপুত্রগণ বিদ্যা-শিক্ষার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অধিরথনামক সূতের নন্দন কর্ণও তথায় আসিয়া জুটিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের আশ্রয় পাইয়া অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা ও পাণ্ডবদিগের অবমাননা করিতে ক্রটি করিতেন না।

গুরুশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য সকলকে সযত্নে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে গদাযুদ্ধে ভীম ও দুর্য্যোধনের অসাধারণ নৈপুণ্য জন্মিল। সমস্ত শিষ্যই সমভাবে শিক্ষা পাইল, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের অদ্ভুত কৌশল দর্শনে সকলে বিস্মিত হইল। তাহাতে দ্রোণাচার্য্যের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। অধিক কি, নিজপুত্র অশ্বত্থামা হইতেও অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার প্রীতি জন্মিল এবং অর্জ্জুনও

সবিশেষ ভক্তি সহকারে গুরুর আরাধনা ও ছন্দানুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজপুত্রদিগের সমরকৌশল প্রদর্শনের জন্য এক প্রকাণ্ড রঙ্গভূমি সন্নিবেশিত করিলেন। তথায় দর্শকদিগের অবস্থান জন্য হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মিত হইল। পুরুষ ও স্ত্রীগণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মঞ্চ সুসজ্জিত হইল। গান্ধারী ও কুন্তী কিঙ্করীগণে পরিবৃতা হইয়া মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। ভীষ্ম, বিদুর, কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লিক প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে সমাসীন হইলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। কি পুরবাসী, কি জনপদবাসী, সকলেই দর্শনার্থ সমাগত হইল। ভেরী, তূরী, পটহ, ঢক্কা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যের ধ্বনিতে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। জনতা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অবসর-প্রতীক্ষায় রহিল। সমবেত লোকের কোলাহলে, অশ্বের হ্রেষারবে, গজের বৃংহিত-ধ্বনিতে ও রথের ঘর্ঘর-শব্দে কর্ণ বধির হইতে লাগিল। এমন সময়ে শুক্লকেশ ও শুক্লশ্মশ্রুধারী দ্রোণাচার্য্য শুক্ল-বস্ত্র-পরিধান এবং শুক্ল-মাল্য-ধারণ পূর্ব্বক, শুক্ল-যজ্ঞোপবীতে শোভিত ও শুক্ল-চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া পুত্র অশ্বত্থামার সঙ্গে রঙ্গমধ্যে প্রবেশ

করিলেন। যোধগণ নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ হইল।

এমন সময়ে যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, ভীম, দুঃশাসন প্রভৃতি রাজকুমারগণ যোধোচিত পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া জ্যেষ্ঠানুক্রমে যুদ্ধকৌশল প্রকটন করিতে অগ্রসর হইলেন। কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ গজপৃষ্ঠে, কেহ রথারোহণে, আর কেহ বা পাদ-চারে ভ্রমণপূর্ব্বক রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগি-লেন। দর্শকগণ বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে অবলোকনপূর্ব্বক সময়ে সময়ে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বৃকোদর ও দুর্য্যোধন রঙ্গভূমিতে অবতরণপূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গযুগলের ন্যায় পরিভ্রমণ করত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এক দল ভীমের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিল, অপর দল দুর্য্যোধনের গুণানুবাদে তৎপর হইল। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে ও কুন্তী গান্ধারীকে * যুদ্ধের বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত করাইতে লাগিলেন। যখন দূরদর্শী দ্রোণাচার্য্য দেখিলেন, উভয় রাজকুমারের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ নিবন্ধন রঙ্গস্থল

* গান্ধারী দেবী স্বামী অন্ধ বলিয়া নিজের নেত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতেন, কখনও চক্ষু উন্মীলন করিতেন না।

বাত্যাবিলোড়িত সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলপ্রায় হইয়া উঠিল, তখন প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামাকে আদেশ করিলেন, এই দুই কুমারই মহাবল, পরাক্রান্ত ও গদাযুদ্ধে যৎপরোনাস্তি নিপুণ, ইহাদিগকে বারণ কর, নতুবা রঙ্গভূমিতে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইবে। যেমন সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ মহোচ্চ বেলাভূমিতে প্রতিহত হইয়া বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় গুরুর বাক্যে ভগ্নোদ্যম হইয়া রণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

"অনন্তর দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধবাদ্য বারণ করিয়া মেঘ-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, আমার পুত্র হইতে প্রিয়তর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পার্থ অধুনা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হউন। আচার্য্যের বাক্যে মহাবীর অর্জ্জুন কক্ষে তূণীর ও হস্তে কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক, কাঞ্চনকবচে সংবৃত-শরীর হইয়া সকলের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন। যেন সন্ধ্যাকালীন জলধর ইন্দ্রায়ুধ, সৌদামিনী ও প্রভাকরের প্রভায় বিরাজিত হইয়া গগনে দৃশ্যমান হইল। তখন আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, মধ্যে মধ্যে শঙ্খধ্বনি ও জয়শব্দ নিনাদিত হইতে লাগিল। সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিল, ইনি কুন্তী দেবীর পুত্র, তৃতীয় পাণ্ডব, অস্ত্রবিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশের ত্রাণকর্ত্তা, শ্রীমান্, জ্ঞানবান্, শীলসম্পন্ন ও ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য। এই কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রুতে কুন্তী

দেবীব বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতে লাগিল। মহাবাজ্ঞ ধৃত-বাষ্ট্রও বিদুর প্রমুখাৎ অবগত হইযা বলিতে লাগিলেন, হে বিজ্ঞবব বিদুর, এতদিনে আমি কৃতার্থ, অনুগৃহীত ও সুবক্ষিত হইলাম। অনন্তব কোলাহল থামিলে, মহাবীব অর্জ্জুন আযুধ বিদ্যাব পবমাদ্ভুত কৌশল সকল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কখন পাদচাবী, কখন বথমধ্যস্থ, কখন খর্ব্ব, কখন প্রাংশু দেখাইতে লাগিল, কখন সূক্ষ্ম লক্ষ্য বেধনে, কখনঁ বা স্থূল লক্ষ্য-বিদাবণে অনুপম কৌশল প্রকটন করিতে লাগিলেন। যেমন ধনুর্যুদ্ধে, তেমনি খড়গযুদ্ধে, আবাব তদ্রূপ গদাযুদ্ধে তাঁহাব নৈপুণ্য লক্ষিত হইল।

যখন অর্জ্জুন নিবৃত্ত হইলেন, বাদ্যধ্বনি মন্দীভূত হইল ও জনতা কমিতে লাগিল, তখন হঠাৎ দ্বাবদেশে ভযানক কোলাহল উত্থিত হইল, দৃষ্ট হইল, জনতা দুই পার্শ্বে অপসবণপূর্ব্বক পথ দিতেছে। মহাবল পবাক্রান্ত কর্ণ শৈলেব ন্যায অটলভাবে বঙ্গমধ্যে আসিতেছেন, তাঁহাব শ্রুতিযুগলে কুণ্ডল দোদুল্যমান, তাঁহাব শবীর কবচে আবৃত। সুবর্ণময় তালবৃক্ষের ন্যায উন্নত তাঁহার দেহ খড়গ, কার্ম্মুক ও সশব তূণীবে সুসজ্জিত। তিনি আজানুলম্বিত বাহু সম্পন্ন, সিংহেব ন্যায বিক্রমশালী, তেজস্বী, শ্রীমান, যশস্বী ও মহাসাহস সম্পন্ন। মহাবীর কর্ণ রঙ্গমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে

দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যকে যেন অনতিসমাদরে অভিবাদন করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই অক্ষুব্ধচিত্ত বীরাকৃতি যুবকটী যে কে, তাহা জানিবার জন্য স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তখন যোধবেশধারী সেই যুবক মেঘ গম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, হে পার্থ, তুমি যে রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছ, আমি তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক কৌশল প্রকটন করিব। দর্শকগণ অবহিতচিত্তে অবলোকন করুন। তাঁহার বাক্যাবসানে লোকগণের কৌতূহল বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইল। দুর্য্যোধন পরম প্রীতি লাভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে অর্জ্জুনের ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্যের অনুমতি পাইয়া রণমদমত্ত কর্ণ, অর্জ্জুন যেমন যেমন যুদ্ধকৌশল প্রকটন করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সকলে বিস্মিত হইল। অনন্তর দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত কর্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো, হে মানদ, তোমার সংবর্দ্ধনার্থ স্বাগত প্রশ্ন করিতেছি, তোমাকে পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি, তুমি আমার সহযোগী হইয়া কুরুরাজ্য ইচ্ছানুসারে সম্ভোগ কর। কর্ণ উত্তর করিলেন, আমি আর কিছু চাহি না, কেবল আপনার সহিত সখ্য প্রার্থনা

করি। হে প্রভো। এখন আমি পার্থের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

তখন দুর্য্যোধন বলিলেন, হে অরিন্দম, তুমিই বন্ধুগণের প্রিয়কার্য্য করিতে সমর্থ, আমার সহিত বিবিধ ভোগসুখে কালহরণ কর, এবং অরাতিবর্গের মস্তক পদ-দলিত করিতে তৎপর হও। অনন্তর মহামনা তৃতীয় পাণ্ডব কর্ণকে কৌরবগণের মধ্যে অটলভাবে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, যাহারা অনাহূত হইয়া উপস্থিত হয়, অননুমোদিত হইয়া বাচালতা প্রকটন করে, তাহাদের যে গতি, হে কর্ণ, তুমি অদ্য আমার হস্তে নিহত হইয়া সেই গতি প্রাপ্ত হইবে। কর্ণ উত্তর করিলেন, হে পার্থ, এ রঙ্গভূমি, ইহা সকলের পক্ষে সমান; এখানে ত তোমার কোন বিশেষ অধিকার নাই। যাঁহারা বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই সমধিক সম্মান পাইবার যোগ্য, এবং ধর্ম্মই প্রকৃতি বীর্য্যের অনুবর্ত্তী। অতএব দুর্ব্বল ব্যক্তির একমাত্র অবলম্বন নিন্দাবাদে প্রয়োজন কি? বাক্যব্যয় বৃথা, মুখে প্রকাশ না করিয়া শস্ত্রদ্বারা স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে তৎপর হও; অদ্য আচার্য্যের সমক্ষেই শরদ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিতেছি। কর্ণের বাক্যাবসান না হইতেই মহামনা অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থ তাঁহার সম্মুখীন

হইলেন, কর্ণও দুর্য্যোধন ও তাঁহার অনুজগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া শরযুক্ত শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সমরে অগ্রসর হইলেন।

এমন সময়ে কৃপাচার্য্য সভা প্রতিধ্বনিত করিয়া কর্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন কুরুবংশীয় কুমার, কুন্তীর তনয় ও মহারাজ পাণ্ডুর নন্দন। হে মহাবাহো কর্ণ, তুমি ইহাঁর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ, অতএব শিষ্টাচার অনুসারে নিজের পিতা মাতার ও বংশের বিষয় কীর্ত্তন কর; তাহা জানিয়া পার্থ তোমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। এই কথা শুনিবামাত্র কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন, যদি অর্জ্জুন রাজবংশীয় যোধ ভিন্ন অন্যের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে অনিচ্ছু হন, তাহা হইলে আমি এখনি বীরবর কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতেছি। কেবল রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই রাজা হয় এমন নহে, বল-বীর্য্যে ও সেনানায়কত্বেও লোকে রাজ-সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইতে পারে। কর্ণ সূত অথবা সূতপুত্র হউন, যে সে হউন না কেন, তাহা ধর্ত্তব্য নহে; কারণ, বংশবিশেষে জন্মগ্রহণ দৈবাধীন, কিন্তু বলবিক্রম পুরুষের নিজের আয়ত্ত।

এই বলিয়া সেই রঙ্গভূমিতেই মহারথ কর্ণসেনকে

কাঞ্চনসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন, এবং পুরো-হিতেরা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্বর্ণঘটের জলে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। পরে রাজচিহ্ন-স্বরূপ ছত্রধারণ ও চামরব্যজন হইতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক্ জয়শব্দে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন দুর্য্যোধন ও কর্ণ পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক চিরসৌহৃদ্য-সূত্রে বদ্ধ হইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন সময় অধিরথনামা সারথি ঘর্ম্মাক্তকলেবরে রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শরীর ঘন ঘন কম্পযুক্ত হওয়াতে তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র বিগলিত হইল। কর্ণ তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মহাগৌরবের সহিত সসম্ভ্রমে তদীয় চরণোপান্তে মস্তক অবনত করিলেন। অধিরথ স্নেহবশে বিক্লবীভূত হইয়া, পুত্র পুত্র বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার নয়নজলে কর্ণের অভিষেকার্দ্র কলেবর আবার সিক্ত হইল। তখন ভীমসেন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন; রে সূতপুত্র, রে রাধানন্দন, তুই অর্জ্জুনের সহিত রণ করিয়া শরীর ত্যাগ করিবারও যোগ্য নহিস্। তুই শীঘ্র নিজ-জাতির সদৃশ প্রতোদ গ্রহণ কর্। রে নরাধম, তুই অঙ্গরাজ্য উপভোগ করিবার অধিকারী নহিস্।

কুক্কুরে কি যজ্ঞের হবি হুতাশনের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারে?

কর্ণ এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া গগনপ্রান্তাবলম্বী আদিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ক্রোধভরে তাঁহার ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত এবং ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইতে লাগিল। দুর্য্যোধন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, মহাবীর কর্ণ কেবল অঙ্গরাজ্যের কেন, পৃথিবী-রাজ্যেরও যোগ্য। আমি ইহাঁর মতানুবর্ত্তী। কর্ণ-সেনের গৌরব যে ব্যক্তির অসহ্য হইবে, সে ইহাঁর সঙ্গে যুদ্ধার্থ উদ্যত হউক। তখন রঙ্গভূমির সর্ব্বত্র কোলাহলময় হইয়া উঠিল। উদ্বেল সাগরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। অনন্তর দুর্য্যোধন দিনমণিকে অস্তাচল-চূড়াবলম্বী দেখিয়া কর্ণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক রঙ্গভূমি হইতে নির্গত হইলেন। অধুনা কর্ণকে পাইয়া তাঁহার অর্জ্জুন-জন্য ভয় তিরোহিত হইয়াছিল। এদিকে পাণ্ডবগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপের সহিত স্ব স্ব নিবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য ছাত্রগণের নিকট এই গুরু-দক্ষিণা চাহিলেন যে, দ্রুপদরাজকে রণে পরাজয়পূর্ব্বক আমার সন্নিধানে ধৃত করিয়া আনিতে হইবে, শিষ্যগণের নিকট অন্য দক্ষিণা আমার প্রার্থনীয় নহে। এই কথা শুনিয়া রাজকুমারগণ অস্ত্র

শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্রুপদরাজ্যের আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। দ্রুপদরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত নির্গত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, নগরবাসীরাও মুষল ও যষ্টি দ্বারা সংগ্রামে যোগদান করিল। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, বিকর্ণ প্রভৃতি কৌরবদল শত্রুর পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পাছু হটিলেন।

এতক্ষণ অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণের সহিত নগরের অর্দ্ধক্রোশ বাহিরে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, অধুনা পলায়মান কৌরবগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়া অগ্রসর হইলেন। যুধিষ্ঠিরকে নিবৃত্ত করিয়া, মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে তাঁহার রক্ষকরূপে স্থাপনপূর্ব্বক ভীম ও অর্জ্জুন উভয়ে দ্রুপদ সৈন্য মর্দ্দন করিতে তৎপর হইলেন। মহাবল ভীমসেন গদাঘাতে শত শত হস্তী, অশ্ব, পদাতি সংহার করিতে লাগিলেন। মহাতেজা অর্জ্জুন প্রথমতঃ শরাঘাতে দ্রুপদের অনুজ সত্যজিৎকে রণে বিমুখ করিয়া দ্রুপদের সহিত মহাযুদ্ধ করিলেন, শরবর্ষণে তাঁহার কার্ম্মুকের জ্যা ও রথধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার রথের অশ্ব ও সারথিকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরে খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বিপক্ষকে ধারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শত্রুসেনা ভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। ভীমসেন তাহাদিগকে হতাহত করিতে

ব্যাপৃত হইলেন। তখন সুধীর অর্জ্জুন বলিলেন, কুরুদিগের সহিত দ্রুপদরাজের সম্বন্ধ আছে, অতএব তাঁহার সৈন্য সংহার করিবার প্রয়োজন নাই। এখন গুরুদক্ষিণা প্রদান করা যাউক।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদেশ্বরকে হতদর্প, হৃতধন ও বশতাপন্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজন্, এখন কি তোমার পূর্ব্বকথার স্মরণ হয়? বাল্যকালে যখন উভয়ে তপোবনে বাস করিতাম, তখন পরস্পরের মধ্যে পরম সখ্যভার জন্মিয়াছিল। তুমি বলিয়াছিলে, যখন রাজা হইবে, আমার দুঃখ মোচন করিবে। কাল-ক্রমে রাজা হইলে, আমি দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া তোমার আশ্রয় লইলাম। তুমি কেবল প্রত্যাখ্যান করিলে এমন নহে, অনেক কটু ভাষাও প্রয়োগ করিলে; বলিলে, রাজা না হইলে রাজার সখা হইতে পারে না, তেমনি দরিদ্রে ও ধনীতে, মূর্খে ও পণ্ডিতে, বন্ধুত্ব সম্ভবে না। এখন সে সমস্ত কথা কি মনে পড়ে? আমি এখন তোমার প্রাণ লইতে পারি, সমস্ত রাজ্যও আত্মসাৎ করিতে পারি। কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্ষমাগুণ স্বাভাবিক। তোমাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করিতেছি। ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত প্রদেশটী দক্ষিণ পঞ্চাল নামে অভিহিত হইয়া তোমার রাজ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল, কাম্পিল্য নগরে তোমার রাজধানী

প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। উক্ত নদীর উত্তর কূলে রাজ্যের অপরার্দ্ধ অহিচ্ছত্রা নগরীর সহিত আমার ভাগে পড়িবে। অধুনা আমাকে সখা বলিয়া সংবর্দ্ধনা কর, বাল্যকালের প্রীতি ও স্নেহ ভুলিবার নহে।

দ্রুপদরাজ অগত্যা এই কঠিন পণে সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে এই দারুণ অবমাননার ও পরাভবের ক্ষালন হইল না। তিনি আপনাকে পরাক্রমে হীন জানিয়া, দৈববল অবলম্বনপূর্ব্বক পুত্রকামনায় যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। কালক্রমে তাঁহার ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক তনয় ও যাজ্ঞসেনী নামে এক কুমারী জন্মিল। পরে এই অপত্যদ্বয় হইতে দ্রোণাচার্য্যের প্রাণসংহার হয়। দ্রৌপদী দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য ও অতুল গুণরাশি দেখিয়া দ্রুপদরাজ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, সেই কন্যারত্নটী কেবল মহাবীর তৃতীয় পাণ্ডবেরই যোগ্য, অতএব এ উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত করিতে হইবে

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জতুগৃহদাহ।

পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গুণশালী যুধিষ্ঠির অবিলম্বে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পূর্ব্বে সুশাসন-গুণে রাজা পাণ্ডু প্রজাবর্গের একান্ত ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। অধুনা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব সরল ও অমায়িক ব্যবহার-নিবন্ধন স্বল্পকাল-মধ্যে সকলের প্রিয় হইয়া, পিতা অপেক্ষা সমধিক যশস্বী হইয়া উঠিলেন। বৃকোদর বলদেবের নিকট গদাযুদ্ধে সবিশেষ শিক্ষা পাইয়া মহতী খ্যাতি লাভ করিলেন। অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধরদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। তিনি নানা দেশ জয়পূর্ব্বক কুরুরাজ্যের বিস্তার ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, এবং প্রজাবর্গের মধ্যে তাঁহার যৎপরোনাস্তি প্রতিপত্তিলাভ হইল। পাণ্ডবদিগের ঈদৃশ শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে শঙ্কা জন্মিল। এমন সময়ে দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মন্ত্রণা

করিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিল, প্রকৃতিবর্গ আপনাকে চাহে না, ভীষ্মেরও গৌরব করে না, কেবল পাণ্ডবের প্রতি পক্ষপাত প্রকটন করে, বলে, পাণ্ডুই ত আমাদের রাজা ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, পৈতৃক রাজ্যে তাঁহার অধিকার হয় নাই। এইরূপ জনরব সর্ব্বত্র শ্রুতিগোচর হইতেছে। পাণ্ডবেরা রাজ্যেশ্বর হইলে আমাদের কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখুন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র মর্ম্মাহত হইলেন এবং পুত্রের কুপরামর্শে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া পাণ্ডবদিগকে অবিলম্বে বারণাবত নগরে * নির্ব্বাসিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া মৃদুমধুর-বাক্যে বলিলেন, বৎসগণ, সকলের মুখে শুনি, বারণাবত অতি রমণীয় স্থান, যদি ভাল লাগে, তবে কিছুকাল তথায় গিয়া পরমসুখে স্বজনের সহিত বাস কর, পরে প্রত্যাগমন করিও।

জ্যেষ্ঠতাতের এই বাক্যে যুধিষ্ঠিরের মন প্রসন্ন হইল না। তথাপি তিনি নিজের অসহায় অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার কথা অনুসারে জননী কুন্তী দেবী ও ভ্রাতৃগণের সহিত যাত্রার্থ প্রস্তুত হইলেন। ভীষ্ম,

* বারণাবত বোধ হয় আধুনিক এলাহাবাদ, এবং পৌরাণিক কালের প্রয়াগ।

বিদুর,দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা গান্ধারী, মাননীয় অমাত্য-বর্গ, পূজনীয় পুরোহিতগণ, প্রীতিভাজন পৌরবর্গ, এই সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক, সুধীব যুধিষ্ঠির অতিদীনভাবে এই কথা .বলিলেন, জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞাতে বমণীয বহুজনাকীর্ণ বারণাবত নগবে চলিলাম, আপনারা সুপ্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের যেন কোন্ বিঘ্ন না ঘটে।

তখন কৌরবেরা যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিল। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন হৃষ্টচিত্তে বিশ্বস্ত চর পুরোচনের দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক গোপনে এই কথা বলিল, এই ধনপূর্ণ বসুন্ধরা যেমন আমার, তদ্রূপ তোমারই জানিবে, অতএব যাহাতে রাজ্যৈশ্বর্য্যের রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে আমার সহিত যোগদান তোমার কর্ত্তব্য। তোমার মত বিশ্বস্ত কার্য্যসহায় আমার আর দ্বিতীয় নাই। অতএব হে সুহৃৎ! আমার মন্ত্রভেদ করিও না, কারণ তুমি ভিন্ন মন্ত্রণা করিবার যোগ্য আর কেহ নাই। যে উপায় উদ্ভাবন করিয়া তোমার উপর কার্য্যভার অর্পণ করিতেছি, তাহা যেন প্রকাশ না পায়, সকলি তোমারই হস্তে ন্যস্ত করিলাম। আমার শত্রুগণ উন্মূলন কর। তুমি অদ্যই যত শীঘ্র পার, বারণাবতে যাত্রা করিবে; তথায় একটী বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক শণ, সর্জ্জরস, লাক্ষা, জতু, কাষ্ঠ, বসা,

ঘৃত, তৈল প্রভৃতি দাহ্য দ্রব্যে মিশ্রিত মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া ভিত্তিতে প্রলেপ দিবে, এমন করিয়া দিবে, যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও পাণ্ডবেরা জানিতে না পারে। গৃহটী বিবিধ বহুমূল্য বস্তু, কাঞ্চনাভরণ, যান, আসন, শয্যা এবং অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত করিয়া রাখিবে, যেন দৃষ্টিমাত্র সকলের মনোহরণ হয়। পাণ্ডবেরা তথায় কিছুদিন অসন্দিগ্ধচিত্তে সুখে বাস করিলে পর, রাত্রিতে যখন সকলে অশঙ্কিতভাবে নিদ্রিত হইবে, তখন গৃহে অগ্নি প্রদান করিবে। গৃহ দগ্ধ হইলে লোকে ভাবিবে, হঠাৎ আগুন লাগিয়া পাণ্ডবেরা পঞ্চত্ব পাইয়াছে, সুতরাং কাহারও প্রতি কোন সন্দেহ বা নিন্দা-রটনা হইবে না।

দুরাত্মা পুরোচন স্বীকারপূর্ব্বক দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া বারণাবতে উপস্থিত হইল এবং প্রভুর আদেশমত গৃহাদির নির্ম্মাণ ও সজ্জা করিল।

এদিকে পাণ্ডবগণ বৃদ্ধদিগের পাদবন্দন করিয়া আশীর্ব্বাদ লইলেন, পরে সমবয়স্কদিগের আলিঙ্গন ও বালকগণের অভিবাদন গ্রহণপূর্ব্বক বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, অন্যান্য কৌরবপ্রধানগণ, পৌর ও জানপদবৃন্দ তাঁহাদের অনুগমন করিলেন।

কিন্তু তৎকালে পাণ্ডবদিগের মুখকমল ম্লান দেখিয়া সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইল। কেহ কেহ

বলিতে লাগিল, রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতি দুর্ম্মতি, সকল বিষয়ে বিভীষিকাই দেখেন, ধর্ম্মানুমোদিত কি, তাহা বুঝিতে পারেন না। পাণ্ডবদিগকে ত পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, তবে কেন তাঁহার মনেএ দুষ্প্রবৃত্তি জন্মিল? মহাত্মা পাণ্ডবগণ পৈতৃক রাজ্য ভোগ করেন, ধৃতরাষ্ট্র তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। কিজন্য মহামনা ভীষ্ম পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসন অনুমোদন করিলেন? প্রথমে ভীষ্ম, তৎপরে বিচিত্রবীর্য্য, অবশেষে পাণ্ডু মহারাজ আমাদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিয়াছিলেন। এখন ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যাধিকঢ় হইয়া এই নিরাশ্রয় কুমারগণকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমরা গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির যেখানে যাইতেছেন, তথায় গিয়া অবস্থান করিব।

তখন যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে শোকার্ত্ত অনুগামীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভূপতি আমাদের পিতৃতুল্য, মহামান্য ও গুরুশ্রেষ্ঠ; তিনি যাহা অনুমতি করিবেন, অশঙ্কিতচিত্তে তৎসম্পাদন আমাদের কর্ত্তব্য। তোমরা আমাদের সুহৃৎ, এখন স্ব স্ব আবাসে প্রতিগমন কর। যখন আমাদের আবশ্যক হইবে, তখন তোমরা আমাদের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যের বিধান করিবে।

এই উপদেশ-বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পৌর-গণ আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিল।

পৌরগণ নিবৃত্ত হইলে সর্ব্বকর্ম্মবিৎ বিদুর পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠকে সাবধান থাকিতে পরামর্শ দিয়া প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবেরা অষ্টাহে বারণাবতে আসিয়া পৌছিলে, নগরবাসী প্রজাগণ বহুসমাদরে তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিল। পুরোচনও বাস্তবিক পরম হিতৈ-ষীর ন্যায় তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা ও পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির বিদুরের বচনে সতর্ক হইয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, গৃহটী দাহ্যদ্রব্যে নির্ম্মিত। পাণ্ডবদের আকার প্রকার দেখিয়া, তাঁহারা যে সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন, তাহা পুরোচন বুঝিতে পারিল না। নগরবাসীদিগের মধ্যে কাহারও মনে কোন সন্দেহ হইবার কারণ ছিল না।

ইতিমধ্যে বিদুরের প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত খনক আসিয়া গৃহমধ্যে অতি সঙ্গোপনে একটা সুরঙ্গ খনন করিয়া দিল। পাণ্ডবেরা কাল প্রতীক্ষা করিয়া রহি-লেন। একদিন নিশীথ সময়ে যখন সকলে নিদ্রাভি-ভূত, তখন মহাসাহসসম্পন্ন বিপুলবলশালী ভীমসেন গৃহে অগ্নিপ্রদান করিলেন, এবং জননীকে স্কন্ধে লইয়া, নকুল ও সহদেবকে অঙ্কে আরোপণ এবং

যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে দুই হস্তে ধারণপূর্ব্বক সুরঙ্গ দিয়া বহির্গত হইলেন। বারণাবতবাসীরা ঘোর অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া অনায়াসেই বুঝিতে পারিল যে, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দ্বারা এ দারুণ অগ্নিদাহ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। তখন তাহারা গৃহ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের অকালমৃত্যু ভাবিয়া যথোচিত-বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পাণ্ডবেরা পরিত্রাণ পাইয়া নিবিড় অরণ্য দিয়া ক্রমে ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলেন। মহামতি বিদুর ইতিপূর্ব্বেই একখানি যন্ত্রযুক্ত তরণী রাখিয়া দিয়াছিলেন, বিশ্বস্ত নাবিকবৃন্দ তাহাতে নিযুক্ত ছিল। পাণ্ডবেরা সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন এবং অলক্ষিতভাবে বেগে গমন পূর্ব্বক যত শীঘ্র পারেন,সেই চিরপরিচিত দেশ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তাঁহারা বহুকাল বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিলেন। মৃগয়া দ্বারা তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা বনভূমি ছাড়িয়া জটা-বল্কল ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বেশে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে একচক্রানামক নগরে পৌঁছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বকাসুরবধ।

পাণ্ডবগণ জননীব সহিত এক ব্রাহ্মণেব গৃহে অবস্থান কবিতে লাগিলেন। বেদ, বেদাঙ্গ, নীতি-শাস্ত্র প্রভৃতিব অধ্যযনে তাঁহাদেব কালযাপন হইত এবং ভিক্ষাদ্বারা জীবনযাত্রা চলিত। কুন্তী দেবী ভিক্ষালব্ধ খাদ্য মহাবল ভীমসেনকে অর্দ্ধেক দিযা, অবশিষ্ট অন্য চাবিটী পুত্রের ও নিজেব জন্য বাখিয়া দিতেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরে বহুদিন বাস করিলেন। তাঁহাদেব ভদ্র ব্যবহারে নগববাসিগণ পবম প্রীত হইল।

একদা গৃহে মাতাব নিকট ভীমসেনকে বাখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি চারি ভাই ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলে পর, কুন্তী দেবী ব্রাহ্মণেব গৃহে হঠাৎ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, তখন ত্বরিতপদে তথায উপস্থিত হইযা দেখিলেন, ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী, কন্যা ও পুত্রটীকে লইয়া নিতান্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া পরিতাপ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, হায়! কিরূপে এই দুস্তর আপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাইব, কি উপায়েই বা পুত্র, দারা ও কন্যাকে রক্ষা করিব? হে ব্রাহ্মণি, তুমি ত জান, আমি এই স্থান হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক অন্যত্র বাস করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই; বলিয়াছিলে, "এই-খানে জন্মিয়াছি ও বর্দ্ধিত হইয়াছি; এইখানেই আমার পৈতৃক বাস, অতএব এ স্থানটী পরিত্যাগ করিতে কোনমতে সম্মত হইব না"। এখন তোমার দোষেই এই মহৎ অনর্থ ঘটিল। যাহা হউক, তুমি পতিব্রতা সহধর্ম্মচারিণী, সৎকুলসম্ভূতা ও শীলসম্পন্না, তোমাকে নিজের জীবনরক্ষার জন্য নৃশংসের ন্যায় ত্যাগ করিতে পারিব না। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু তনয়টীকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব? আর এই কন্যাটীকেই বা কোন্ প্রাণে মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া দিব? কেহ বলেন পুত্রে অধিক স্নেহ, কেহ বা কন্যার প্রতি মমতার আতিশয্য স্বীকার করেন, কিন্তু আমার পক্ষে স্নেহ উভয়েই তুল্য। যদি নিজে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করি, তাহা হইলে ইহারা সকলে অন্নাভাবে মারা পড়িবে। অতএব সকলে এককালে প্রাণত্যাগ করিব। ইহাই শ্রেয়স্কল্প।

স্বামীর এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী

বলিলেন, হে নাথ, তুমি বিদ্বান্ হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় শোক করিতেছ কেন? জন্মাইলেই মৃত্যু আছে; অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী, তজ্জন্য পরিতাপ করিও না। পুত্রদারাদি সবই আত্মার জন্য। অতএব মনের ক্লেশ পরিহার কর, আমাকে পাঠাইয়া দেও। স্ত্রীর এই পরম ধর্ম্ম যে,নিজে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া পতির হিত-সাধন করিবে, তাহাতে ইহকালে সুযশ ও পরকালে সদ্গতি হয়। যেজন্য দারপরিগ্রহ, তাহা তুমি লাভ করিয়াছ; একটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি এখন তোমার নিকট অনৃণী হইয়াছি। আমি ত পুত্র-কন্যার রক্ষণ ও পোষণে সমর্থ হইব না। তোমার অভাবে আমার ও পুত্র-কন্যার কি দশা হইবে? আমি বিধবা ও অনাথা হইলে কন্যাটীকে সৎপাত্রে সম্প্রদান ও পুত্রটীর বিদ্যাশিক্ষা, কিছুই হইবে না। আমি মহাদুঃখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব, আর মদ্বিরহে পুত্রকন্যাও মারা পড়িবে। আপদর্থে ধন রক্ষা করিবে, ধনদ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিবে, আর ধন ও স্ত্রী দিয়া আত্মাকে রক্ষা করিবে; এই শাস্ত্রের বিধান। অতএব হে দ্বিজবর, আমাকে ত্যাগ কর। আমি তোমার সহ-বাসে অনেক সুখ-ভোগ করিয়াছি, ধর্ম্মকর্ম্মেরও অনু-ষ্ঠান করিয়াছি; মরণে আমার কিছুই ক্লেশ-বোধ হইবে না। অতএব আমাকে ত্যাগ করিয়া আত্মাকে ও

পুত্রকন্যাকে রক্ষা কর, এবং নিজের কুলধর্ম্ম অব্যাহত রাখ। স্ত্রীর পক্ষে পত্যন্তর-গ্রহণে নিষেধ আছে, কিন্তু পুরুষের পক্ষে ভার্য্যান্তর-পরিগ্রহ দোষের নহে। অতএব আমার অন্তে আবার বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করিতে তোমার কোন বাধাই নাই। শাস্ত্রের নিয়ম এই, যিনি দ্বিজ, তিনি অনাশ্রমী হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিবেন না।

পত্নী এই বাক্য বলিয়া বিরত হইলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক শোকে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কন্যা অতিবিষণ্ণভাবে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, আপনারা কেন অনাথের ন্যায় শোকে অভিভূত হইতেছেন? আমার কথা শ্রবণ করুন, যাহা উচিত, তাহার বিধান করিতে দ্বিধা করিবেন না। ধর্ম্মানুসারে দুহিতা ত পরিত্যাজ্যা বটে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, যে পুত্র সেই আত্মা, আর গৃহিণী পরম সুহৃৎ কিন্তু কন্যা ক্লেশের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কন্যা যদি অপাত্রে ন্যস্ত হইল, তাহাতে দুঃখের অবধি নাই, আর দুর্ভাগ্য-বশতঃ যদি বিধবা হইল, তাহা হইলে পিতা-মাতা চিরকাল অগ্নিদাহ ব্যতিরেকে দগ্ধ হইতে থাকিবেন। অতএব আত্মাকে রক্ষা করুন, কুলতন্তু পুত্রকে ভরণ পোষণ ও শিক্ষাদান করিলে বংশ-রক্ষা হইবে। হে পিতঃ, অবশ্য-

করণীর বিষয়ে আর কাল অতিক্রম করিবেন না। কন্যার এই বাক্য শুনিয়া পিতা-মাতা রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বালিকাটীও রোরুদ্যমানা হইল।

তখন বালকটী উৎফুল্লনয়নে মধুর অস্ফুটবচনে কহিতে লাগিল, পিতঃ, রোদন করিও না, মাতঃ, ক্রন্দন পরিত্যাগ কর, ভগিনি, কেন বিলাপ করিতেছ? আমি এই তৃণদ্বারা সেই নরখাদক রাক্ষসের প্রাণ-সংহার করিব। এই বলিয়া বালকটী হাস্য করিয়া উঠিল। যদিও সকলে তৎকালে দুঃখে অভিভূত, তথাপি সেই অমৃততুল্য বালভাষিতে কেহ হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না।

তখন কুন্তী দেবী, এই উপযুক্ত অবসর ভাবিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং মৃদুমধুরস্বরে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, যদি অসাধ্য না হয়, আপনাদের এই দুঃখ নিশ্চয়ই অপনয়ন করিব। যেমন মৃত ব্যক্তি অমৃতসেকে পুনরুজ্জীবিত হয়, তেমনি কুন্তীর সেই আশ্বাস-বাক্যে ব্রাহ্মণের দেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হে তপোধনে, আপনি যে কথাটী কহিলেন, তাহা সজ্জনের উচিত বটে, কিন্তু আমাদের এই যে দুঃখ, তাহার অপনয়ন মনুষ্যের সাধ্য নহে। এই নগরের

উপকণ্ঠে বক-নামক এক রাক্ষস বাস করে। সে মহাবল-পরাক্রান্ত, এই নগরের নিয়ন্তা। বহিঃশত্রু হইতে দেশের রক্ষা করে বলিয়া, এ দেশের রাজা এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেক অধিবাসীকে এক দিনের জন্য উহার ভোজনার্থ শকটপূর্ণ খাদ্য ও একজন মনুষ্য পাঠাইয়া দিতে হইবে। যদি না দেয়, তাহা হইলে সেই নরখাদক পুত্রকলত্রাদির সহিত তাহাকে সংহারপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। অদ্য আমাদের পালা, আমার এমন ধন নাই যে, একজন লোক ক্রয়পূর্ব্বক প্রেরণ করিব। অতএব এই দুস্তর দুঃখার্ণবে পতিত হইয়া স্থির করিতেছি যে, বরং পুত্র-কলত্র কন্যার সহিত সেই রাক্ষসের নিকট গমনপূর্ব্বক তৎকর্তৃক সকলে এককালে ভক্ষিত হইব, কিন্তু পরস্পরের বিয়োগ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না।

তখন দয়ার্দ্রচিত্তা মহামনা কুন্তী দেবী ব্রাহ্মণকে প্রবোধ-বাক্যে বলিলেন, হে দ্বিজবর, বিষাদ করিতে হইবে না, আমি একটী উপায় করিতেছি। আমার পাঁচটী পুত্র আছে, তাহাদের মধ্যে একজন আপনার নিকট হইতে খাদ্যাদি লইয়া সেই নরখাদকের নিকট গমন করিবে, আপনি চিন্তা করিবেন না।

এই বিস্ময়জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, আমি নিজের জীবনের জন্য, যিনি অতিথি

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, তাঁহার প্রাণবধের কারণ হইব না। একপ নৃশংস কার্য্যে কদাপি আমি অনুমোদন করিতে পারিব না। এ পাপের নিষ্কৃতি নাই। বরং পুত্র-কলত্রাদির সহিত প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি একপ কার্য্যে অনুমতি দিতে পারিব না। ভদ্রে, আমি তোমার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। যে নারী নীচকুলে উৎপন্না ও নিতান্ত পাপিষ্ঠা, সেও আত্মাকে কিংবা আত্মজকে একজন ব্রাহ্মণেরও প্রাণরক্ষার্থ বিসর্জ্জন দিতে পারে না, আপনার ত কথাই নাই।

কুন্তী বলিলেন, হে দ্বিজবর, যদি আমার শত পুত্র থাকিত, তথাপি আমি একটীকেও পরিত্যাগ করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই রাক্ষস আমার পুত্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। আমার পুত্র বীর্য্যবান্, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ, রাক্ষসের নিকট খাদ্যাদি লইয়া গেলে তাহার কোন বিপদের শঙ্কা নাই। সে অবশ্যই মহাকায় বলীয়ান শত্রুকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে।

কারুণ্য ও সাধুতা-বশতঃ কুন্তী দেবী ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া বৃকোদরকে গিয়া বলিলেন, হে আয়ুষ্মন্, আমরা ব্রাহ্মণের গৃহে এতদিন সুখে ও সমাদরে কাল-যাপন করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা আমাদের কোন সন্ধানই পায় নাই। বৎস, আমার মনে সর্ব্ব-

দাই এই চিন্তা, কিরূপে ব্রাহ্মণের কোন প্রিয়কার্য্য-সাধন করিব। কারণ, যে ব্যক্তি উপকার ভুলিয়া না যায়, তাহাতেই মনুষ্যত্ব আছে। যেপর্য্যন্ত উপকার অপেক্ষা সমধিক প্রত্যুপকার করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ ঋণী থাকিতে হয়। অতএব যদি এই ব্রাহ্মণের মহাদুঃখের সময় কিছু উপকার করিতে পারি, তাহা হইলে আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

ভীমসেন বলিলেন, যদিও অতিদুষ্কর হয়, তথাপি আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের উপকারার্থ আমি তৎসাধনে যত্নের ত্রুটি করিব না।

অনন্তর যুধিষ্ঠির ভিক্ষান্তে প্রত্যাগত হইয়া আকার-ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন যে, ভীম কোন দুষ্কর কার্য্যে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। তখন একান্তে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীম কি নিজের ইচ্ছায়, না আপনার অনুমতিক্রমে কোন বিপদাবহ কর্ম্মে উদ্যত, হইয়াছেন? কুন্তী বলিলেন, বৎস, আমারই বাক্যে বৃকোদর ব্রাহ্মণের মঙ্গলার্থ এবং এ নগরের নিস্তার-জন্য একটী মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, মাতঃ, আপনি এ সাহস করিতেছেন কেন? পুত্রের পরিত্যাগ সাধুবিগর্হিত, কিজন্য পরের সুতের নিমিত্ত নিজের সুত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ইহা লোকবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ। যাঁহার বাহুবল আশ্রয়,

করিয়া আমরা নিরাপদে কালযাপন করিতেছি, এবং অপহৃত রাজ্যের উদ্ধার সাধনে আশ্বস্ত আছি, যাঁহার বীর্য্যের বিষয় ভাবিয়া দুর্য্যোধন শকুনির সহিত ভয়ে রাত্রিতে ভাল করিয়া নিদ্রা যায় না, তাদৃশ পুত্রকে ত্যাগ করিতে আপনার এরূপ মতি হইল কেন? বোধ হইতেছে, দুঃখে পড়িয়া আপনার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে। কুন্তী দেবী বলিলেন, বৎস, বৃকোদরের জন্য কোন আশঙ্কা করিও না, আমি চিত্তদৌর্ব্বল্য-হেতু এই কার্য্যে উদ্যত হই নাই। এই ব্রাহ্মণের গৃহে নির্ভয়ে ও সুখে কালযাপন করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা আমাদের কোন সন্ধানই পাইতেছে না। যে ব্যক্তি উপকারীর প্রত্যুপকার করেন, তাঁহারই মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়। যে পর্য্যন্ত না উপকারীর বহু-গুণ প্রত্যুপকার করিতে পারা যায়, ততদিন তাঁহার ধার শোধ হয় না। জতুগৃহদাহ প্রভৃতি কার্য্যে ভীমের পরাক্রম দর্শন করিয়া, আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, উহার বল অতুলনীয়, স্বয়ং বজ্রধর দেবরাজকেও যুদ্ধে জয় করিতে পারে। এই-জন্য ব্রাহ্মণের বিপৎপ্রতীকারের জন্য নিশ্চয় করি-য়াছি, লোভে বা মোহে প্রবর্ত্তিত হই নাই। আমি বুদ্ধিপূর্ব্বকই এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এইরূপ করিলে দুইটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে,

উপকারীর প্রত্যুপকার ও পরম-ধর্ম্মলাভ। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইয়া কোন বিষযে ব্রাহ্মণের সাহায্য করে, সে অবশ্যই পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে।

জননীর যুক্তিযুক্ত বাক্যে যুধিষ্ঠিরের ভ্রম-নিরাস হইল। তিনি বলিলেন, এখন দেখিতেছি, বিপদাপন্ন ব্রাহ্মণের পবিত্রাণ অবশ্যকর্ত্তব্য, এবং ভীম নর-খাদককে নিধন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু বিপ্রকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবেন, যাহাতে নগরবাসি-গণের মধ্যে এ বিষয়টীর প্রচার না হয়।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে নির্ভীক ভীমসেন বহুল খাদ্যদ্রব্য লইয়া, যে বনে সেই নরখাদক বাস করে, তথায় উপস্থিত হইয়া, নিজেই ভোজনে ব্যাপৃত হইলেন। তখন সেই মহাকায় ভীষণমূর্ত্তি বক-রাক্ষস গর্জ্জন করিয়া বলিল,কে এ ব্যক্তি আমার জন্য প্রেরিত খাদ্য ভোজন করিতেছে, বুঝি ইহার যমালয়ে যাইবার বাঞ্ছা হইয়াছে। ভীমসেন সেই কথা শুনিয়া তাহার দিকে পৃষ্ঠ করিয়া, সহাস্য আস্যে ভোজন করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাক্ষস ভৈরব রব করিয়া বাহুদ্বয় আস্ফালনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে বেগে প্রধাবিত হইল। তথাপি বৃকোদর অবজ্ঞায় তাহার প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টি করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া সেই রাক্ষস দুই হস্তে তাঁহার

পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক আঘাত করিল। শক্রনিসূদন মধ্যম পাণ্ডব সেই ভীষণ আঘাতেও আহার হইতে বিরত হইলেন না, তাহার প্রতি কেবল কঠোর দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে মহাবল রাক্ষস তাঁহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য এক বৃক্ষ উৎপাটন করিল। ভীমসেন ক্রমে অব্যস্তভাবে সমগ্র খাদ্যদ্রব্য ভোজনপূর্ব্বক পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং আচমনান্তে যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া, হাসিতে হাসিতে বাম হস্তে রাক্ষসপ্রক্ষিপ্ত বৃক্ষ ধারণপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে ভীষণ পদাঘাতে তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার গলদেশ ও বাম হস্তে কটিদেশ ধারণপূর্ব্বক, পৃষ্ঠ নিষ্পেষণ করিলেন। সেই নরখাদকের শরীর ভগ্ন হইল, এবং সে ঘোর রব করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন শক্রঘাতী মধ্যম পাণ্ডব সেই মহাকায় রাক্ষসকে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক সকলের অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণের গৃহে নিরাপদে প্রত্যাগত হইলেন। নগরবাসিগণের মধ্যে প্রচার হইল, কোন দেবতা এই দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন। তখন দেবতার উদ্দেশে পূজার্চ্চনা হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা প্রকাশের ভয়ে সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক তদানীং সর্ব্বত্র-প্রচারিত দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের বার্ত্তা শুনিয়া, দ্রুপদরাজের রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর।

পাণ্ডবেরা পঞ্চাল-নগরে উপস্থিত হইয়া এক কুম্ভকারের গৃহে সকলের অজ্ঞাতসারে বসতি করিলেন। তৎকালে দ্রুপদরাজনন্দিনী দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে মহাসমারোহ উপস্থিত। ভারতবর্ষের নানা বিভাগ হইতে ভূপালবৃন্দ দলবলসহ আগমন করিতেছিলেন। উৎসব-দর্শন জন্য দিগ্‌দিগন্তর হইতে বহুল জন সমাগম হইতেছিল। ব্রাহ্মণগণ দান-মান-লাভার্থ ব্যগ্র হইয়া সমাগত হইতেছিলেন, এবং নট, নর্ত্তক, মল্ল, স্তুতিপাঠক, পুরাণবেত্তা, বংশাখ্যায়ক প্রভৃতি পুরস্কার-প্রাপ্তির জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে উপস্থিত হইতেছিল।

রাজা দ্রুপদের মনে বরাবর এই অভিলাষ ছিল যে, অর্জ্জুনকে কন্যাদান করিবেন। পাণ্ডবেরা ত তৎকালে নিরুদ্দেশ। অতএব কিরূপে অর্জ্জুনের অনুসন্ধান হয়, এইজন্য তিনি এক অতিদৃঢ় দুরানম ধনু

নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। একটী লক্ষ্য যন্ত্র যোজিত হইয়া আকাশপথে সংস্থাপিত হইয়াছিল। দ্রুপদ নরপতির এই পণ ছিল, যে যোদ্ধা শরাসনে সায়ক-সন্ধানপূর্ব্বক সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনি তাঁহার তনয়ার পানিপীড়নের যোগ্য হইবেন।

রাজধানীর পূর্ব্বোত্তর-দিকে সুরম্য সমতল ভূমিতে সভা সন্নিবেশিত হইল। উহার চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। সভার চতুষ্পার্শ্বে হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মিত হইয়া বিচিত্র দ্বার, তোরণ, চন্দ্রাতপ প্রভৃতিতে উদ্ভাসিত হইল। তন্মধ্যবর্ত্তী রথ্যাবলী চন্দ-নোদকে সিক্ত হইল। প্রাসাদমালা অগুরু-ধূপে সু-বাসিত, মাল্যদ্বারা পরিশোভিত, সুবর্ণ জালকে অলঙ্কৃত, মণিময় কুট্টিমে সুসম্বদ্ধ, সুখারোহ সোপানরাজিতে সংযোজিত, এবং শয্যা আসন প্রভৃতি নানা সজ্জাতে বিভূষিত হইতে লাগিল। রাজগণ দ্রুপদেশ্বর কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া সেই সকল প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন।

স্বয়ংবর-সভার অপূর্ব্ব শোভা হইল। সমবেত ভূপালবর্গ মহামূল্য পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মঞ্চের উপরে উপবেশন করিলেন। পৌর-জানপদবর্গ যথাস্থানে আসন পাইল। চাতুর্ব্বর্ণিকী সভা হইল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য

পৃথক্ পৃথক্ স্থান নিরূপিত হইল। পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণের সহিত সমাসীন হইলেন।

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনী যাজ্ঞসেনীকে লইয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। দ্রৌপদী সুস্নাতা, মহামূল্য পরিচ্ছদে মণ্ডিতা ও সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া হেমময় মাল্য হস্তে ধারণপূর্ব্বক ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য, সলজ্জভাব ও মাধুরী অবলোকন করিয়া সকলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বাদ্যোদ্যম বন্ধ করিয়া দিয়া জলদগম্ভীররবে সুস্পষ্ট অর্থযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগিলেন—এই শরাসন, এই সায়ক সকল, ঐ গগনপথস্থ লক্ষ্য। যে কুলশীলশালী ও রূপবান্ যোদ্ধা যন্ত্রমধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি আমার ভগিনীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিবেন। পরে ভগিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক সভাসমবেত ভূপতিদিগের নাম, ধাম, বংশমর্য্যাদা ও অবদান-পরম্পরা কীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিলেন, হে কল্যাণি, মহাবলপরাক্রান্ত ভুবনবিখ্যাত ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর নৃপতিগণ তোমার জন্য সমাগত হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে যিনি লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকে তুমি পতিরূপে বরণ করিবে।

অনন্তর কিরীট-হার-অঙ্গদ-প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে

ভূষিতাঙ্গ, পদ্মপলাশনেত্র, বিক্রমশালী, উৎসাহসম্পন্ন, বিশালবাহু নরপালগণ বলদর্পে সভাস্থল প্রতিধ্বনিত করত লক্ষ্যের দিকে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে দুর্য্যোধন, শাল্ব, অশ্বত্থামা, কলিঙ্গরাজ, বঙ্গেশ্বর, পাণ্ড্যাধিপতি, বিদেহনাথ, যবনাধিপ প্রভৃতি-ভূপতিগণ আসিয়া সেই দুর্নাম কার্ম্মুকে জ্যাযোজনার্থ উদ্যম করিতে লাগিলেন। যাঁহার যত শক্তি, বলপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু বাণ-সন্ধান দূরে থাকুক, জ্যাযোজনা করিতে গিয়া রাজগণ একে একে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন; তাঁহাদের কলেবর ধরণীতে লুণ্ঠিত, ধূলিধূসরিত, কিরীট হারাদি ইতস্ততঃ পতিত ও অধরোষ্ঠ বিকম্পিত হইতে লাগিল। সকলে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করত নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। সমস্ত রাজলোক যৎপরোনাস্তি দীনভাবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চিত্ত হইতে দ্রৌপদী-লাভের অভিলাষ অপগত হইল।

অনন্তর ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য কর্ণ লক্ষ্যস্থানে গমনপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে শরাসন উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাতে জ্যাযোজনা করিয়া বাণ-সন্ধান করিলেন। তখন যাজ্ঞসেনী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না"। কর্ণ ক্রোধে অট্টহাস্য করিয়া সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সেই দীপ্তিযুক্ত

শবাসন পবিত্যাগ কবিলেন। তৎপরে চেদিপতি দমঘোষ-পুত্র শিশুপাল বলদর্পে কার্ম্মুকখানি তুলিতে গিয়া, হাঁটু পাতিযা বসিয়া পড়িলেন। মহাবলপরাক্রান্ত জবাসন্ধও শরাসন আকর্ষণ করিবাব জন্য উদ্যম কবিতে গিয়া শিশুপালের দশা প্রাপ্ত হইলেন। মহাবীব শল্যও ধনুকে জ্যা-বোপণ করিতে চেষ্টা করিযা উলটিয়া পড়িলেন।

এইরূপে বলশালী ক্ষত্রিয় ধনুর্ধবগণ অপদস্থ হইয়া নিবৃত্ত হইলে, মহামনা অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ-সভা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তদ্দর্শনে বিপ্রগণ পরস্পব বলিতে লাগিলেন—পৃথিবী-বিখ্যাত, ধনুর্বিদ্যা-পাবদর্শী বীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিযগণেব অসাধ্য যে কার্য্য, তাহা সম্পাদন কবিবার জন্য কিরূপে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল অশিক্ষিতাস্ত্র একজন বিপ্র সমর্থ হইবে? ইহাতে আমাদিগকে কেবল রাজগণেব বিদ্বেষ-ভাজন ও লোকেব নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। এটী কেবল চপলতার কার্য্য। অতএব সকলে ইহাকে বারণ কর। কেহ কেহ বলিল, এ বীরাকৃতি ব্রাহ্মণকে নিবারণ করা উচিত নহে। ইহার উৎসাহ-দর্শনে মনে হয় যে, এই দুষ্কব-কার্য্য সাধনে ইহার সামর্থ্য আছে, অশক্ত হইলে উঠিত না। এ যুবা শ্রীমান্, পীন-স্কন্ধ ও মহাবাহু; ইহার বিক্রম মৃগেন্দ্রের ন্যায়, ইহার

গতি করীন্দ্রের অনুরূপ, এ ব্যক্তি পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত। অতএব ইহার পক্ষে এ কার্য্য অসম্ভব নহে। তখন অর্জ্জুন গিরির ন্যায় অচলভাবে কার্ম্মুকের সমীপে গিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বরদ দেবদেব মহেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে ধ্যান করিয়া শরসন্ধানপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূমিতে নিপাতিত করিয়া ফেলিলেন। সভামধ্যে চতুর্দ্দিক্‌ হইতে মহাকলরব উত্থিত হইল। তখন অর্জ্জুনের উপর পুষ্পবৃষ্টি পতিত ও নানা বাদ্য নিনাদিত হইল। স্তুতিপাঠকগণের যশোগান এবং ব্রাহ্মণবর্গের জয়ধ্বনিতে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। যাজ্ঞসেনী ঈষৎ হাস্য করত বরমাল্য লইয়া দেবেন্দ্রপ্রতিম পার্থের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

মহীপতি দ্রুপদ পরম প্রীতি লাভ করিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কারণ তৎকালে সমবেত রাজগণ চিরপালিত মনোরথ ভগ্ন হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া পরস্পর বলিতেছিলেন—এই দ্রুপদরাজ আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, যথোচিত সৎকারও করিয়াছে। কিন্তু এখন একজন বটুকে রমণীরত্ন প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া আমাদের অত্যন্ত অপমান করিল। অতএব এই নৃপাধমকে সপুত্র

সংহার কব। স্বয়ংবব ক্ষত্রিয়েবই চিবপ্রসিদ্ধ প্রথা, ইহাতে ব্রাহ্মণের অধিকাব নাই। আব এই কন্যা যদি আমাদেব মধ্যে কাহাকেও বরণ না কবে, ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ কবিব। ব্রাহ্মণ চাপল্য বা লোভ-বশতঃ এই অনধিকাব-চর্চ্চা কবিয়াছে, কিন্তু বিপ্র ত বধ্য নহে।

এই বলিযা দুর্দ্দান্ত ভূপালগণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া বাজা দ্রুপদকে বধ কবিবাব জন্য প্রধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীব ভীম ও অর্জ্জুন তাঁহাব বক্ষার্থ সসজ্জ হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ অজিনবসন বিধূনন ও পলাশদণ্ড আস্ফালনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, কোন ভয় নাই, আমরা যুদ্ধার্থ উদ্যত হইতেছি। অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিযা বলিলেন, আপনাদিগকে যুদ্ধ কবিতে হইবে না, আপনারা দর্শকরূপে পার্শ্বদেশে অবস্থান করুন, আমি অবিলম্বে শাণিত শব-নিকর দ্বারা আক্রমণকারীদিগেব রণপিপাসা দূর করিতেছি।

তখন মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ও মদ্রবাজ শল্যের মধ্যে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল। কিঞ্চিৎকাল পরেই মহাবল ভীম দুই হস্তে শল্যকে আকর্ষণপূর্ব্বক দূবে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু বধ করিলেন না। এ দিকে অর্জ্জুনে ও কর্ণে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ অতি ভীষণ রণ হইলে পর,

কর্ণ অর্জ্জুনের অনিবার্য্য পরাক্রম ও অনুপম সমর-কৌশল সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ বীর কে? আমার সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে, এমন ধনুর্দ্ধর পৃথিবীতে পার্থ ভিন্ন ত কেহই নাই। এ কি মূর্ত্তিমান্ ধনুর্বেদ, অথবা ছদ্মবেশী দেবরাজ, কিংবা স্বয়ং জামদগ্ন্য? দেখিতেছি, এ ব্রাহ্মণের তেজ অনিবার্য্য। অতএব শুষ্ক কলহে প্রয়োজন নাই। এই ভাবিয়া অঙ্গরাজ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

শল্য পরাজিত ও কর্ণ পরাঙ্মুখ হইলে, রাজগণ বিস্মিত ও শঙ্কিত হইলেন। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পাণ্ডবগণ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সেই স্বয়ংবর-সভাতে উপস্থিত আছেন। এখন ভীমার্জ্জুনের অতিমানুষ পরাক্রম-দর্শনে তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় রাজগণকে অনুনয়পূর্ব্বক বুঝাইয়া বলিলেন, দ্রুপদকন্যা যথাধর্ম্ম বরণ করিয়াছেন, তাহাতে বিরোধের কারণ নাই। তখন ভূপালবর্গ অপ্রসন্ন-মনে স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

ক্রমে প্রকাশ পাইল, পাণ্ডবেরা জতুগৃহদাহকালে পুড়িয়া মরেন নাই, বহুকাল নিরুদ্দেশের পর স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদিগের সহিত অবিলম্বে মিলিত হইলেন। মহারাজ দ্রুপদও প্রীতমনে কন্যা-সম্প্রদানার্থ প্রস্তুত হইলেন। তখন মাতৃপরায়ণ যুধিষ্ঠির জননীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পঞ্চ ভ্রাতার জন্য যাজ্ঞসেনীকে প্রার্থনা করিলেন। এই অশ্রুতপূর্ব্ব প্রার্থনাতে দ্রুপদরাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন মহর্ষি দ্বৈপায়ন হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহার সংশয় অপনয়ন করিলেন। মহাসমারোহে উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। রাজা দ্রুপদ বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, রথ, দাস, দাসী, ধন, রত্ন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন, এবং যদুপতিও মহামূল্য উপঢৌকন দিয়া বান্ধবগণের সংবর্দ্ধনা করিলেন।

এই সকল সংবাদ হস্তিনাপুরে পঁহুছিতে বহু বিলম্ব হয় নাই। দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের নিধন হইয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। অধুনা তাঁহার উদ্বেগ দ্বিগুণ বাড়িল, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতির সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া যাহাতে পাণ্ডবদিগের হস্তিনাপুরে আর না আসা হয়, তজ্জন্য তৎপর হইলেন। কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণের পরামর্শে বিদুরকে বহুল উপহারের সহিত দ্রুপদরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহামতি বিদুর যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবদিগকে বধূ দ্রৌপদীর সহিত মহাসমারোহে হস্তিনাপুরে লইয়া আসিলেন।

অধুনা একত্র বাস অবিধেয় ভাবিয়া অন্ধরাজ পাণ্ডবদিগের বাসার্থ খাণ্ডবপ্রস্থ-নামক প্রদেশটী নিরূপণ করিয়া দিলেন। পাণ্ডবেরা তথায় এক মহানগরীর পত্তন করিয়া, পরিখা ও প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন। মনোরম হর্ম্ম্যবৃন্দ সুপ্রশস্ত রথ্যারাজি, পণ্যপূর্ণ বিপণিবৃন্দ, তরুলতামণ্ডিত উদ্যানশ্রেণী ও কমল-কহ্লার-সুশোভিত সরোবর সকল চতুর্দ্দিকে বিরাজিত হইল। পাণ্ডবদিগের সদ্‌গুণে প্রজাবর্গ সর্ব্বত্র বসতি করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র সন্তোষ সঞ্চারিত হইল।

সমৃদ্ধির আর সীমা রহিল না। পাণ্ডবগণ সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্তস্থল, তাঁহারা পরস্পর সম্প্রীতিতে মনস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে, তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সম্মতি লইয়া দেশ-পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। অনেক বেদবেদাঙ্গবেত্তা ব্রাহ্মণ, স্তুতিপাঠক, কথক, পৌরাণিক ও ভগবদ্ভক্তগণ প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনি নানা রমণীয় বিচিত্র বনভূমি, সরোবর, সরিৎ, জনপদ, তীর্থ প্রভৃতি সন্দর্শনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

মহামনা অর্জ্জুন নানা স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত-ভাগে মণিপুরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়া বর্ষত্রয় বাস করিলেন। চিত্রাঙ্গদার এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম বভ্রুবাহন হইল। অনন্তর পার্থ বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক, ক্রমে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগ্বর্ত্তী নানা তীর্থ দর্শন করিয়া, অবশেষে প্রভাসে উপস্থিত হইলেন। তথায় বান্ধববর যদুপতির সহিত মিলিত হইয়া দ্বারকা নগরীতে আগমন করিলেন। অবিলম্বে বাসুদেবের পরমস্নেহাস্পদ ভগিনী সুভদ্রা সুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। তৎপরে তৃতীয় পাণ্ডব পুষ্করতীর্থে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিলেন।

এইরূপে দ্বাদশবার্ষিক দেশপর্য্যটনব্রত সাঙ্গ করিয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চরণবন্দন করিলেন। এতদিন প্রবাসের পর অর্জ্জুনকে পাইয়া সকলের অতুল আনন্দ লাভ হইল। তখন ববা-ঙ্গনা সুভদ্রা কুন্তী দেবীর চরণোপান্তে প্রণত হইলেন। জননী কৃষ্ণভগিনীর মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর পদ্ম-পলাশতুল্য আয়ত লোচন ও পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সুচারু বদন দর্শন করিলে কে না প্রীতি লাভ করে? অর্জ্জুনের আদেশমত সুভদ্রা রক্তকৌষেয় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গোপালিকা-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার রূপরাশি যেন উচ্ছলিত হইতেছিল। তিনি অতিনম্র-ভাবে যাজ্ঞসেনীকে অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন, মনস্বিনি, আমি আপনার কিঙ্করী। বিচক্ষণ অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বেই বহুবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে দ্রৌপদীর চিত্তের ক্ষোভ শান্ত করিয়াছিলেন। এখন তিনি সুভদ্রার সৌজন্য ও নম্রতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক মধুর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, অয়ি মাধব-প্রিয়-ভগিনি, তুমি পতির প্রীতিভাজন হইয়া সুখিনী হও, তোমার প্রতি আমার চিরকাল অনুজার মত স্নেহ থাকিবে। সুভদ্রা হৃষ্টমনে যাজ্ঞসেনীর আশী-র্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও অন্যান্য যদুবীরগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনপূর্ব্বক হস্তী, অশ্ব, বিবিধ যান, শয্যা, আসন, পরিচ্ছদ, মহামূল্য অলঙ্কার ও মণি-মাণিক্য উপঢৌকন দিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যৌতুক গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত মহাসমাদরে যাদববৃন্দের অভ্যর্থনা ও সৎকার করিলেন। পুরবাসি-বর্গ ও ব্রাহ্মণগণ সকলে সমভাবে যদুপতির সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র উৎসবময় হইল। যমুনা-তীরে মৃগয়ার জন্য আয়োজন হইল। বাসুদেব অর্জ্জুনের সঙ্গে মিলিত হইয়া মৃগ-বরাহ শিকার করিয়া সেই রমণীয় নগরে কিয়ৎকাল বাস করিলেন।

সেই সময় কেশবের প্রিয়তমা ভগিনী সুভদ্রা একটী পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম অভিমন্যু হইল। যেমন ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত, তেমনি তৃতীয় পাণ্ডবের পুত্র অভিমন্যু। কুমারের জন্মে রাজা যুধি-ষ্ঠিরের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। রাজা ব্রাহ্মণ-গণকে অযুত গাভী ও অযুত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা ভগিনীর তনয়টীর জাত-কর্ম্মাদি সংস্কার নিজে সযত্নে সম্পাদন করাইলেন। সেই বালকটী জন্ম হইতেই পিতৃ-পিতৃব্যগণের ও মাতুলের যৎপরোনাস্তি স্নেহভাজন হইল। অর্জ্জুন সেই বীরাকৃতি বালকটীর সুলক্ষণ সমুদায় দেখিয়া

স্বয়ং তাহাকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সকল শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে তাঁহার পরিদর্শিতা জন্মিতে লাগিল।

দ্রুপদরাজনন্দিনীও ইতিপূর্ব্বে পঞ্চপতি হইতে পাঁচটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেন জন্ম লাভ করেন। দ্রৌপদীর সেই পাঁচটী নন্দন এক এক বৎসর অন্তর ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুন হইতে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া যুদ্ধ-বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করেন এবং সকলেই সমভাবে বীর্য্যবান্ ও তেজীয়ান্ হইয়াছিলেন।

একদা বাসুদেব ও অর্জ্জুন যমুনার তীরে জল-ক্রীড়ার্থ অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে নাতিদূরস্থ অতিভীষণ খাণ্ডবনামক বনে ঘোরতর দাবানল প্র-জ্বলিত হইল। ইহার পূর্ব্বে সাত বার খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি লাগিয়াছিল। কিন্তু অরণ্যবাসী প্রাণিগণ জল সেচন-পূর্ব্বক সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছিল। খাণ্ডব-বন সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, অজগর সর্প প্রভৃতি ভীষণ জন্তু-গণে সমাকীর্ণ এবং হিংস্র শ্বাপদ অপেক্ষা ভীষণতর দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষ, দস্যু, তস্কর প্রভৃতির বাসস্থান ছিল। অতএব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই অরণ্যের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া পলায়মান জন্তুগণকে শরদ্বারা

কর্ত্তনপূর্ব্বক ভীষণ হুতাশনে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কাহারও পরিত্রাণ নাই, পক্ষিগণও গগনে উড্ডীয়মান হইলে, শরাঘাতে ছিন্নপক্ষ হইয়া অগ্নিরাশি-মধ্যে নিপাতিত হইতে লাগিল। মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর প্রভৃতি জলচরগণেরও অব্যাহতি হয় নাই। এইরূপে পঞ্চদশ দিন সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর খাণ্ডববন এককালে ভস্মসাৎ হইল।

সুহৃদ্বর বাসুদেবের সাহায্যে মহাবীর অর্জ্জুন এই প্রকাণ্ড কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ভুবনে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিলেন। এতদিনে পাণ্ডবদিগের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের ঘোর বিভীষিকার পরিহার হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জরাসন্ধবধ।

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শান্তনু-নন্দন ভীষ্মের পরামর্শ অনুসারে মহাতেজা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সাহায্যে প্রতিপক্ষ রাজগণের শাসনে সমর্থ হইলেন। তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালনপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সুখসমৃদ্ধি বিস্তারিত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানীর ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না। যেমন রাজধানী, তেমনি তাহার উপযুক্ত সভাগৃহ আবশ্যক। অতএব মহামনা অর্জ্জুন বাসুদেবের পরামর্শ অনুসারে ময়নামক স্থপতিপ্রবরকে আদেশ করিয়া সেই অভাবের পূরণ করিয়া লইলেন। ময়দানব খাণ্ডব-দাহকালে রক্ষিত হইয়া তৃতীয় পাণ্ডবের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ ছিল। অধুনা পঞ্চসহস্র হস্ত-পরিমিত ভূমিতে এক মহতী সভার সন্নিবেশ করিল। সে সভাগৃহ সকল ঋতুতেই সুখ-সেবনীয়, মর্ত্ত্যলোকে তাহার তুলনা নাই। সভাভূমির অন্তর্গত

হর্ম্ম্যরাজি বিবিধ সজ্জায় বিভূষিত এবং তন্মধ্যবর্ত্তী গৃহাবলী নানা রত্নে অলঙ্কৃত হইল। মহোচ্চ বিচিত্র তোরণমালা স্থানে স্থানে বিরাজমান হইয়া পরম শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল. চতুষ্পার্শ্বে স্বচ্ছসলিলে পরিপূর্ণ, সোপানশ্রেণীতে সংবদ্ধ, কুমুদ-কহ্লার কমলাদি-জলপুষ্পে সুশোভিত সরোবরসমূহে হংস-সারসাদি কেলি করিতে লাগিল, বিবিধ-তরুলতাতে মণ্ডিত উদ্যানবাজিতে সকল ঋতুর ফল ফলিল ও নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল।

স্থপতিশ্রেষ্ঠ ময় চতুর্দ্দশ মাসে সেই মহাসভার নির্ম্মাণ সমাপনপূর্ব্বক নিবেদন করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্বাগ্রে দেবতার হোম-পূজাদি করিলেন, পরে ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন বিতরণপূর্ব্বক শুভক্ষণে ইন্দ্রতুল্য ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। স্তুতিপাঠকগণ পাণ্ডবদিগের গুণানুবাদ করিতে লাগিল। মহর্ষিবৃন্দ ও রাজগণ সভার শোভা-বর্দ্ধনার্থ নানা স্থান হইতে সমাগত হইতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়কুমারগণ নানা রাজ্য হইতে অর্জ্জুনের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। সভা সর্ব্বদাই উৎসবময়। তাললয় সমন্বিত নৃত্য-গীত-বাদ্যে সভ্যদিগের আনন্দবর্দ্ধন হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণের উদার সৎকার ও সৌজন্যবশতঃ কাহার

না পরম প্রীতি জন্মিতে পারে? ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিব সকলেবই হিতসাধন করিতেন, কখন ক্রোধ বা গর্ব্বের বশীভূত হইতেন না। তাঁহাব দ্বেষ করে, এমন লোক ছিল না। এই জন্য তাঁহার নাম "অজাতশত্রু" হইল। মহাবীব অর্জ্জুনেব অদ্ভুত বীর্য্যবশতঃ সমস্ত শত্রু নির্জ্জিত হইযাছিল। অতএব প্রকৃতিপুঞ্জ বীতভয হইযা নিরুপদ্রবে স্ব স্ব কর্ম্মে নিবত থাকিত। বর্ণ-ধর্ম্মেব ও আশ্রমধর্ম্মেব কোন বিপর্য্যযের সম্ভাবনা ছিল না।

অমাত্যবর্গ ও বন্ধুবৃন্দ মহারাজ যুধিষ্ঠিবকে যজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ রাজসূয সম্পাদন-জন্য প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "যে ভূপতি সর্ব্বত্র পূজিত হন এবং যিনি সকলেব নিযন্তা বলিয়া গণ্য, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সমর্থ হইতে পাবেন। মহাবাজ। আপনাতে সম্রাটেব যোগ্য সকল গুণই আছে। অতএব আপনি উদ্যোগী হউন"। পুবা-কালে যৌবনাশ্ব করগ্রহণে বিরত হইযা সম্রাটের পদবী প্রাপ্ত হন। তৎপবে ভগীরথ প্রজাপালন দ্বারা, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তপোবলে, ভরত বলবিক্রমে এবং মরুৎ ধনৈশ্বর্য্যে সাম্রাজ্য লাভ করেন। যুধিষ্ঠিব শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, পৃথিবীর ভূপতিগণকে পরাজিত করিতে না পারিলে রাজসূয় যজ্ঞেব অনুষ্ঠান সম্ভবে না। মহাবীর দুরাত্মা

মগধেশ্বর জরাসন্ধ প্রায় একশত রাজাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সে সমস্ত ভূপতিবৃন্দের চূড়াস্থানীয় হইয়া ভারতভূমির মধ্যভাগ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করিতেছে। তাহার প্রভাবে সমস্ত দেশ বশীভূত। সে তিন অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্বর, রাজা বৃহদ্রথের তনয় ও আমার মাতুল মথুরাপতি কংসের শ্বশুর। আমরা কংস নরপতিকে সংহার করিলে, আমাদের সঙ্গে জরাসন্ধের বৈরনির্ব্বন্ধ ঘটিয়াছিল। আমরা তাহার ভয়ে মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারকায় গিয়া বাস করিয়াছি। জরাসন্ধই সম্রাটের পদবী প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। অতএব তাহাকে বধ করিয়া বন্দী রাজগণকে কারাগার হইতে মোচন করিতে না পারিলে রাজসূয় যজ্ঞের সম্পাদন হইবে না।

দেবকীনন্দনের এই যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া ভীমসেন উত্তর করিলেন, বিনা উদ্যোগে কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। কৃষ্ণে নীতি, অর্জ্জুনে জয় ও আমাতে বল আছে, অতএব আমরা তিন জনে মগধ দেশে গিয়া স্বকার্য্য-সাধন করিব। অর্জ্জুনও এই বাক্যের সমর্থন করিলেন। তখন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে মগধের রাজধানীর উদ্দেশে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহারা কুরুরাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমে কুরুজাঙ্গল, পদ্মসর ও কালকূট

দেশ ছাড়িযা সদানীরা ও গণ্ডকী নদী পার হইলেন; পরে শর্কবাবর্ত্ত দেশ দিযা সবযূ উত্তীর্ণ হইলেন, এবং রমণীযপূর্ব্ব কোশলদেশ দর্শন কবিযা চর্ম্মণ্বতী তবণ-পূর্ব্বক মিথিলায় গমন কবিলেন, অনন্তব পূর্ব্বমুখে কিযদ্দূব গমনপূর্ব্বক গঙ্গা ও শোণ উত্তীর্ণ হইযা মগধ-বাজ্যেব বাজধানী গিবিব্রজ দৃষ্টিগোচব কবিলেন, অবশেষে এক দুর্গম পার্ব্বতীয পথ দিয়া তথায় পঁহুছিযা স্নাতক ব্রাহ্মণেব বেশে প্রাচীব উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মগধাধিপতিব নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাজা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা কবিলেন, আপ-নাবা স্নাতক ব্রাহ্মণেব বেশ ধবিযাও কিজন্য তদ্বিপরীত মাল্য ও গন্ধানুলেপন দ্বারা শবীব অলঙ্কৃত কবিযাছেন? কিহেতু মদ্দত্ত পূজা ও অতিথিসৎকাব গ্রহণ কবিতে অনিচ্ছু হইতেছেন? বোধ হয, আপনারা ছদ্মবেশী। বলুন, কিনিমিত্ত আমাব নিকট আগমন কবিযাছেন? বাসুদেব উত্তর কবিলেন, আমবা ব্রাহ্মণ নহি, আমি কৃষ্ণ, ইহাবা দুই ভাই ভীম ও অর্জ্জুন। তুমি নিবপ-রাধ রাজগণকে বন্দী কবিয়া তাহাদিগকে ইষ্টদেবেব নিকট বলিদান কবিতে ইচ্ছা কবিযাছ। ইতিপূর্ব্বেই ছিয়াশী জন রাজাকে রুদ্ধ কবিযা রাখিযাছ, মনে করিয়াছ, আর চৌদ্দজন আনযনপূর্ব্বক একশত সংখ্যা পূর্ণ হইলেই উৎসর্গ করিবে। আমরা তোমার সেই

পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ শত্রুভাবে আসিয়াছি। তুমি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া স্বজাতিকে পশুবৎ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ, ইহাদিগকে পরিত্যাগ কর। সমান-পদবীস্থ ব্যক্তির প্রতি তোমার এত দর্প কেন? যদি না কর, স্বজনবর্গ সহ সসৈন্যে যমালয়ে গমন করিতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া জরাসন্ধ উত্তর করিলেন, কোন রাজাকে আমি দস্যুর ন্যায় হরণ করিয়া আনি নাই, আমি ন্যায়-যুদ্ধে জয় করিয়া আনিয়াছি, এ ত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আমি ইষ্টদেবের প্রীতি-কামনাতে বলিদানার্থ ইহাদিগকে রুদ্ধ রাখিয়াছি। আমি কখন তোমাদের ভয়ে ইহাদিগকে মোচন করিতে পারিব না। আমি সর্ব্বপ্রকারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত আছি। হয় ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হউক, না হয় একা একা দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলুক। তোমাদের দুইজন কিংবা তিনজনের সঙ্গে যুগপৎ, অথবা পৃথগ্‌ভাবে যুদ্ধ করিতে উদ্যত আছি। আমি কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহি। এই বলিয়া নিজের প্রসিদ্ধ মন্ত্রিদ্বয়কে আহ্বানপূর্ব্বক কুমার সহদেবের অভিষেচনার্থ অনুমতি দিলেন।

তখন বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে? জরাসন্ধ মহা-

বল ভীমসেনের সহিত সংগ্রামার্থ অভিপ্রায় জানাই-লেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরমহৃষ্টচিত্তে পরস্পর করগ্রহণানন্তর যথোচিত অভিবাদনপূর্ব্বক জয়ার্থ উদ্যম করিতে লাগিলেন। যেরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল, তাহার উপমা নাই। অনাহারে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত সংগ্রাম হইল। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিনে ত্রয়োদশী তিথিতে আরম্ভ হইয়া, চতুর্দ্দশীর নিশা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। তখন মগধরাজ নিতান্ত ক্লান্তিবশতঃ রণ হইতে নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন।

তদ্দর্শনে যদুপতি ভীমকর্ম্মা ভীমকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে কুন্তীনন্দন, শত্রু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাকে আর পীড়ন করা বৃথা। নিতান্ত পীড্যমান হইলে বিপক্ষ অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে। অতএব আর নিপীড়ন করিও না। ইহার সঙ্গে বাহুযুদ্ধ কর। তখন মহাবল ভীমসেন বাসুদেবের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া শত্রুর জানুদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে ঘূর্ণন করিতে লাগিলেন, নিষ্পেষণপূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠ ভগ্ন ও চরণদ্বয় দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই ঘোর নিনাদে নগর-বাসিগণ ভয়ে বিকম্পিত হইল।

অনন্তর সেই অরিন্দম বীরত্রয় রাত্রিতেই গতাসু যেন সুপ্তবৎ স্থিত মগধরাজকে রাজদ্বারে নিক্ষেপ

পূর্ব্বক নির্গত হইযা বন্দী রাজগণকে অবিলম্বে কারা-গাব হইতে নির্মুক্ত করিলেন। রাজগণ বহু স্তব-স্তুতি কবিতে লাগিলেন। যদুপতি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিযা কেবল এইমাত্র প্রার্থনা জানাইলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, আপনাদের সকলকে বিজ্ঞাপন কবিয়া তিনি সার্ব্বভৌম পদবী গ্রহণ করিবেন। অতএব আপনারা তাঁহার সাহায্য করিবেন। ভূপালগণ তথাস্তু বলিযা অভিনন্দন কবিলেন। অনন্তর জবাসন্ধের আত্মজ সহদেব অমাত্যবর্গ ও পুরোহিতগণেব সহিত শ্রীকৃষ্ণের চবণ বন্দনপূর্ব্বক বহু রত্ন উপঢৌকন দিলেন।

বাসুদেব তাঁহাকে অভয় দানপূর্ব্বক সেই মহামূল্য ধনবত্ন গ্রহণ কবিযা ভীমার্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন। যুধিষ্ঠিবেব যাবপবনাই আনন্দ-বর্দ্ধন হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজসূয় যজ্ঞ।

মহাবীর অর্জ্জুন রাজগণ হইতে কর সংগ্রহপূর্ব্বক কোষ-পুষ্টি করিবার জন্য সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিবার প্রস্তাব করিলেন, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মতি লইয়া উত্তরদিক্ জয় করিবার জন্য চলিলেন। সেইরূপ ভীমসেন পূর্ব্বদিকে, সহদেব দক্ষিণদিকে ও নকুল পশ্চিমদিকে সৈন্যসামন্ত লইয়া প্রয়াণ করিলেন।

মহারথ অর্জ্জুন ক্রমে প্রাগ্‌জ্যোতিষ, কাশ্মীর, ত্রিগর্ত্ত, সুহ্ম, বাহ্লিক, উত্তরকুরু প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া প্রভূত ধনরত্ন ও বিচিত্র অশ্বরাজি আহরণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন। এইরূপে অতি-প্রভূত ধন আহরণ করাতে তৃতীয়পাণ্ডব "ধনঞ্জয়" নাম প্রাপ্ত হইলেন।

মহাবলী ভীমসেন ক্রমে পঞ্চাল বিদেহ ও দশার্ণ জয় করিয়া চেদিপতি মাতৃস্বস্রেয় শিশুপালের সহিত

মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট ত্রিশ দিন যাপন করিলেন; পরে পুলিন্দ, কোশল, কাশী, মৎস্য, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, লৌহিত্য প্রভৃতি দেশ বশীভূত করিয়া, চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, কাঞ্চন, রজত, প্রবাল, কম্বল প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলেন।

সহদেব শূরসেন, নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গ পর্ব্বত ও নবরাষ্ট্র জয়পূর্ব্বক কুন্তীদেবীর ভ্রাতা কুন্তিভোজের নিকট গিয়া প্রীতিপুরঃসর সৎকার প্রাপ্ত হইলেন, পরে চর্ম্মণ্বতী-তীরে জম্ভকরাজের পুত্রকে সমরে পরাজয়পূর্ব্বক নর্ম্মদার উভয়পারবর্ত্তী রাজদ্বয় বিন্দ ও অনুবিন্দকে বশীভূত করিলেন, ক্রমে ভোজকট নগরের রাজা ভীষ্মক ভূপতিকে জয় করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা, মাহিষ্মতী, সুরাষ্ট্র, তালীকট, দণ্ডকা, কোলগিরি, পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, কেরল, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য স্ববশে আনিলেন, অবশেষে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু কাষ্ঠ, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র এবং মহামূল্য আভরণ সংগ্রহপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন।

নকুল পশ্চিমদিকে গমন করিয়া ক্রমে মরুভূমি, মালব, পুষ্কর, সিন্ধুকূলবর্ত্তী আভীরদেশ, সরস্বতীতীরস্থিত মৎস্যজীবীদিগের দেশ, পঞ্চনদ ও হূণদেশ জয় করিয়া তথা হইতে বাসুদেবের নিকট সংবাদ পাঠাই-

লেন। তিনি যাদবগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রীতি-পূর্ব্বক পাণ্ডবের শাসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর নকুল মদ্ররাজ্যের রাজধানী শাকল নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় মাতুল শল্যরাজের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সাগরোপান্তবর্ত্তী অতিদারুণ ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকগণকে সমরে পরাজয় করিলেন; অবশেষে প্রভূত ধনরত্ন সহস্র সহস্র করভে বহন করাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। বাষ্ণেরবর দ্বারকানাথ অবিলম্বে মহামূল্য উপঢৌকন লইয়া আগমন করিলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে সকল কার্য্যের ব্যবস্থা হইতে লাগিল, এবং ভীষ্ম ও দ্রোণের নির্দ্দেশমত সর্ব্বত্র তত্ত্বাবধারণ হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ ও ব্রাহ্মণবৃন্দের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃপ, অশ্বথামা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। দুর্য্যোধন রাজগণপ্রদত্ত বিবিধ মহামূল্য উপঢৌকন গ্রহণ জন্য নিযুক্ত হইলেন, দুঃশাসন ভক্ষ্য-ভোজ্য-সংগ্রহ জন্য, বিদুর সর্ব্বপ্রকার ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য, অশ্বথামা ব্রাহ্মণবৃন্দের অভ্যর্থনার্থ, সঞ্জয় রাজগণের সংবর্দ্ধনার্থ ও কৃপ ঋত্বিগ্‌গণের দক্ষিণা-প্রদা-

নার্থ ব্যাপৃত হইলেন। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিপ্রবৃন্দের পরিচর্য্যার ভার লইলেন।

সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব নিজে ঋত্বিগ্‌গণ আনয়ন করিলেন। সকল দেশ হইতে নরপতিগণ আগমনপূর্ব্বক পরস্পর স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেহই সহস্র সুবর্ণমুদ্রা অপেক্ষা ন্যূন উপঢৌকন প্রদান করেন নাই। গান্ধাররাজ শকুনি, অঙ্গপতি কর্ণ, সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ, সপুত্র দ্রুপদেশ্বর, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ ভগদত্ত, কাশ্মীর-ভূপতি, সিংহলরাজ, সপুত্র বিরাট, সপুত্র শিশুপাল, যদুপ্রবীর বলরাম, দ্রবিড়পতি, বাহ্লিক, কুন্তিভোজ, রুক্মী প্রভৃতি নরপতিবর্গ সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক মহর্ষি ও বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের সমাগম হইয়াছিল।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—রাজা, আচার্য্য, ঋত্বিক্‌, স্নাতক, কুটুম্ব ও মিত্র, এই ছয়জন শাস্ত্রানুসারে অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। এই সভায় অনেক নৃপতি; অনেক আচার্য্য অনেক ঋত্বিক্‌ অনেক স্নাতক, অনেক কুটুম্ব ও অনেক মিত্র উপস্থিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাতে একাধারে সকল গুণ বিদ্যমান আছে, অতএব তাঁহাকেই অর্ঘ্যপ্রদান

কর্ত্তব্য। কুরুপিতামহের আদেশ পাইয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব যদুপতিকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন, তিনিও শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সেই পূজা গ্রহণ করিলেন।

শিশুপাল চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বদ্ধবৈর ছিলেন। অধুনা বৈরীর ঈদৃশ মহাগৌরব চেদিপতির পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ, তোমরা বালক, তোমরা সূক্ষ্মধর্ম্মের মর্ম্ম জান না। এই অল্পবুদ্ধি, জ্ঞানহীন, বৃদ্ধ ভীষ্ম কি জন্য সাধুবিগর্হিত কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া সকলের নিকট অবজ্ঞাভাজন হইলেন? রুক্মী, শল্য, বিরাটরাজ, কর্ণ, দ্রুপদেশ্বর প্রভৃতি প্রধান প্রধান নৃপতিগণ উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে বর্জ্জনপূর্ব্বক অরাজা * কৃষ্ণকে কিরূপে অর্ঘ্যদান হইল, বুঝিতে পারিতেছি না। আর আচার্য্যশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজতনয় দ্রোণ ও ঋত্বিক্‌প্রবর দ্বৈপায়ন বিদ্যমান থাকিতে, সর্ব্বসুলক্ষণহীন, ধর্ম্মচ্যুত অচ্যুতকে এই পূজা প্রদত্ত হইল কেন? এইরূপে মহামান্য নরপালবৃন্দ ও দ্বিজবর্য্যগণকে কি অপমানিত করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল? আমরা যুধিষ্ঠিরকে সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক যে কর

---

* পূর্ব্বপুরুষ যযাতির অভিসম্পাতবশতঃ যদুবংশীয়েরা নৃপাসনে অধিষ্ঠানের অধিকারী হইতে পারেন নাই।

দিলাম, তাহা কি ভয়ে, না লোভে, না সম্প্রীতি-নিবন্ধন? আমরা কেবল ধর্ম্মকর্ম্মের উৎসাহ-দানার্থ এরূপ অনুকূলতা প্রকাশ করিলাম। এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া শিশুপাল সগর্ব্বে আসন হইতে সহসা গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক কতিপয় স্বমতাবলম্বী রাজগণের সহিত সভা হইতে নির্গত হইবার জন্য উদ্যত হইলেন।

তখন সহদেব বলিলেন, আমরা অপ্রমেয়পরাক্রম, শত্রু-নিসূদন বাসুদেবের পূজা করিয়াছি। যাহার পক্ষে উহা অসহ্য হয়, আমি তাহার মস্তকে এই পদার্পণ করিতেছি, সে স্পষ্ট করিয়া বলুক, সে নিশ্চয়ই আমার বধ্য। সভাতে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, বলবান্, মানী ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, তন্মধ্যে কেহই সহদেবের সেই স্পর্দ্ধাসূচক বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন না। বরং চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি নারদ বলিলেন, যাহারা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা না করে, তাহারা জীবন্মৃত, তাহাদের সঙ্গে সম্ভাষণ উচিত নহে। চেদিরাজ এইরূপে রাজগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একটা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত দেখিয়া মতিমানগণের অগ্রগণ্য বর্ষীয়ান্ কুরু পিতামহকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আর্য্য-

রব, এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা বলুন, যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন না হয়, এবং প্রজাবর্গের অহিত না ঘটে, সেরূপ বিধান করুন। তখন বীরবর ভীষ্ম উত্তর করিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন, কোন ভয় নাই, কুক্কুর কি সিংহকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে? শিশুপালের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই শীঘ্র উহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন। এমন কে আছে, যে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অর্ঘ্য-প্রাপ্তি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য বিবেচনা না করে? ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা জন্মে, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে পরাক্রমে, বৈশ্যের মধ্যে ধনসম্পত্তিতে, কেবল শূদ্রের মধ্যেই বয়সে। এ সভাতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে অনেকে জ্যেষ্ঠ আছেন, কিন্তু জ্ঞানে, পরাক্রমে ও ধনৈশ্বর্য্যে তদপেক্ষা প্রধান কেহ বিদ্যমান নাই।

অনন্তর কুরুপিতামহ শিশুপালপক্ষাবলম্বী বিরুদ্ধ-বাদী কটুভাষী ভূপতিদিগকে স্পর্দ্ধাসহকারে বলিলেন, যদি শক্তি থাকে আমাকে আক্রমণ ও সংহার কর, আমি তোমাদের মস্তকে এই পদাঘাত করিতেছি। আর যাহার মরণ আসন্ন, সে আমাদের [illegible] চক্র-গদাধর জনার্দ্দনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করুক।

তখন শিশুপাল বলিলেন, [illegible] ভীষ্ম! তুমি পাপনিরত, দুর্ম্মতি ও গর্ব্বিত [illegible] শ্রুতি-গোচর হয় নাই যে, আত্মনিন্দ [illegible] ন্যায়

পরনিন্দা ও পরস্তব আর্য্যদিগের নিকট নিতান্ত গর্হিত? তবে কেন মোহবশতঃ স্তুতির অযোগ্য কেশবকে ভক্তি-সহকারে স্তব করিতেছ! তুমি অত্যন্ত অধর্ম্মিষ্ঠ, তোমার এ লোকনিন্দিত কর্ম্মে কেহই অনুমোদন করিবেন না।

অনন্তর শিশুপাল স্পর্দ্ধা করিয়া কর্কশস্বরে বাসুদেবকে বলিয়া উঠিলেন, আমার সহিত যুদ্ধ কর, আমি এখনি তোমাকে পাণ্ডবগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। এই বলিয়া ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তখন বাসুদেব সকল রাজার সমক্ষে অবিচলিত-ভাবে মৃদুমন্দস্বরে বলিতে লাগিলেন, এ দুরাশয় আমার পিতৃস্বসা সাত্বতীর পুত্র, এ স্বভাবতঃ নৃশংস, এ পামর অনপকারীরও অহিত করে, এ আমাদের পরম শত্রু। যখন আমরা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে অভিযান করি, তখন এ দ্বারকা নগরী বার বার দগ্ধ করিয়াছিল, আমাদের আত্মীয় ভোজরাজ যখন রৈবতক পর্ব্বতে বিহারার্থ গমন করেন, তখন তাঁহাকে বন্ধন-পূর্ব্বক হত্যা করে, আমার পিতার অশ্বমেধীয় পবিত্র অশ্ব হরণ করিয়া লইয়া যায়। এইরূপে এ পাপাশয় বার বার আমাদের দ্রোহ করিয়াছে; পিতৃস্বসার জন্য এ সব অত্যাচার সহিয়াও ক্ষমা করিয়াছি। হে ভূপাল-

গণ, দেখুন, আপনাদের সমক্ষে অদ্য এ আমার প্রতি বিরূপ গালি বর্ষণ করিতেছে। এখন ইহার অপরাধের সংখ্যা পূর্ণ হইল, আর ক্ষমা করিব না। এই বলিয়া দুষ্টদমন দেবকীনন্দন চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় তাহার ছিন্ন মস্তক ভূমিতে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সভাস্থ সকল লোক নিঃস্তব্ধ হইয়া রহিল। মহর্ষিগণ হৃষ্ট-মনে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির নির্বিঘ্নে সেই মহাযজ্ঞ সমাপন করিলেন। যে ব্যক্তি যে কামনা করিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে অকাতরে তাহাই প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন বিতরণ ও ঋত্বিগ্‌বৃন্দকে ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদান করিলেন। তখন রাজগণ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া অভিনন্দন করিয়া বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ,এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া আপনি সাম্রাজ্য লাভ করিলেন, আপনার সুযশ পৃথিবী-ব্যাপ্ত হইল, আপনি একটী মহৎ ধর্ম্মকর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিলেন। আমরা সর্ব্বতোভাবে সৎকৃত হইয়াছি, যাহার যেরূপ কামনা, তদনুরূপ উপহার পাইয়াছি, এখন অনুমতি করুন, স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করি। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রীতমনে রাজগণকে-যথোচিত পূজা করিয়া বিদায় দিলেন, এবং বিষ্ণুদূর তাঁহাদের অনু-

গমন করিবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার নির্দেশানুসারে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটরাজের অনুগমন করিলেন, ধনঞ্জয় দ্রুপদের, ভীমসেন ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের, সহদেব সপুত্র দ্রোণাচার্য্যের ও নকুল সপুত্র সুবলেশ্বরের পশ্চাৎ প্রয়াণ করিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও সুভদ্রার পুত্র অন্যান্য রাজার অনুগমনপূর্ব্বক যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে সকল ভূপালগণ প্রস্থান করিলে, বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ, যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় সমাপন করিয়া আপনি মহাগৌরব প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে আমার কত যে আনন্দ, তাহা কিরূপে বর্ণন করিব? এখন দ্বারকাতে প্রতিগমন করিব, অনুমতি করুন।

তখন পাণ্ডবরাজ গদ্গদস্বরে বলিলেন, হে গোবিন্দ, সমগ্র রাজন্যগণ যে আমার বশতাপন্ন হইয়া কর প্রদান করিয়াছেন, সে তোমারই মহিমা, আর আমি যে ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় সমাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি, সে তোমারই প্রসাদে। তোমাকে বিদায় দিতে বাক্য সরে না। হে বীরবর, তোমার আনুকূল্য বিনা আমার কোন কার্য্যে কখনই উৎসাহ জন্মে না। কিন্তু অধুনা তোমাকে দ্বারকাতে অবশ্যই যাইতে হইবে।

অনন্তর বাসুদেব পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর নিকট গিয়া বলিলেন, আর্য্যে, আপনার পুত্রগণ এখন প্রভূত ধন,

ঐশ্বর্য্য ও সাম্রাজ্য লাভ করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন, আপনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হউন। অধুনা অনুমতি করুন দ্বারকায় প্রতিগমন করি। পরে ভগিনী সুভদ্রা ও সখী দ্রৌপদীকে সম্ভাষণপূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। দ্বারকানাথ উত্তম রথে আরোহণ করিয়া চলিলে, যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পদব্রজে কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ রথ থামাইয়া যুধিষ্ঠিরকে এই কথাটী বলিলেন, হে রাজন্, অপ্রমত্ত হইয়া নিত্য প্রজাপালন করিবেন। যেমন পৃথিবী জলধরকে, যেমন বিহঙ্গমগণ মহাবৃক্ষকে, যেমন অমরগণ দেবরাজকে আশ্রয় করে, তেমনি বান্ধবগণ আপনাকে উপজীব্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হউন, যেন আপনার কোন বিঘ্ন ও বিপদ্ না ঘটে।

অষ্টম অধ্যায়।

দ্যূতক্রীড়া।

সর্ব্বশেষে দুর্য্যোধন ও শকুনি ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবগণের অভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য দেখিয়া দুর্য্যোধন মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, অধুনা মাতুলের নিকট মনোবেদনা প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, এ যাতনা আর সহ্য হয় না। এখন পাণ্ডবদিগের নিকট আমাকে নিষ্প্রভ ও পর্য্যুদস্তভাবে অবস্থান করিতে হইল। কিসে এ অন্তরের জ্বালার নিবারণ হইবে, কিরূপে এই ন্যূনতার পরিহার হইবে? হয় প্রাণত্যাগ করিয়া আমার শান্তিলাভ হইবে, নতুবা যুদ্ধ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ জ্ঞাতিদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্যৈশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিব। সুবলরাজ বলিলেন, বৎস। এখন পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করা অসম্ভব। ইহাদিগের বধার্থ অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। প্রত্যুত তাহারা স্বয়ংবরে নারীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ ধর্ম্মুর্দ্ধর দ্রুপদরাজ ও তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহায়স্বরূপ

প্রাপ্ত হইযাছে। উহারা এখন বীরশ্রেষ্ঠ যদুপতির বলে বলীয়ান্ হইয়াছে। অধুনা উহাদের সহিত সংগ্রাম সম্ভবে না। বিশেষতঃ জয় পরাজয় সর্ব্বদাই অনিশ্চিত। অতএব যাহাতে তোমার মনোরথ নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইবে, সে উপায় অবলম্বন কর্ত্তব্য। আমি অক্ষক্রীড়াতে পরম পটু, আমার তুল্য অক্ষকুশল ভূভারতে আর কেহ নাই। তদ্রূপ যুধিষ্ঠির অক্ষবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ও অক্ষম, কিন্তু উহার আগ্রহ যৎপরোনাস্তি, উহার এরূপ পণ আছে যে, রণে বা দ্যূতে আহূত হইলে, কখনও নিবৃত্ত হইবে না। অতএব যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করা যাউক।

এইরূপ পরামর্শ করিয়া দুর্য্যোধন ও শকুনি অন্ধরাজের অনুমতি লইবার জন্য নিতান্ত নির্ব্বন্ধসহকারে প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, আমি সর্ব্বাগ্রে বিদুরের মত জিজ্ঞাসা করিব, পরে কার্য্যের অবধারণ হইবে। বিদুর বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, জ্ঞানীর অগ্রগণ্য ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, সহোদরের ন্যায় আমার প্রীতিভাজন ও পরম হিতৈষী। এই বলিয়া বিদুরকে আহ্বান করিলেন। বিদুর আসিয়া বলিলেন, মহারাজ, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না। এ আপনার কুসন্তান, আমি সর্ব্বদা বলিতেছি, ইহার মতে চলিলে কুরুকুলের সর্ব্বনাশ হইবে।

বিশেষতঃ দ্যূতের অনেক দোষ, দ্যূতে কপটে জয় করিয়া পাণ্ডবরাজের রাজ্যৈশ্বর্য্য অপহরণ করিলেই, শেষ হইবে না। যুধিষ্ঠিরে ধর্ম্ম, ভীমসেনে বল, এবং অর্জ্জুনে ধৈর্য্য, পরিণামে এই তিনের সমবায়ে অবশ্যই জয় হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত দোলায়মান হইল, কিন্তু অবশেষে পুত্রস্নেহে কর্ত্তব্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া পাণ্ডবদিগকে আনাইয়া দ্যূতক্রীড়ার্থ অনুমতি দিলেন। সভামধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, বিকর্ণ, বিদুর, দুঃশাসন, দুর্য্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতির সম্মুখে রাজা যুধিষ্ঠির ও শকুনির মধ্যে ক্রীড়া আরম্ভ হইল। সুবলরাজ দ্যূতবিশারদ ও কপটপটু, যুধিষ্ঠির যে যে পণ রাখিতে লাগিলেন, শকুনি তাহাতে অম্লানমুখে জিতিয়া লইতে লাগিলেন, ক্রমে ধন রত্ন, দাস দাসী, হস্তী, অশ্ব, গৃহোদ্যান, রাজ্যৈশ্বর্য্য সমুদয়ই জিতিয়া লইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণকে পণ রাখিলেন, ক্রমে সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন ও ভীমকে পণে হারিয়া, অবশেষে আত্মাকে পণ রাখিলেন, তাহাতেও শকুনির জিত হইল। পরে একপ্রকার আত্মহারা হইয়া দ্রুপদনন্দিনীকে পর্য্যন্ত পণস্বরূপ রাখিলেন। কি আশ্চর্য্য! তাহাতেও হারিলেন।

তখন দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভাতে আনাইবার জন্য প্রতিকামিনামক সারথিকে পাঠাইয়া দিলেন; পরে দূতের বার বার প্রত্যাখ্যান দেখিয়া দুঃশাসনকে আজ্ঞা দিলেন। সে দুরাত্মা বলপূর্ব্বক কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়ন করিল। মনস্বিনী যাজ্ঞসেনী লজ্জায় ও অপমানে ম্রিয়মাণা হইয়া সভাস্থ কুরুবর্য্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, আপনারা আমার গুরুস্থানীয়, এখন যথার্থ বিচার করিয়া বলুন, রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমে আপনাকে হারিয়া কি ধর্ম্মতঃ আমাকে পণ রাখিতে পারেন? এই যুক্তিযুক্ত বাক্যে সকলেই অবাক্ হইয়া অধোবদন রহিলেন, দুর্য্যোধনের ভয়ে কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন বিকর্ণ বলিয়া উঠিলেন, হে সভ্য মহোদয়গণ, যাজ্ঞসেনীর প্রশ্নের উত্তর দান করুন, জানিয়া শুনিয়া যথার্থ উত্তর না দিলে, ধর্ম্ম ও অর্থ সকলি নষ্ট হয়। এই কথা শুনিয়া বিদুর বলিলেন, হে সভাসদ্গণ, বধূ দ্রৌপদী অতিসূক্ষ্ম ধর্ম্মযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অতএব তাঁহার প্রশ্নের যাহা সদুত্তর হয়, তাহা বিচার করিয়া বলুন।

বিদুরের কথা শুনিয়াও সভ্যগণ কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন কর্ণ বিকর্ণকে ভৎর্সনাপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের প্রতি নানা বিদ্রূপবাক্য প্রয়োগ করিয়া

বলিলেন, দুঃশাসন, দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও, এ নারী ত অধুনা কৌরবের দাসীভাবাপন্ন হইয়াছে। কর্ণের বাক্যে দুষ্ট দুঃশাসন পুনর্ব্বার তাঁহাকে সভামধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রৌপদী বহু বিলাপ করত দুঃশাসনকে বলিলেন, রে নরাধম, রে দুর্বুদ্ধি, কিছুকাল প্রতীক্ষা কর, আমি এই কুরুবর্য্যগণকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, আমার কি কোন অপরাধ আছে, যে আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার হইবে? কেহ কি কখন শুনিয়াছে যে, একজন কুলকন্যাকে ও কুলবধূকে সভার মধ্যে আনিয়া পরিভব করা যাইতে পারে? হায়! চিরন্তন শিষ্টাচার কি কৌরবদিগের মধ্যে বিনষ্ট হইয়াছে? আমি দ্রুপদরাজের কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, পাণ্ডবগণের মহিষী, বাসুদেবের সখী, আমাকে ধর্ষণ করা কি ধর্ম্মের অনুমোদিত? হে রাজগণ, আপনারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করুন, আমি দাসী কি অদাসী, আমি দ্যূতে জিতা অথবা অজিতা, আপনারা ধর্ম্মানুগত মীমাংসা করুন। আপনারা যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই করিব।

তখন ভীষ্ম বলিলেন, এ প্রশ্নটী এত সূক্ষ্ম যে ইহার প্রকৃত উত্তর-দানে অসমর্থ হইতেছি, যে ব্যক্তি নিজে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে অন্যকে পণ রাখিতে

পাবে না, অথচ স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। যুধিষ্ঠির সমস্ত পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মের পরিহার করিবেন না। তিনি ত পূর্ব্বেই দ্যূতে নিজের সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, অতএব আমি সত্যই মীমাংসা করিতে অক্ষম হইতেছি। ধর্ম্মের প্রকৃত গতি কি, তাহা অনেক সময়ে বিজ্ঞ লোকেও স্থির করিতে পারেন না। হে কল্যাণি, তোমার এই প্রশ্নটী এত গুরুতর, এত সূক্ষ্ম ও এত জটিল, যে আমি নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিতে পারিতেছি না। আমি দিব্যচক্ষুতে দেখিতেছি, অচিরে এ কুরুকুলের ক্ষয় হইবে। কিন্তু ইহাও স্থির যে, তুমি যে কুলের কুলবধূ, তাহার বংশধরেরা বিপদে পতিত হইয়াও লোভ বা মোহ-বশতঃ ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হন না। অতএব তুমি এ মহাকষ্টে পতিত হইয়াও যে ধর্ম্মের অপেক্ষা করিতেছ, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মজ্ঞ বৃদ্ধগণ শূন্যশরীরে অবনতমস্তকে জীবন-মৃতবৎ অবস্থান করিতেছেন, অতএব আমার মত এই যে, যুধিষ্ঠিরই এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিবার যোগ্য, তুমি জিতা কি অজিতা, ইনিই উহার উত্তর দিবেন।

তখন যুধিষ্ঠির কি উত্তর দিবেন? তিনি জড়ের ন্যায়, নির্জ্জীবের ন্যায়, গতাসুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট রহিয়া-

ছেন। এমন সময়ে ভীমসেন ক্রোধে অধীর হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, হে রাজন্, তুমি ধনরত্ন, রাজ্যৈশ্বর্য্য, অনুজগণ, আত্মাকে পর্য্যন্ত দ্যূতে হারাইলে, তাহাতে আমার কোপ হয় নাই, কারণ তুমি এ সকলের স্বামী। কিন্তু দুর্ম্মতি কৌরবেরা যে নিরপরাধা মনস্বিনী যাজ্ঞসেনীর উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহা অসহ্য। তজ্জন্য আমার ক্রোধ সর্ব্বতোভাবে তোমারই উপর পতিত হইতেছে, অতএব আমি তোমার বাহুদ্বয় অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিব, সহদেব, শীঘ্র অগ্নি আনয়ন কর। এই শুনিয়া ধৈর্য্যশীল অর্জ্জুন বলিলেন, হে ভীমসেন, তুমি পূর্ব্বে কখন জ্যেষ্ঠের প্রতি এরূপ দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ কর নাই। আমি নিশ্চয় দেখিতেছি, নৃশংস শত্রুগণ হইতে তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে; শত্রুদিগের মনোরথ পূর্ণ করিও না, যে ধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার অনুসরণ কর। কোন্ ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করিতে পারেন? রাজা যুধিষ্ঠির বিপক্ষকর্ত্তৃক আহূত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া করিয়াছেন, তাহা ত আমাদের শ্লাঘার বিষয়।

এতক্ষণের পর, ধৃতরাষ্ট্রের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি দুর্য্যোধনের বহু ভর্ৎসনা করিয়া দ্রৌপদীকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, হে পাঞ্চালি, তুমি বর গ্রহণ

কর। তুমি আমার সমুদয় বধূ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, সতী ও ধর্ম্মিষ্ঠা। তখন যাজ্ঞসেনী বলিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যদি কৃপা করিলেন, তবে যুধিষ্ঠির অদাস হউন। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, তথাস্তু, অন্য বর প্রার্থনা কর। তখন দ্রৌপদী বলিলেন, রাজন্, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব অস্ত্র-শস্ত্র-রথাদি লইয়া অদাস হইয়া স্বাধীনভাবে গমন করুন। অন্ধরাজ আবার বলিলেন, তথাস্তু, হে মহাভাগে, হে নন্দিনি, তুমি ধর্ম্মচারিণী, তুমি আমার সকল বধূর মধ্যে প্রধানা, অন্য বর প্রার্থনা কর, দুই বরে তোমার যথোচিত সৎকার হয় না। তখন যাজ্ঞসেনী বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ, লোভে ধর্ম্মের নাশ হয়, অতএব তৃতীয়-বর-গ্রহণ আমার অকর্ত্তব্য। কারণ, একটী বর বৈশ্যের পক্ষে গ্রহণীয়, দুইটী ক্ষত্রিয়ের, তিনটী রাজার, আর ব্রাহ্মণের পক্ষে শত বর প্রশস্ত।

অনন্তর যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের নিকট বহু সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে অনুজগণের সহিত দ্রৌপদীকে লইয়া রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিগমন করিলেন। এইরূপে সমুদয় চক্রান্ত নিষ্ফল হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি সত্বর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইল। দুর্য্যোধন বলিতে লাগিল, হে মহারাজ,এ আপনার কিরূপ নীতি? শত্রুকে স্বহস্তে

পাইযা ছাডিযা দিলেন। পাণ্ডবেবা কখন আমাদের প্রতি অনুকূল হইবে না, শীঘ্র ঘোবতর বৈব-নির্যাতন কবিবে। অতএব পুনর্ব্বাব পাশক্রীডা কবিব, এবাব কেবল দ্বাদশ বৎসব বনবাস ও এক বৎসব অজ্ঞাতবাস পণ বাখিব। তাহা হইলেই দুর্দ্ধর্ষ শক্রব হস্ত হইতে নিস্তাব, নতুবা সর্ব্বনাশ হইবে। পাণ্ডবেবা ত্রযোদশ বৎসব এইরূপে নিঃসহাযভাবে কালযাপন কবিলে, নির্বীর্য্য হইযা পডিবে, তখন তাহাদিগেব পবাজয কঠিন হইবে না। এইরূপ ষড্যন্ত্র দেখিযা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুব, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি একবাক্যে নিষেধ কবিযা বলিলেন, মহাবাজ। আব দ্যূতক্রীডায কাজ নাই, যাহাতে সর্ব্বপ্রকাবে শান্তি হয, তাহা বিধান করুন। কিন্তু পুত্রপ্রিয দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতবাষ্ট্র পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীডার্থ অর্দ্ধপথ হইতে পাণ্ডবদিগকে ফিরাইযা আনিলেন। যুধিষ্ঠিবেব দ্যূতে পবাজয ত নিশ্চিত। অতএব শীঘ্র পণে হাবিযা, দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস কবিবাব জন্য তাঁহাকে প্রস্থান কবিতে হইল। অনুজগণ ও সাধ্বী দ্রৌপদী তাঁহাব সঙ্গে চলিলেন। কেবল বৃদ্ধা জননী কুন্তী দেবী হিতৈষী বিদুবেব গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যাইবার সময সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার-তুল্য ভীমসেন সভামধ্যে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি দিব্যচক্ষুতে

দেখিতেছি, কৌরবের সহিত পাণ্ডবের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, ইহা দেবতাদিগের বিধান। সেই যুদ্ধে আমি গদা-দ্বারা পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের উরু ভগ্ন করিয়া উহার মস্তক চরণাঘাতে বিলোড়িত করিব, এবং কেবল বাক্যমাত্রে শূর দুরাত্মা দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদারণ-পূর্ব্বক শোণিত পান করিব। অর্জ্জুন দুর্ম্মন্ত্রী কর্ণকে এবং সহদেব অক্ষকিতব শকুনিকে যমসদনে প্রেরণ করিবেন।

তখন বীরবর ধনঞ্জয় এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি মধ্যম পাণ্ডবের নিয়োগে চিরবিদ্বেষী বিকত্থনপরায়ণ কর্ণকে সমরে স্বগণের সহিত সংহার করিব। আর আর যে সকল ভূপাল আমাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করিবে, নিশিত শরদ্বারা তাহাদের শোণিতে পৃথিবীর তৃপ্তি বিধান করিব। হিমালয় স্বস্থান হইতে চ্যুত হইতে পারে, দিবাকর প্রভাহীন হইতে পারে, সুধাকর হইতে শৈত্য অপগত হইতে পারে, কিন্তু আমার এই সত্য প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবার নহে। যদি ইহার পর চতুর্দ্দশ বর্ষের প্রারম্ভে দুর্য্যোধন সৎকার-পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে তাহার সবংশে ধ্বংস অনিবার্য্য।

সহদেব শকুনিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন; তুমি গান্ধারবংশের কুলাঙ্গার, অক্ষ ত নিশিত শর নহে, যে

অক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিবে। যদি রণ হইতে পলায়ন না কর, তাহা হইলে তোমাকে সবান্ধবে সংহার করিব।

নকুল প্রতিজ্ঞা কবিলেন, যাহারা দুর্য্যোধনের প্রীতির জন্য এই সভাতে দ্রুপদনন্দিনীকে কটু বাক্য বলিয়াছে, সেই দুর্ব্বৃত্ত নরাধমগণকে স্বহস্তে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সভাস্থ সমস্ত লোককে আমন্ত্রণপূর্ব্বক ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, যুযুৎসু, সঞ্জয়, রাজা সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, এখন চলিলাম, ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিব। পরে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ধর্ম্মাত্মা বিদুর অনেক প্রিয়বাক্যে পাণ্ডবগণকে সান্ত্বনা করিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে দুঃখার্ত্তা কুন্তী দেবীকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। কুরুকুলবধূগণ কৌরবগণের নিন্দা করত রোদন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ সর্ব্বত্র হাহাকার করিতে লাগিল, কুরুবৃদ্ধ-গণকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিল, আমরা এতদিনে অনাথ হইলাম, লোভপরতন্ত্র দুর্ব্বিনীত কৌরবগণের প্রতি আমাদের প্রীতির সম্ভাবনা নাই। এই সংবাদ

শ্রবণ করিয়া ক্ষীণবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। স্পষ্টভাষী বিদুর ও সঞ্জয়ের বাক্যে তাঁহার শঙ্কা দ্বিগুণিত হইল।

দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ভয় বিহ্বলিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের শরণাগত হইয়া সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না, পরিত্রাণের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিব। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আমার দারুণ শঙ্কা আছে। একটা যে মহামারী উপস্থিত হইবে, তাহা আমার চক্ষুর উপর দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মনে হয়, তাহাতে আমি তোমাদের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হইব, সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

নবম অধ্যায়।

বনবাস।

যখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ বনে গমন করেন, তখন প্রজাপুঞ্জ স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল, বলিতে লাগিল, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের রাজ্যে আমরা আর অবস্থান করিব না। যাঁহাদের হইতে আমাদের এত সুখ স্বচ্ছন্দ হইয়াছিল, যাঁহারা আমাদিগকে অপত্যনির্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হউক। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, কুরু পিতামহ ভীষ্মদেবের ও অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের যাহাতে মনোবেদনা না হয় করিবে, এখন হস্তিনাপুরে প্রতিগমন কর, ত্রয়োদশ-বর্ষান্তে পুনর্ব্বার দেখা হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা কোনমতে পাণ্ডবদের সঙ্গ ছাড়িলেন না, বলিলেন, আমরা যে কোনরূপে বনের ফল মূল দ্বারা প্রাণ-ধারণ করিব। আমাদের জন্য আপনাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে না।

রাজা যুধিষ্ঠির প্রথম দিন গঙ্গার তীরে প্রমাণনামক মহাবটবৃক্ষের তলে রাত্রি যাপন করিলেন। পরে পশ্চিমাভিমুখে গমনপূর্ব্বক সরস্বতীতীরে রমণীয় কাম্যকবনে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মাত্মা বিদুর অন্ধরাজকে বুঝাইবার জন্য দুর্য্যোধনের বহু দোষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক অবমাননা করিলেন। তখন বিদুর পাণ্ডবদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরমহিতৈষী ধার্ম্মিকপ্রবর খুল্লতাতকে পাইয়া তাঁহারা বহু সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অনতিবিলম্বেই নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সোদরতুল্য বিদুরকে আনিবার জন্য সঞ্জয়কে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। স্বজনবল্লভ বিদুর আশ্রয়দাতা অন্ধরাজের অনুতাপের বার্ত্তা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠিরের মত লইয়া শীঘ্র হস্তিনা-নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র সস্নেহে তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্তি লাভ করিলেন; বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ, আমাকে যে ভুলিয়া যাও নাই, তাহাতে আমার কত যে আনন্দ, তাহা তোমাকে কি বলিব? আমি তোমাকে হারাইয়া কিরূপ উৎকণ্ঠিত ছিলাম, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না।

তোমাকে পাইয়া দিবারাত্রি যতক্ষণ জাগরিত থাকিব, ততক্ষণ তোমার এই সৌম্য মূর্ত্তি অনুধ্যান করত মনের সন্তাপ দূর করিব। অনন্তর বিদুরকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক কহিলেন, হে সাধো, আমি তোমার প্রতি যে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তাহা ক্ষমা কর। এইরূপ স্নেহবাক্য শুনিয়া বিদুর বলিলেন, হে রাজন্, আমি সে সব ইতি-পূর্ব্বেই ভুলিয়া গিয়াছি, আপনি আমার পরম গুরু, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমি শীঘ্র আসিয়াছি। হে নরনাথ, যাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তাঁহারা স্বভাবতই দীনদশাপন্ন ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের মনে দ্বৈধ হয় না। আমার পক্ষে আপনার তনয়েরা যেমন, পাণ্ডুর পুত্রে-রাও তদ্রূপ। কিন্তু পাণ্ডবেরা কষ্টে পতিত বলিয়াই এখন আমার মন তাঁহাদের জন্য ব্যাকুল হয়। এইরূপে ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর অনুনয় বিনয় করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন শকুনি, কর্ণ ও দুঃশা-সনকে ডাকাইয়া কহিলেন, বৃদ্ধ নরপতির মন্ত্রী বিদুর প্রত্যাগমন করিয়াছেন; তিনি পাণ্ডবগণের হিতার্থী, তিনি যে পর্য্যন্ত না পাণ্ডবদিগের প্রত্যানয়ন জন্য রাজার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় করিতে পারেন, তাবৎ সতর্ক

হইয়া মন্ত্রণা করিতে হইবে। আমি দিব্যচক্ষুতে দেখিতেছি, পাণ্ডবেরা যেন পুনর্ব্বার এখানে উপস্থিত হইয়াছে। তখন সুবলরাজ উত্তর করিলেন, বৎস, অজ্ঞের মত কি বল্পনা করিতেছ? তাহারা নিয়ম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কদাপি তোমার পিতার পুনরাহ্বানে ফিরিয়া আসিবে না। যদি তাঁহার কথাতে নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক আসে, তাহা হইলে আমাদের পণ অনুসারে তাহাদিগকে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। আমরা সকলে মধ্যস্থ হইব, পণের অন্যথা করিতে দিব না। তখন দুঃশাসন বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মাতুল, আপনি যাহা বিবেচনা করিতেছেন, তাহা যথার্থ, আপনার পরামর্শ আমার পক্ষে সর্ব্বদাই ভাল বোধ হয়। কর্ণ উত্তর করিলেন, কুরুবর, আমার মতে পাণ্ডবেরা নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে না, নিয়মানুসারে চলিবে। যদি আসে, আবার দ্যূতক্রীড়া করিয়া তাহাদিগকে জয় করিব। আর যদি এ পরামর্শে তোমার মন প্রসন্ন না হয় তবে আইস, সত্বর গিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিয়া সকলে নিরাপদ হই কিন্তু এরূপ হঠকারিতা কাহারও রুচিকর হইল না।

পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনবার্ত্তা শুনিয়া বাসুদেব-পুরঃসর যাদববৃন্দ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সম্বন্ধিগণ বনে

আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদি আমি দ্বারকায় থাকিতাম, তাহা হইলে এ দারুণ দুর্বিপাক ঘটিত না। আমি শাল্বরাজের শাসন করিবার জন্য তৎকালে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলাম। আমি উপস্থিত থাকিলে প্রথমে ভীষ্ম ও দ্রোণকে সভাজনপূর্বক দ্যূতের বহু দোষ কীর্ত্তন করিয়া তদনন্তর অন্ধ নরপতিকে বুঝাইবার চেষ্টা দেখিতাম, তাহাতে ফলোদয় না হইলে তাঁহার নিগ্রহপূর্বক বিরুদ্ধাচারিগণের স্বয়ং প্রাণসংহার করিতাম, হয় দুর্য্যোধনকে বধ করিতাম, না হয় কোনমতে দ্যূতের কাপট্যজাল বিস্তার করিতে দিতাম না। এখন আমি কি করিতে পারি? সেতু ভগ্ন হইলে স্রোতের গতি কে রোধ করিতে পারে? যাহা হউক, দৈবই এ বিষয়ে বলীয়ান্। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে, অরাতিবৃন্দের সমুচিত শাস্তি অপরিহার্য্য। পাণ্ডবগণের রাজ্যোদ্ধার সময়ে সঙ্ঘটিত হইবে, কেহ অন্যথা করিতে পারিবে না। এই বলিয়া বাসুদেব দুঃখার্ত্তা সখী দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় লইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ জনঅনিবন্ধন গোলযোগ পরিহার করিবার জন্য বন হইতে বনান্তর ভ্রমণ করত সেই সরস্বতী-নদী-তীরে বহু দূরে অবস্থিত দ্বৈতবনে গিয়া বাস করিলেন। সিদ্ধপুরুষ ও মহর্ষিগণ মধ্যে মধ্যে আগমনপূর্বক তাঁহাদের চিত্তগ্লানির পরিহারার্থ নানা

হিত উপদেশ ও সারগর্ভ পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। একদা যুধিষ্ঠির-প্রেরিত একজন বনচর চর আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ, ব্রহ্মচারীর বেশে দুর্য্যোধনের রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে কুরুপতি দ্যূতজালে আপনার রাজ্যপাট আত্মসাৎ করিয়া অধুনা নীতি অনুসারে শাসনকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক প্রকৃতিপুঞ্জ ও অনুজীবিবর্গের অনুরাগ সংগ্রহার্থ ব্যাপৃত হইয়াছেন। যাহাতে বদ্ধমূল হইয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করেন, ইহাই তাঁহার চেষ্টা। অতএব যেরূপ প্রতিবিধান হয় তাহার অনুষ্ঠান করুন। মনস্বিনী যাজ্ঞসেনী শত্রুর অভ্যুদয়-বার্ত্তা শুনিয়া মর্ম্মাহতা হইলেন, পাণ্ডবরাজের ক্রোধ ও উৎসাহ উত্তেজিত করিবার জন্য আপনাদের অভাবনীয় দুরবস্থার বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, যখন শত্রুগণ নিতান্ত কপটী, তখন শঠে শাঠ্য আচরণ উৎকৃষ্ট নীতি। আর পূর্ব্বকৃত নিয়ম প্রতিপালন করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বিজয়ার্থী ক্ষিতিপতি, তাঁহারা সন্ধিবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক নষ্টরাজ্যের উদ্ধার করিতে পারেন। শান্তি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নহে, ক্ষমা ভূপালের অবলম্বনীয় নহে। যদি তাহা মনে করেন, তাহা হইলে জটা-বল্কল ধারণ করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বনে বসিয়া

ব্রত নিয়মে ও হোম-পূজাতে কালহরণ করুন। রাজ্য-লাভের আশা এককালে পরিত্যাগ করুন। হে রাজন্, আপনি কেবল দৈববিড়ম্বনায় রাজ্যহারা হইয়া বিপদ্-সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, রাজলক্ষ্মী পুনর্ব্বার আপনার প্রতি অনুকূল হউন।

তখন প্রেয়সীর প্রিয়বাক্যের অভিনন্দনপূর্ব্বক ভীমসেন উগ্রতেজে এই উদ্দীপনকর বচন বিন্যাস করিলেন, মহারাজ, আপনার অনুৎসাহই আমাদের এই দুর্দ্দশার মূল। কপটীর প্রতি ক্ষমা রাজনীতি নহে। আপনার অনুজগণের ভুজবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করুন, জয়লাভ অবিলম্বে হইবে। ত্রয়োদশ বৎসর কাল প্রতীক্ষার পর, শত্রুরা আপনা হইতেই রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রত্যর্পণ করিবে, এ দুরাশামাত্র। আর যদি তাহাই করে, তাহা কি বাঞ্ছনীয়? মৃগেন্দ্র স্বয়ং করিকুম্ভ বিদারণপূর্ব্বক ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করে, অন্যে শিকার করিয়া আনিয়া দিবে, তাহার কি প্রত্যাশা করিয়া থাকে?

তখন সুধীর যুধিষ্ঠির মধুরবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, হে বীরবর, যদি সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া হঠকারিতা প্রকটন করি, তাহা হইলে দারুণ নিন্দা রটিবে,আর যে সকল ভূপতি আমাদের স্বপক্ষীয়, তাঁহারাও বিরুদ্ধভাব ধারণ করিবেন। অতএব সময়

প্রতীক্ষা উচিত, ক্রোধের বশীভূত হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। ক্রোধের মত শত্রু আর নাই। এ সময়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে না পারিলে সকলই নষ্ট হইয়া যাইবে।

যৎকালে মহামতি যুধিষ্ঠির কোপপ্রজ্বলিত বৃকোদরকে সান্ত্বনা করিয়া হিত উপদেশ দিতেছিলেন, মহর্ষি দ্বৈপায়ন তথায় আবির্ভূত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, বৎস, পাণ্ডব ও কৌরব আমার নিকট সমান, তথাপি তোমার গুণের পক্ষপাতী হইয়া সৎপরামর্শ দিতে আসিয়াছি। কৌরবেরা এখন বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে অত্যন্ত বলবান্, তাহাদিগকে পরাজয় করিবার জন্য দৈববল আবশ্যক। অতএব ধনঞ্জয়কে এক মহাবিদ্যা প্রদান করিতেছি, তাহার দ্বারা তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া সিদ্ধিলাভ হইবে। এই বলিয়া বিদ্যা প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্ধান করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন তপশ্চর্য্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। ভ্রাতৃগণ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিলেন। মনস্বিনী দ্রৌপদী তাহাকে বিদায় দিয়া এই কথা বলিলেন, হে প্রিয়তম এক মুহূর্ত্তের তোমার বিরহে আমার দ্বিগুণ মনোবেদনা জন্মিবে, তথাপি যখন ভাবিয়া দেখি যে, শত্রুর কাপট্যপঙ্কে পাণ্ডবের গৌরবরত্ন নিমগ্ন হইয়াছে, তাহার উদ্ধারার্থ তুমি

একমাত্র অবলম্বন, তখন বিদায় দিতে দ্বৈধ করিব না। এখন প্রার্থনা, আমাদের বিরহ শোকে বিহ্বল হইও না, তোমার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ যেন অপথে ধাবিত না হয়, ভগবান্ যেন তোমার সকল বিঘ্ন বিদূরিত করেন, এবং তুমি সিদ্ধিলাভ করিয়া শীঘ্র আমাদের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হও।" দুঃখভরে তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল, কিন্তু অমঙ্গলভয়ে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অশ্রুসংবরণ করিলেন। অর্জ্জুন মহাকষ্টে বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন, বিনা বিলম্বে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া সমাহিতচিত্তে তপশ্চর্য্যায় নিরত হইলেন।

পাণ্ডবেরা কথঞ্চিৎ কালযাপন করিতে লাগিলেন, যাঁহার ভরসায় তাঁহারা এতকাল সেই মহাকষ্ট সহ্য করিতেছিলেন, তাঁহার অদর্শনে মন প্রবোধ মানে না। অতএব মহারাজ যুধিষ্ঠির তীর্থদর্শন করিবার জন্য মন স্থির করিলেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অনুগমন করিতে অগ্রসর হইলেন এবং লোমশ ঋষি পথদর্শক হইয়া চলিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্য ও পরিচারকগণ সঙ্গে লইয়া, অস্ত্র শস্ত্র কবচ ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশখান রথে আরূঢ় হইয়া পূর্ব্বমুখে সকলে যাত্রা করিলেন। ক্রমে নৈমিষারণ্য, গোমতী নদী, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রয়াগ-তীর্থ, কৌশিকীনদীদ্বারা পরিবেষ্টিত

বিশ্বামিত্রাশ্রম, সাগরসঙ্গম, উৎকলে বৈতরণী-তীর্থ, কলিঙ্গদেশে মহেন্দ্র পর্ব্বত, গোদাবরী-তীর্থ, অগস্ত্যাশ্রম, দ্রাবিড় দেশ প্রভৃতি পর্য্যটনপূর্ব্বক সিন্ধুতীরে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় বাসুদেবপ্রবঃসব যাদবগণের সহিত মিলিত হইয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন। পরে নর্ম্মদা, বিতস্তা, বিপাশা, কাশ্মীর, কনখল, গঙ্গাদ্বার, হরিদ্বার প্রভৃতি সন্দর্শনপূর্ব্বক পার্ব্বতীয় পথ দিয়া উত্তরকুরু-দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছু দিন যাপন করিলেন। পরে মন্দাকিনী ও ভাগীরথী দর্শনপূর্ব্বক তৃতীয় পাণ্ডবের দর্শন-মানসে হিমালয়ের অতিদুর্গম কান্তার ও কন্দর ভেদ করিয়া গিরিবর গন্ধমাদনের উদ্দেশে চলিলেন।

একদা কৃশাঙ্গী সুকুমারী দ্রুপদকুমারী দুর্গম পার্ব্বতীয় পথে বিচরণ করিতে করিতে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় কম্পমানা হইলেন। তিনি ছিন্ন লতার ন্যায় পতিতা হন, এমন সময় নকুল দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তাঁহার ভুজমধ্যেই রাজ্ঞী মূর্চ্ছাগতা হইলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম ও সহদেব প্রধাবিত হইয়া তথায় আসিয়া দেখেন যে, দ্রুপদনন্দিনী নিতান্ত ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া বিচেতনবৎ পড়িয়া আছেন। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অঙ্কে

স্থাপনপূর্ব্বক বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়! আমারই দোষে দ্রৌপদীর এই দুর্গতি, আমি ইহাঁকে অরণ্যে আনিয়া ভাল করি নাই। হায়! দ্রুপদরাজ যৎকালে এই রমণীরত্নকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, তখন ভাবিয়াছিলেন যে, আমাদের হইতে ইহাঁর সুখ স্বচ্ছন্দ ঘটিবে। কিন্তু অধুনা ইহার অদৃষ্টে দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতেছি না। আমাদের জন্য ইনি ক্লেশের একশেষ সহ্য করিয়া অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। পাণ্ডবরাজের আর্ত্তধ্বনি শুনিয়া ঋষিগণ দ্রুতপদে তথায় আগমনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সুশীতল হস্তে আস্তে আস্তে তাঁহার গাত্র স্পর্শ করত জলমিশ্রিত বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক মনুষ্যযানে স্থাপনপূর্ব্বক গন্তব্যপথে মৃদুমন্দভাবে বহন করিবা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। বহু পথ অতিক্রান্ত হইলে পর, সকলে গন্ধমাদন পর্ব্বতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় চিরবিরহান্তে মহাত্মা অর্জ্জুনের সহিত সমাগম হইবে এই আশাতে তাদৃশ শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক এতদূর আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা প্রিয়দর্শন ধনঞ্জয়ের বিষয় ভাবিতেন ও তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেন।

একদা ধনঞ্জয় সহসা উপস্থিত হইযা অজাতশত্রু ও ভীমসেনের চবণবন্দন করিলেন এবং মাদ্রীতনয়দ্বয়ের অভিবাদন গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে প্রবোধবাক্যদ্বারা আশ্বাস দিলেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে আহ্লাদের সীমা রহিল না। সকলে হর্ষভবে অর্জ্জুনকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক সংবর্দ্ধনা কবিতে লাগিলেন। তৃতীয় পাণ্ডবও আপনাব তপঃসিদ্ধি ও দৈবশস্ত্রপ্রাপ্তিব সবিস্তর বর্ণন-পূর্ব্বক তাঁহাদেব কৌতূহলেব তৃপ্তিবিধান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিব এইরূপে পাঁচ বৎসর কাল তীর্থদর্শনে অতিবাহিত কবিয়া, দুঃখসমুদ্রের কাণ্ডারী সেই ধনঞ্জয়কে সমভিব্যাহাবে লইয়া দ্বৈতবনে প্রত্যা-গমন কবিলেন।

পাণ্ডবেরা বাজরাজেশ্বর হইযা বনবাসের অশেষ ক্লেশ সহিতেছেন, কুটীরে বাস ও বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিযা কষ্টে দিনপাত কবিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া দুর্য্যোধনের মনে যৎপবোনাস্তি হর্ষ জন্মিল। ভাবি-লেন, ঘোষযাত্রা ও মৃগয়ার ছলে সসৈন্যে দ্বৈতবনে গিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া তাঁহাদের দুঃখের উপর ঈর্ষা-নল প্রজ্বলিত করিযা দিবেন। তবে বৃদ্ধ ভূপতির অনু-মতি লইতে হইবে। তখন শকুনি আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ, আমাদের নিতান্ত অভিলাষ, মৃগয়া জন্য যাত্রা করিব, বল্লবেরা

বনে বাস করিয়া গোধনের কিরূপ বক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, তাহারও তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য আমাদের নিজে গিয়া স্বচক্ষে পরিদর্শন কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া রাজা উত্তর করিলেন, তথায় পাণ্ডবেরা বাস করিতেছেন, অতএব তোমাদের যাওয়া উচিত নহে। দ্যূতে ছলনাপূর্ব্বক রাজ্য হরণ করাতে মহাবল ভীমের মনে যে দারুণ ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের সহিত বিরোধ ঘটিতে পারে। অর্জ্জুন তপঃসিদ্ধির পূর্ব্বেও পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এখন তিনি আবার দৈববলে বলীয়ান্। অতএব তাঁহাদের হস্তে তোমাদের নিস্তার হইবে না। ধূর্ত্ত শকুনি বলিলেন, আমরা কেবল মৃগয়া ও ঘোষপল্লী-পরিদর্শন করিব, পাণ্ডবদিগের ত্রিসীমায় যাইব না। অতএব কোনপ্রকার কলহের সম্ভাবনা নাই। অন্ধ নরপতি সুবলরাজের প্রবোচনা-বাক্যে ভুলিয়া অগত্যা সম্মতি দিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবৃন্দ, অমাত্যবর্গ ও পুরবাসিগণের সহিত স্ত্রীসমূহ সমভিব্যাহারে লইয়া ঘোষযাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে অষ্টসহস্র রথ, ত্রিশ হাজার হস্তী, ভূরি ভূরি অশ্ব ও পদাতি প্রস্থান করিল। দ্বৈতবনের অন্তর্গত মহাসরোবরের উভয় তীরে শিবির সন্নিবেশিত হইল। লক্ষ লক্ষ ধেনু ও বৎসগণ পূর্ব্বপ্রথানুসারে চিহ্নবিশেষ দ্বারা অঙ্কিত হইল। গো-

পালকগণ নৃত্য-গীতে পটু ছিল, তাহারা সকলের মন-স্তুষ্টি করত কুরুপতির নিকট হইতে প্রভূত অন্ন, পানীয় ও ধন প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিল। কৌরবসৈনিকগণ ক্রীড়া-কৌতুকে এবং মৃগ-য়ার আমোদে মাতিল। তরক্ষু, মহিষ, মৃগ, গবয়, ভল্লুক, বরাহ, গজ প্রভৃতি শরনিকরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। মহাকোলাহলে সমস্ত বনভূমি সমস্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

তৎকালে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অপ্সরোগণে পরি-বৃত হইয়া সেই স্থানে সসৈন্যে আগমন করিয়াছিলেন। দুই দলে বাগ্‌যুদ্ধের পর তুমুল সংগ্রাম বাজিল। কর্ণ-সেন কিছুকাল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া পরাঙ্মুখ হইলেন। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি অবিলম্বে পরাজিত ও ধৃত হইলেন। গন্ধর্ব্বেরা কুরুকামিনীগণকে বন্দী করিয়া কৌরবসেনার প্রতি মহামারী আরম্ভ করিল। তখন দুর্য্যোধনের বৃদ্ধ সচিববৃন্দ প্রাণ লইয়া পলায়নপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের শরণাপন্ন হইলেন। ভীমসেন কর্কশস্বরে বলিলেন, যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল হইয়াছে। আমা-দের দুরবস্থা-দর্শনার্থ মহাসমারোহে আসিয়া দুষ্ট কৌরবেগণ সমুচিত শাস্তি পাইল। যে বৈরনির্যাতন আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা গন্ধর্ব্ববীরগণের দ্বারা সম্পাদিত হইল। অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে মিলিল।

আমাদিগকে আর যুদ্ধক্লেশ পাইতে হইবে না, সৈন্য-সংগ্রহের আর প্রয়োজন নাই। এই কথা শুনিয়া দয়াসাগর অজাতশত্রু তাঁহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, বৎস, যাহারা বিপদাপন্ন, ভয়ার্ত্ত ও শরণাগত, তাহাদের প্রতি ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে নাই। হে বৃকোদর, জ্ঞাতিগণের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়া থাকে, বৈরানুবন্ধ চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কুলোচিত ব্যবহার পরিহার কর্ত্তব্য নহে। দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন জানে যে, আমরা এখানে বহুকাল বাস করিয়া শীতাতপজন্য ক্লেশ সহিতেছি। সে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া আমাদের লাঞ্ছনা করিতে আসিয়াছে, সত্য, কিন্তু যখন গন্ধর্ব্বেরা তাহাকে সসৈন্যে পরাজয়পূর্ব্বক কুরুকুলকামিনীগণকে বন্দী করিয়াছে, তখন আর আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। অতএব তুমি, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলে সত্বর রণসজ্জা করিয়া জ্ঞাতিগণের উদ্ধারসাধন কর। একজন সামান্য রাজন্যও যখন শরণাগতের ত্রাণ করিয়া থাকে, তখন তোমাদের ত এ কার্য্য অতি-কর্ত্তব্য। অনন্তর মহামনা অর্জ্জুন ভীমাদির সহিত যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রথমে মৃদুমধুরবাক্যে গন্ধর্ব্ব-গণকে বুঝাইতে চেষ্টা দেখিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া ভীষণ সংগ্রাম করিয়া গন্ধর্ব্বরাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

চিত্রসেন অর্জ্জুনের রণভর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত সখ্যভাবে সম্মিলিত হইলেন। অনন্তর সকলে একত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বগণের বহুপ্রশংসা করিয়া সৎকার-পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। পরে জ্ঞাতিবর্গকে রমণীবৃন্দ ও কুমারগণের সহিত মুক্ত করিয়া প্রণয়পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন—হে সুযোধন, এরূপ সাহস আর করিও না, হঠকারীরা কখনও নিরাপদে কালযাপন করিতে পারে না। অতএব অধুনা অনুজগণের সহিত নির্ব্বিঘ্নে স্বধামে প্রস্থান কর; বিমনা হইও না। তখন দুর্য্যোধন পাণ্ডবরাজের অনুমতি পাইয়া, তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বরাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। দুঃখাতিভারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইযা শূন্যমনে নগরের বহির্ভাগে তৎকালের জন্য সজ্জিত একটী গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অধোবদনে পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কর্ণ আসিয়া বলিতে লাগিলেন, হে কুরুবর, আমি ভীষণ গন্ধর্ব্বগণের যুগপৎ আক্রমণে রণভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; শরপ্রহারে জর্জ্জরিত সৈন্যসামন্তগণকে পর্য্যবস্থাপিত করিতে পারি নাই। যাহা হউক, হে সখে, তুমি যে শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া অক্ষতশরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছ, তাহাকে

আমাদের বড়ই আনন্দ হইয়াছে। তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত যে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, তাহার তুলনা নাই। অঙ্গরাজের এই কথা শুনিয়া কুরুপতি বাষ্পগদ্গদস্বরে উত্তর করিলেন, হে রাধানন্দন, আমরা গন্ধর্ব্বগণের পরাক্রমে পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়াছিলাম, পরে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইলে, অর্জ্জুন অদ্ভুত বীর্য্য প্রকটনপূর্ব্বক আমাদিগের মোচন করিলেন, এবং পাণ্ডুশ্রেষ্ঠ বহু উপদেশ দিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। যাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছি, যাহাদিগের সহিত আমার চিরবৈরিতা বদ্ধমূল আছে, তাহাদের শরণাগত হইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা লাঘব আর কি হইতে পারে? যদি গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম, তাহা শ্রেয়স্কর হইত। অতএব তোমরা সকলে আমার অনুজগণের সহিত হস্তিনাপুরে ফিরিয়া যাও, আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিব। এই দারুণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি বিস্তর বুঝাইয়া বলিলেন। তখন নৈরাশ্যের মধ্যে আশার সঞ্চার হইল; দুর্য্যোধন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এদিকে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত দ্বিজবৃন্দ পরিবৃত হইয়া একপ্রকার সুখে দ্বৈতবনে কালহরণ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপে কাল-

যাপন করিয়া বর্ষার প্রাদুর্ভাবে পুনর্ব্বার সকলে মিলিয়া কাম্যক বনে আগমন করিলেন। অবিলম্বে বাসুদেব পাণ্ডবদিগের দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অর্জ্জুনের তপঃসিদ্ধি ও অস্ত্রপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত শুনিয়া পরম-প্রীতি-লাভ করিলেন। তখন দ্বারকানাথ দ্রৌপদীর নিকট তৎপুত্রগণের কুশল সংবাদ দিয়া বলিলেন, হে যাজ্ঞসেনি, তোমার পুত্রেরা মদালয়ে সুখে বাস করিতেছে, মাতামহের বাটীতে বার বার আহূত হইয়াও যাইতে চাহে না। সুভদ্রা অভিমন্যুর ন্যায় তাহাদিগকেও সস্নেহে লালন পালন করেন ও প্রদ্যুম্ন স্বয়ং তাহাদিগকে আয়ুধবিদ্যায় পরিশীলিত করিয়া থাকেন। অতএব তনয়গণের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি বীরপ্রসবিনী জননীর মধ্যে গণনীয়া হইবে। এইরূপ আশ্বাস দিয়া মহাত্মা বাসুদেব বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দশম অধ্যায়।

অজ্ঞাতবাস।

ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে ধর্ম্মরাজ ব্রাহ্মণ সজ্জনগণকে সম্বোধন করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, আপনারা আমাদের এই দীর্ঘ বনবাসের সঙ্গী হইয়াছেন, আপনাদিগের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। কিন্তু এখন অজ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত, অতএব অগত্যা বিদায় দিতে হইল। আপনারা স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করুন; আবার সাক্ষাৎ হইবে। 'পরে পাণ্ডবরাজ প্রধান ভৃত্য ইন্দ্রসেনকে আদেশ করিলেন, তুমি কিঙ্করবর্গকে লইয়া রথাশ্বাদি সহ দ্বারকায় গিয়া কালযাপন কর। পুরোধা ধৌম্যকে দ্রৌপদীর পরিচারিকাগণের সহিত দ্রুপদরাজের আবাসে অবস্থান করিতে বলিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবীরগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পদব্রজে যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়া চলিলেন, এবং গিরিদুর্গে ও বনদুর্গে বাস করত মৃগয়াদ্বারা জীবিকা

নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। উত্তরে পাঞ্চালদেশকে রাখিয়া শূরসেন রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রস্থান করিলেন, পরে ব্যাধগণের নিকট সংবাদ পাইয়া বন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দশার্ণপ্রদেশের উত্তরদিগ্বর্ত্তী মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন শস্যশালী মৎস্যরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। একটা উচ্চ ভূমিখণ্ডে বিশাল শমীবৃক্ষ দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে বলিলেন, আমাদের ধনুর্ব্বাণ, অসি-চর্ম্ম প্রভৃতি একত্র করিয়া বৃক্ষের উপরিস্থিত শাখায় দৃঢ়রজ্জুতে বন্ধন করিয়া রাখ। পরে পাণ্ডবেরা এই কথাটী রটাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা কুলধর্ম্মানুসারে মৃতমাতার শব এই পাদপের শাখাতে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। এরূপ রটাইবার তাৎপর্য্য এই যে, ভয়ে কেহ সেই স্থানের সন্নিকটে যাইবে না।

অনন্তর পাণ্ডবেরা পৃথক্ পৃথক্ বিরাট নরপতির ভবনে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বনিরূপিত প্রণালী মত স্ব স্ব পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজকে বলিলেন, হে নরনাথ, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম-রাজের প্রীতিভাজন সভাসদ্ ছিলাম, তাঁহার সহিত পাশক্রীড়া করিতাম, আমি কঙ্কনামে পরিচিত। বিরাটরাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক পারিষদ্‌রূপে নিজের নিকট অবস্থাপিত রাখিলেন। পরে ভীম নিজের পরিচয় দিয়া, বল্লবনামে পাকশালাধ্যক্ষরূপে

নিযুক্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় একবেণী ধারণপূর্ব্বক নপুংসকবেশে আত্মগোপনপূর্ব্বক নৃত্যগীতবাদ্যে রাজকুমারী উত্তরার শিক্ষকরূপে রাজার অন্তঃপুরে বৃহন্নলানামে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। নকুল অশ্বশালাধ্যক্ষ ও সহদেব গোশালাধ্যক্ষরূপে বাজসবকারে কর্ম্মলাভ করিলেন। মনস্বিনী যাজ্ঞসেনীর পক্ষে আত্মগোপন বড় দুরূহ। তিনি বিরাটমহিষী সুদেষ্ণার নিকট গিয়া বলিলেন, আমি প্রথমে বাসুদেবের প্রেয়সী সত্যভামার পার্শ্ববর্ত্তিনী ছিলাম, পরে পাণ্ডব-সহধর্ম্মিণী যাজ্ঞসেনীর নিকট পরিচারিকার কার্য্য করিতাম। দ্রৌপদী দেবী আমাকে "মালিনী" এই নামটী দিয়াছিলেন। আপনার আশ্রয়ে আমি সৈরিন্ধ্রীরূপে থাকিতে ইচ্ছা করি, পাদ-সেবা বা উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে পারিব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। রাজ্ঞী সুদেষ্ণা প্রীতমনে তাঁহাকে নিজের সহচরী করিয়া রাখিলেন।

এইরূপে অজ্ঞাতবাসে যুধিষ্ঠিরাদির প্রায় এক বৎসর কাল শেষ হইতে চলিল। কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন-প্রেরিত চরগণ পাণ্ডবদিগের কোন সন্ধান না পাইয়া হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

যুবরাজ দুঃশাসন কুরুরাজকে বিমনায়মান দেখিয়া বলিলেন, পাণ্ডবেরা হয় ত সমুদ্রের পরপারে পলাইয়া লুক্কায়িত আছে, অথবা অরণ্যে শ্বাপদদ্বারা ভক্ষিত

হইয়াছে, কিংবা বিষম দুর্গতিবশতঃ প্রাণে মারা পড়িয়াছে। তাহাদের সংবাদ না পাওয়াতে কোন উৎকণ্ঠা করিবার কারণ নাই। কর্ণ বলিলেন, পুনর্ব্বার আশুতর ও দক্ষতর দূত প্রেরণ করা হউক; পর্ব্বতের গহ্বর, গুহা, নদীকূল, বিজন অরণ্য পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া দেখা যাউক। তখন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য একবাক্যে বলিলেন, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবেরা ধর্ম্মপ্রধান দেশেই অবস্থান করিবেন, তাদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষগণের উক্তরূপে মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা অচিরাৎ যশ ও শ্রেয় লাভ করিয়া সুখী হইবেন।

এইরূপে অজ্ঞাতবাসের এক বর্ষ অতীত হইলে পাণ্ডবেরা আত্মপ্রকাশ করিলেন। মহারাজ বিরাট নিজের অপরাধ পরিহার করিবার জন্য ধর্ম্মরাজের নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্, না জানিয়া আপনাদিগের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিতে পারি নাই, অতএব ক্ষমা করিবেন। পরে অর্জ্জুনের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন, হে বীরবর, আমার দুহিতা উত্তরাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। ধনঞ্জয় বলিলেন, আপনার কন্যা নৃত্যগীতবাদ্যে আমার শিষ্য হইয়াছিলেন, উহাঁর প্রতি আমার পিতৃবৎ বাৎসল্য জন্মি-

য়াছে ; অতএব বধূরূপে উত্তরাকে গ্রহণ করিলাম। বাসুদেব-ভগিনী সুভদ্রার পুত্র গুণশালী অভিমন্যু উহঁার পাণিগ্রহণ করিবেন। তখন মৎস্যরাজ দ্বারকায় ও দ্রুপদনগরে দূত প্রেরণপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীপতি যদুবর্য্যগণের সমভিব্যাহারে বিরাটনগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে পাণ্ডবদিগের ইন্দ্রসেন-পুরঃসর ভৃত্যগণ সবাহন রথাদি লইয়া আগমন করিল। দ্রুপদরাজও স্বগণসমবেত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহোৎসবে উদ্বাহ-কার্য্যের নির্ব্বাহ হইল। বিরাটমহিষী সুদেষ্ণা মৎস্যদেশীয় বরস্ত্রীগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, রূপবতী ও গুণবতী রমণীগণের অগ্রগণ্যা মনস্বিনী যাজ্ঞসেনীকে লইয়া মহানন্দে সেই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, বিরাটরাজ, দ্রুপদাধিপতি প্রভৃতি সকলে পরম আনন্দে হস্তী, অশ্ব, রথ, ধন-রত্ন, পরিচ্ছদ, দাস দাসী প্রভৃতি যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বার্দ্ধ

একাদশ অধ্যায়।

দূতপ্রেরণ ও সন্ধিস্থচনা।

বিবাহান্তে এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। দ্বারকানাথ সর্ব্বপ্রথম সমবেত রাজন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির শকুনিকর্ত্তৃক দ্যূতে ছলপূর্ব্বক পরাজিত হইয়া পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে এই ত্রয়োদশ বৎসর ক্লেশের একশেষ সহ্য করিয়াছেন। হে শূরগণ, এখন যাহা ধর্ম্মসঙ্গত, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিউন। ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ কখনও অন্যায়ে রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ করিতে চাহেন না, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের প্রতি বৈর-নির্য্যাতনও ইহাঁদের বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা ইহাঁদের পৈতৃক রাজ্যাংশ, যাহা ইহাঁরা স্বয়ং ভুজবলে অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রার্থনা করেন। এখন দুর্য্যোধনের মত কি, তাহা জানিতে হইবে। অতএব একজন অপ্রমত্ত, কার্য্যকুশল, ধর্ম্মশীল, সৎকুলোদ্ভব দূত

প্রেরণপূর্ব্বক যাহাতে শান্তি সংস্থাপিত ও যুধিষ্ঠিরের রাজ্যার্দ্ধলাভ হয়, তাহা কর্ত্তব্য। এই ন্যায়সঙ্গত, পক্ষপাতশূন্য, মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলদেব সম্পূর্ণ অনুমোদন কবিলেন।

তখন অর্জ্জুনের শিষ্য যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ যদুবংশীয় সাত্যকি সদর্পে বলিলেন—যদি শঠমতি •কৌরবেরা ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরেব উপদেশমত পাণ্ডবদিগকে পৈতৃক রাজ্য প্রত্যর্পণ কবিতে অনিচ্ছু হয়, আমি শাণিত শবনিকরদ্বারা তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়া পাণ্ডবপতির চরণতলে বিলুণ্ঠিত কবাইব, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরবর্য্যগণ, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে শকুনি ও কর্ণের সহিত সমরে সংহারপূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। আততায়ী শত্রুর প্রাণবধে কোন অধর্ম্ম নাই, বরং শত্রুর নিকট যাচ্ঞা করিয়া রাজ্যর্দ্ধলাভে অধর্ম্ম ও অযশ আছে।

দ্রুপদরাজ সাত্যকির বাক্য সমর্থনপূর্ব্বক বলিলেন, হে বীরবর, তুমি যাহা নির্দ্দেশ করিলে, তাহা যথার্থ; দুর্য্যোধন মিষ্টবাক্যে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবে না। যে দুর্জ্জন, সে প্রত্যপকারেই শান্ত হইবে, উপকারে হইবে না। পুত্রপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র তাহারই বাক্যের অনুসরণ করিবেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ বার্দ্ধক্যসুলভ কাতর্য্য-

বশতঃ তাহার মতের প্রতিকূলে কিছু বলিতে পারিবেন না। আর কর্ণ ও শকুনি ত মূর্খতানিবন্ধন তাহার সঙ্গে সর্বদা একপরামর্শী। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন মৃদুব্যবহারের যোগ্য নহে। অতএব যুদ্ধের উদ্যোগ হউক, এবং মিত্ররাজগণকে উত্তেজিত করিবার জন্য সর্ব্বত্র সংবাদ প্রেরণ করা যাউক। দুর্য্যোধন নিশ্চয় নানাদেশে দূত পাঠাইয়া দিবে। যাঁহারা কার্য্যজ্ঞ, তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, প্রথম উত্তেজনকারীরই পক্ষ অবলম্বন করিবেন। অতএব নরপতিগণের প্রথম উত্তেজনে তৎপর হইলে সমধিক ফলোদয় হইবে। আমার অভিপ্রায় এই, শল্য, ভগদত্ত, বাহ্লীক, দন্তবক্র, রুক্মী প্রভৃতি রাজগণকে সসৈন্যে আহ্বান করা হউক, আর আমার পুরোহিত এই বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে দূতরূপে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করা যাউক, কি কি কথা অন্ধ ভূপতিকে, দুর্য্যোধনকে, ভীষ্মকে ও দ্রোণাচার্য্যকে বলিতে হইবে, তাহারও উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

তখন বাসুদেব দ্রুপদরাজের মতের অভিনন্দনপূর্ব্বক বলিলেন, কিজ্ঞতম দ্রুপদপতি যে কথা কৌরবগণের নিকট বলিয়া পাঠাইবেন, সে আমাদের সকলেরই কথা। যদি কুরুরাজ তদনুসারে সন্ধি করেন, তাহা হইলে কৌরব ও পাণ্ডবের মধ্যে শান্তি

ও সৌভ্রাত্র সংস্থাপিত হইবে, কোন পক্ষের ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। আর যদি দুর্য্যোধন দর্পে বা মোহে অন্ধ হইয়া সেরূপ না করে, তাহা হইলে প্রথমে অন্যান্য রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়। যদিও পাণ্ডব ও কৌরবগণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ সমান, তথাপি আমি নিশ্চয় বলিতেছি, মহাবীর গাণ্ডীবধনুর্ধরের ক্রোধাগ্নিতে দুষ্টবুদ্ধি মূঢ় দুর্য্যোধন অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত ভস্মসাৎ হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক দ্বারকানাথ স্বগণ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সংগ্রামার্থ সামগ্রী-সম্ভারের আয়োজন হইতে লাগিল। বিরাটরাজ ও দ্রুপদরাজ সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিলেন। ভূপালবর্গও সৈন্য সামন্ত লইয়া মহোল্লাসে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ পাণ্ডবদিগের প্রবর্ত্তনায় মহৎ সৈন্য সমবেত হইতেছে শুনিয়া, ভূপালবৃন্দকে চমূপরিবৃত হইয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন যুগপৎ দ্বারকানাথের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, তোমাদের উভয়েরই সহিত আমাদের সম্বন্ধ সমান। তৃতীয় পাণ্ডব আমার ভগিনীপতি ও পাণ্ডবেরা আমার পিতৃষ্বসার তনয়।

পক্ষান্তরে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষণাকে আমার জাম্বুবতী-গর্ভজাত পুত্র শাম্ব বিবাহ করিয়াছেন। অতএব আমি এই স্থির করিয়াছি যে, উপস্থিত কুরুপাণ্ডব-সংগ্রামে কোন পক্ষে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিব না। এক পক্ষে আমি সাক্ষিগোপালস্বরূপ কেবল পরামর্শ দিব, আর অন্য পক্ষে আমার নারায়ণী সেনা থাকিবে। তাহারা গোপজাতীয়, প্রত্যেকেই বপুষ্মান্ ও রণে দুর্দ্ধর্ষ। যদিও আমার নিদ্রিত অবস্থাতে উভয়ে মৎসান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, তথাপি আমি প্রথমে অর্জ্জুনের মুখ দর্শন করিয়াছি, অতএব ধর্ম্মতঃ মনোনীত বিষয়ের প্রার্থনা করিবার প্রথম অধিকার পার্থেরই হইতেছে। এই কথা শুনিয়া তৃতীয় পাণ্ডব বাসুদেবকেই বরণ করিলেন। দুর্য্যোধন অগ্রে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে আপনার প্রথমাধিকার ভাবিয়াছিলেন, তথাপি নারা- য়ণী সেনা পাইয়া নিজের জিত হইল বিবেচনা করিলেন এবং কার্য্যতঃ যদুপতির সার অংশ আপনার ভাগে পড়িল, ভাবিয়া আপাততঃ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে দ্রুপদরাজের পুরোহিত ধৃতরাষ্ট্রের সভায় উপস্থিত হইয়া কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের নির্দেশমত বলিলেন, পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রদিগের সমুদয়

অত্যাচার ও চাতুরী বিস্মরণপূর্ব্বক যাহাতে বিরোধ না ঘটে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে উৎসুক আছেন। তৎপক্ষীয় সৈন্যের বাহুল্য, ধনঞ্জয়ের বিক্রম, এবং বাসুদেবের বুদ্ধিমত্তা, এই তিনটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে সংগ্রামার্থ উদ্যত হইবে? অতএব যাহা তাঁহাদের প্রাপ্য, তাহা প্রদান করুন, ধর্ম্মের মান রাখুন ও পূর্ব্বকৃত নিয়মের প্রতিপালন করুন। এই সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র উভয় পক্ষের হিতৈষী ভীষ্মের কথা প্রমাণ করিয়া বিরুদ্ধভাষী কর্ণকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন, এবিষয়ে যথোচিত বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে সঞ্জয়কে দূতস্বরূপে প্রেরণ করিব। অনন্তর অন্ধ নরপতি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সঞ্জয়কে সবিশেষ উপদেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি সত্বর ধর্ম্মরাজের নিকট আসিয়া বলিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুবর্য্যদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন, যাহাতে সম্পূর্ণ শান্তিবিধান হয়, তাহা তাঁহার একান্ত অভিমত।

ধর্ম্মরাজ উত্তর করিলেন, আমি প্রথম হইতেই এই পক্ষের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। আমরা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-গণের সহিত পূর্ব্ববৎ সৌহৃদ্য রাখিতে তৎপর আছি। এখন সুযোধন ইন্দ্রপ্রস্থে আমার রাজত্ব যাহাতে

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা করুন, কোন বিরোধ থাকিবে না। হে সঞ্জয়, আপনি কুরুরাজকে জানাইবেন যে, তাঁহারই আশীর্ব্বাদে আমরা অধুনা সুখে কাল যাপন করিতেছি, এবং তাঁহারই প্রসাদে প্রথমে রাজ্যলাভ করিয়াছিলাম। তৎপরে কুরুবৃদ্ধ পিতামহকে আমাদের অভিবন্দন জানাইয়া বলিবেন, হে ভরতকুলাবতংস, মহারাজ শান্তনুর বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছিল, অধুনা উহার পুনরুদ্ধার হইল। আপনি নিজমতানুসারে তাহাই করিবেন, যাহাতে আপনার পৌত্রগণ পরস্পর, প্রীতিযুক্ত হইয়া জীবনযাপন করিতে পারে। তৎপরে পিতৃব্য বিদুর মহাশয়কে বলিবেন যে, আপনি সতত যুধিষ্ঠিরের হিতৈষী, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তৎপক্ষে উপদেশ দিবেন। অবশেষে ক্রোধপরতন্ত্র সুযোধনকে অনুনয় করিয়া বলিবেন, পাণ্ডবেরা প্রতীকারে সমর্থ হইয়াও সমুদয় অত্যাচার ক্ষমা করিয়াছেন, এখন যাহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ও পরস্পর প্রীতি সঞ্চারিত হয়, তাহার বিধান কর। অধিক কি, যুধিষ্ঠির কেবল পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করেন,—কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত, আর পঞ্চম যে কোন গ্রাম। পঞ্চ ভ্রাতা পাঁচখানি গ্রাম পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন। তাহা হইলে সমুদয় বিরোধ মিটিয়া যাইবে ও শান্তি অব্যাহত হইবে।

ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত অবাধে মিলিত হইবেন, পিতা পুত্রের সঙ্গে সঙ্গত হইবেন এবং কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষীয় যোধগণ সকলে সহাস্যবদনে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। যদিও আমরা যেমন শান্তির জন্য উৎসুক তেমনি যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত আছি, যেমন কোমল তেমনি কঠোর উপায় অবলম্বন করিতেও তৎপর আছি, তথাপি ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষার জন্য হৃষ্ট-মনে সন্ধিপক্ষ অবলম্বন করিব।

সঞ্জয় ধর্ম্মরাজের সন্দেশ লইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত অবগত করাইলেন। তখন প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধ নরপতি, ভীষ্ম ও বিদুর দুর্য্যোধনকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু কোন হিত উপদেশই তাঁহার মনে স্থান প্রাপ্ত হইল না। তিনি উত্তর করিলেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার প্রভাব পৃথিবীস্থ ভূপতিগণ প্রত্যক্ষ করিবেন। হয় আমি পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া সমস্ত বসুন্ধরা শাসন করিব, না হয় পাণ্ডবেরা আমাকে সংহার করিয়া এই মহীমণ্ডলে একাধিপত্য করিবে। আমি বরং জীবনের সহিত সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিব, তথাপি পাণ্ডবের সহিত এই ধরাধামে একত্র বাস করিতে পারিব না। অধিক কি, সূচীর মুখে যতটুকু মৃত্তিকা থাকিতে পারে, তাহাও বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবের জন্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত নহি।

দুর্য্যোধনের এই নিদারুণ নির্ব্বন্ধ দেখিয়া দূরদর্শিনী জননী গান্ধারী কহিলেন, রে দুরাত্মন্, তুই ঐশ্বর্য্য-কামনা করিয়া গুরুগণের উপদেশে অনাদর করিতেছিস্, রে মূর্খ তুই যখন ভীমসেনের গদাঘাতে জীবনের সহিত রাজ্যৈশ্বর্য্য হারাইবি, জনক জননীকে চিরকালের জন্য শোক সাগরে নিমগ্ন করিবি ও শত্রুগণের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিবি, তখন তোর এই সকল কথা মনে পড়িবে।

এদিকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, সঞ্জয় প্রস্থান করিলে পর বাসুদেবকে কহিলেন, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের রাজা ও পিতৃস্থানীয়, সুতরাং মান্য ও পূজ্য। কিন্তু পুত্র-স্নেহ বলবান, তিনি নিশ্চয় পুত্রের বশতাপন্ন হইয়া আমাদের প্রার্থনা উপেক্ষা করিবেন। এই উভয় সঙ্কটের সময় কি কর্ত্তব্য, কিরূপ আচরণ করিলে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বিচ্যুত না হই, বিধান কর। তোমা ভিন্ন আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? তুমিই আমাদের পরম সুহৃদ্, তুমিই সকল কার্য্যের গতি বুঝিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে সমর্থ। এই কথা শুনিয়া বাসুদেব উত্তর করিলেন, হে ধর্ম্মরাজ, পাণ্ডব ও কৌরব উভয়ের জন্যই আমি ধৃতরাষ্ট্র সভায় গমন করিব। যদি আপনাদের কার্য্যহানি না করিয়া শান্তিস্থাপন করিতে পারি, আমার মহৎ পুণ্যলাভ ও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে

এবং যুদ্ধোদ্যত শত সহস্র যোধগণকে মৃত্যুপাশ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিব। কৌরবের ও পাণ্ডবের রক্ষা হইলে পৃথিবীর রক্ষা হইবে।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, দুষ্ট দুর্য্যোধন তোমার কথায় কর্ণপাত করিবে না, প্রত্যুত তন্মতানুবর্ত্তী শত সহস্র ক্ষত্রিয় তথায় উপস্থিত আছে, তাহারা তোমার অবমাননা ও অনিষ্ট করিতে পারে। যাহাতে তোমার দ্রোহের সম্ভাবনা, তাহাতে যদি স্বর্গেরও রাজত্ব প্রাপ্ত হই, তথাপি আমার তৃপ্তি হইবে না। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপতিকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, কৌরবপক্ষপাতী সমবেত রাজগণ হইতে আমার কোন ভয় নাই, আমি তাহাদের যে কোন অনিষ্ট-চেষ্টার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ। তথায় যাইলে হয় ত অভীষ্টলাভ হইতে পারে, না হয় অন্ততঃ লোকনিন্দার পরিহার হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, কৃষ্ণ, তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় কর; আমার কামনা, তুমি দুর্য্যোধনের সহিত শান্তিস্থাপনে কৃতকার্য্য হও। আমি ভরসা করি, অবিলম্বে তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত দেখিয়া সুখী হইব।

অর্জ্জুন ও নকুল জ্যেষ্ঠের কথায় সম্মতি দিলেন। অধিক কি, অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, ক্রোধপরবশ বৃকোদরও অনুমোদন করিলেন। কিন্তু তদপেক্ষা

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সুধীর সহদেব বলিয়া উঠিলেন, হে অরিন্দম, যাহাতে যুদ্ধ ঘটে, তাহাই করিবেন, যদিও কৌরবেরা পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করিতে ইচ্ছা করে, তথাপি যুদ্ধের যোজনা করিবেন। যে দুর্য্যোধন সভামধ্যে দ্রৌপদীর প্রতি তাদৃশ অত্যাচার করিয়াছে, সেই নরাধমের প্রাণদণ্ড না করিয়া আমার ক্রোধের শান্তি হইবে না। হে কৃষ্ণ, যদি বীরশ্রেষ্ঠ ভীমার্জ্জুন ও ধার্ম্মিকপ্রবর যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম ভাবিয়া যুদ্ধ পরিহার করেন, করুন, কিন্তু আমি সে ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া সংগ্রাম করিব। যদুবর্য্য সাত্যকি বলিলেন, দুর্য্যোধনের সঙ্গে শান্তিস্থাপন হইতে পারে না, বীরবর সহদেব যে কথা বলিলেন, সমস্ত যোদ্ধাদিগের তাহাই সম্মত। মহামতি অর্জ্জুনশিষ্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভৈরব রবে সিংহনাদ উঠিল। রাজন্যগণ সাধু সাধু বলিয়া সেই বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকির হর্ষের সীমা রহিল না।

এমন সময়ে শোকার্ত্তা যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণের নিকট আসিলেন, এবং বামহস্তে একবেণীবদ্ধ কেশপাশ ধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে বান্ধববর, শত্রুর সহিত সন্ধি করিবার সময় আমার এই দুঃশাসনের করস্পর্শদূষিত কেশকলাপের কথা একবার স্মরণ

কবিও। যদি ভীমার্জ্জুন সন্ধিলোলুপ হন, তাহা হইলে আমার পিতা বৃদ্ধ দ্রুপদরাজ মহারথ পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন, এবং মহাবল পরাক্রান্ত আমার পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুকে অগ্রেসর করিয়া সংগ্রাম করিবে। যদি সেই কৌরবাধমের ভুজযুগল ছিন্ন ও ধূলিবিলুণ্ঠিত না দেখি, তবে কিসে আমার হৃদয়ের শান্তি হইবে? কিরূপে ত্রয়োদশ-বর্ষ-প্রজ্বলিত এই ক্রোধাগ্নির নির্ব্বাণ হইবে? এই কথা বলিয়া সেই আয়তলোচনা বরারোহা মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহামনা বাসুদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, হে ভামিনি, তুমি যাহাদের প্রতি কোপ করিয়াছ, তাহাদের সৈন্য-বল ও স্বজনগণ নিহত হইবে এবং তাহাদের স্ত্রীবৃন্দ তোমার মত ক্রন্দন করিবে, উহা তুমি অবিলম্বে দেখিতে পাইবে। যদি দৈববিড়ম্বনায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমার কথা না শুনে, তাহা হইলে আমি ধর্ম্মরাজের নিদেশানুসারে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে লইয়া তাহাদিগকে এককালে নিপাতিত করিব, শৃগাল কুক্কুরে তাহাদের শোণিত পান করিবে। হিমালয় স্বস্থান হইতে চ্যুত হইতে পারে, মেদিনী শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইতে পারে, অন্তরীক্ষ নক্ষত্রগণের সহিত ভূমিতে নিপতিত হইতে পারে, তথাপি আমার বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে। হে সখি, আমি তোমার নিকট সত্য

করিতেছি, বাষ্প সংবরণ কর, অচিরাৎ তোমার শত্রু-বৃন্দকে নিহত ও পতিগণকে রাজ্যশ্রীসমন্বিত দেখিতে পাইবে।

অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব দলবল লইয়া হস্তিনা-পুরে যাত্রা করিলেন। দুর্য্যোধন ব্যতীত সমস্ত কৌরব-গণ বহু সমাদরে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ আসিলেন। তিনি দুর্য্যোধনপ্রদত্ত আতিথ্য-সৎকার প্রত্যাখ্যান-পূর্ব্বক বিদুরের গৃহে গিয়া স্নান-ভোজনাদি নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক পিতৃষ্বসা কুন্তী দেবীকে বহু প্রবোধবাক্যে আশ্বাস দিলেন এবং পুত্রগণের প্রতি তাঁহার ধর্ম্মার্থ-যুক্ত সন্দেশ সাদরে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে যদুবীর ধৃতরাষ্ট্র-সভায় গমনপূর্ব্বক সমবেত কুরুবর্য্যগণকে অনাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্বকার্য্য বিবৃত করিলেন, এবং পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্যাংশের প্রার্থনা জানাই-লেন। তাঁহার যুক্তিযুক্ত মৃদুমধুর বাক্যে সভাসদ্গণ পুলকিত হইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের ভয়ে কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস, আমি স্ববশ নহি, আমার পুত্র দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীষ্মাদি গুরুগণের ও সুহৃদ্গণের, অধিক কি জননী গান্ধারীর বাক্যেও কর্ণপাত করে না। তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, সুহৃদের কার্য্য কর, স্বয়ং

মূঢ়মতি দুর্য্যোধনকে অনুনয় করিয়া বুঝাইয়া বল ; সে যাহাতে সৎপথে আসে, বিধান কর।

তখন বাসুদেব দুর্য্যোধনকে বলিলেন, হে কুরুবর, আমার এই হিততম বাক্যে অবধান কর। তুমি বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, তুমি সুচরিত্র ও বহুগুণে অলঙ্কৃত। এরূপ হইয়া কিজন্য নীচবংশোদ্ভব, নির্লজ্জ, নৃশংস দুর্জ্জনের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ ? অসতের পথ পরিত্যাগ কর ; যাহাতে নিজের শ্রেয়োলাভ, ভ্রাতৃগণের, ভৃত্যবৃন্দের ও মিত্রবর্গের হিত হয়, বিধান কর। মহাশৌর্য্যশালী, জ্ঞানবান্, ধৈর্য্যশীল, উৎসাহসম্পন্ন পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধিবন্ধন কর। তাহাতে ধর্ম্ম আছে, যশও আছে। সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর একটা ঘোরতর মহামারী যাহাতে না হয়, তাহা তোমারই ক্ষমতাধীন। হে মতিমন্, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, পিতৃব্য বিদুর, এই সকল হিতৈষীদিগের কথায় কর্ণপাত কর এবং বৃদ্ধ পিতামাতার মুখাপেক্ষী হইয়া চল। তুমি পাণ্ডবগণকে পশ্চাতে রাখিয়া, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের উপর নির্ভর করিতেছ। কিন্তু ইহারা কি ধর্ম্মে, জ্ঞানে ও বিক্রমে পাণ্ডবদের সমান ?

ভীষ্ম ও বিদুর কৃষ্ণের এই হিতকর উপদেশের সমর্থন করিলেন। তখন অন্ধরাজ বলিলেন, হে বৎস

দুর্য্যোধন, তুমি বাসুদেবের সমভিব্যাহারে গিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলন কর, যদুপতি যখন শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন, তখন ইহাতে তোমার কোন অপমান হইবে না। কৃষ্ণের প্রস্তাব সর্ব্বথা সমযোচিত, অতএব ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। দুর্য্যোধন বলিলেন, হে বাসুদেব, আপনি কেবল পাণ্ডবদের গুণানুবাদ করেন, এবং আমার দোষকীর্ত্তনে তৎপর হন। কিন্তু আমি নিজের কোন দোষ ত দেখিতেছি না। নিয়মমত দ্যূতক্রীড়ার গুণে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবেরা রাজ্যহারা হইয়াছে ও বনবাসাদি ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, তাহাতে আমাদের অপরাধ কি? আমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহি, কাহারও নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমি দেবগণের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে ভয় করি না, পাণ্ডবের ত কথাই নাই। আর যদি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হই, তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। তখন যদুপতি দুর্য্যোধনের অকার্য্যপরম্পরা কীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিলেন, হে দুর্ম্মতে, যদি এখনও পাণ্ডবদিগকে পৈতৃক অংশ দিতে না চাও, তবে শীঘ্র তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

এই কথা শুনিয়া দুষ্ট দুর্য্যোধন হঠাৎ সকলের কথায় অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সভাগৃহ হইতে উঠিয়া চলিলেন, তাঁহার অনুজগণ, অমাত্যবর্গ ও তম্মতস্থ

রাজবৃন্দ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন। তখন দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ, এই চারিজনে মন্ত্রণা করিলেন যে, কৃষ্ণকে বলপূর্ব্বক নিগ্রহ করিয়া বন্দিরূপে রুদ্ধ রাখিব, তাহা হইলে পাণ্ডবেরা নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হইযা পড়িবে, তখন তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অনায়াসে জয়লাভ করিতে পারিব।

ইঙ্গিতজ্ঞ প্রাজ্ঞতম সাত্যকি এই কূটমন্ত্রণা সময়ে জানিতে পারিয়া কৃতবর্ম্মাকে সৈন্যগণ সজ্জিত করিয়া সভাদ্বারে প্রতীক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। তৎপরে সভাতে প্রবেশপূর্ব্বক বাসুদেবকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে সেই চক্রান্তের কথা সভ্যগণের নিকট ব্যক্ত করিলেন। সকলে বিস্মিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, বিকর্ণ, যুযুৎসু প্রভৃতি সভাসদ্গণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া কিয়ৎ দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

বাসুদেব বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, পাণ্ডবেরা যুদ্ধার্থ সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তৎকালে সপ্ত অক্ষৌহিণী* সৈন্য পাণ্ডবপক্ষে সমবেত হইয়াছিল। দ্রুপদরাজ, বিরাটেশ্বর, শিনিকুলতিলক সাত্যকি, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী, জরাসন্ধপুত্র সহদেব, মহাযোদ্ধা চেকিতান, এই সপ্তরথী এক এক অক্ষৌহিণীর অধিনায়করূপে নিযুক্ত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সকলের উপর সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। ধনঞ্জয় সেনাপতিরও উপর নিয়ন্তা রহিলেন এবং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সারথি হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সর্ব্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। হস্তী, অশ্ব, রথ পদাতি, এই চারি বিভাগে চতুরঙ্গিণী সেনা সজ্জিত হইয়াছিল। সেনার সহিত

* অক্ষৌহিণীতে ২১,৮৭০ হস্তী, ২১,৮৭০ রথ, ৬৫,৬১০ অশ্ব এবং ১,০৯,৩৫০ পদাতি থাকে। সুতরাং সমুদায়ে ২,১৮,৭০০।

প্রভৃত খাদ্যসামগ্রী, নানা সজ্জা, ভূরি ভূরি অস্ত্র শস্ত্র, ধনভাণ্ডার, বাদ্যযন্ত্রাদি সংগৃহীত হইয়া নীত হইতে লাগিল। শত শত শিল্পী, চিকিৎসক, চর, স্তুতি-পাঠক, শকট, যান, বাহন ও আপণশ্রেণী তৎসমভি-ব্যাহারে চলিল। কুরুক্ষেত্রের সুবিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরে হিরণ্বতী নদীর তীরে পাণ্ডবদিগের সেনানিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইল। সর্ব্বপশ্চাদ্ভাগে বীরপত্নী যাজ্ঞসেনী অন্তঃপুরিকাগণের সহিত দাস দাসী-পরিবৃতা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির শত শত শিবির নানা উপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া রাজাদিগের বাসার্থ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্ধারণ করিলেন।

এদিকে কৌরবগণ কুরুশ্রেষ্ঠ মহারথ ভীষ্মকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রের অপর পারে পঞ্চযোজন-ব্যাপী শিবির সংস্থাপন করিলেন। রাজাদিগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ শিবির সজ্জিত হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই মদ্ররাজ শল্য ভ্রমক্রমে দুর্য্যোধনের আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক কৌরবপক্ষের সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তৎপরে যখন যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন পাণ্ডবরাজ তাঁহাকে এই কথা বলেন, 'আপনাকে শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিতে হইল, তাহাতে আমার বড়ই ক্ষোভ

হইতেছে, কিন্তু সত্ ্যাগ করিতে অনুরোধ করি না। তথাপি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, সময় পাইলেই সূতপুত্রকে কঠোর তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিতে ত্রুটি করিবেন না। তাহা হইলে সে নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে ও অর্জ্জুন-হস্তে পরাজয় প্রাপ্ত হইবে। কর্ণ হইতেই আমার দারুণ আশঙ্কা হয়। আপনি তাহার নিপাতবিষয়ে আমাদের সহায়তা করিবেন। বলা বাহুল্য, ভাগিনেয়ের এই অনুচিত প্রার্থনাতে শল্যরাজ সম্মত হইয়াছিলেন।

বলদেব, উভয় পক্ষই আমার নিকট সমান বলিয়া, যুদ্ধবিমুখ হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া তীর্থযাত্রা-জন্য প্রস্থান করিয়াছিলেন। ভীষ্মক-রাজের পুত্র রুক্মী প্রথমতঃ পাণ্ডবদিগের সহিত যোগ দেন, কিন্তু মহামনা অর্জ্জুন তাঁহার উদ্ধত ব্যবহার নিবন্ধন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তৎপরে কৌরব সেনা-মধ্যে গমন করিয়া তাদৃশ অনুচিত আচরণ জন্য অনাদৃত হইয়া তথা হইতেও চলিয়া যান।

ত্র’যাদশ অধ্যায়।

ভীষ্মপর্ব্ব।

সংগ্রাম আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে ভীষ্ম সেনাপতিত্ব-গ্রহণে সম্মত হইয়া এই দুইটী নিয়ম করিলেন। প্রথমতঃ—পাণ্ডব পুত্রগণ ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমার পক্ষে সমান, অতএব আমি যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ করিব না। দ্বিতীয় নিয়ম এই—সূতপুত্র সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিয়া চলে, কিন্তু আমি তাহাকে রথিমধ্যেই গণনা করি না, সে আমার মতে অর্দ্ধরথী। হে দুর্য্যোধন, সূতপুত্র অতিনীচ ও বৃথা-গর্ব্বিত হইলেও তোমার সখা, মন্ত্রী ও নেতা। সে পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যুদ্ধার্থ তোমাকে সর্ব্বদাই প্রোৎসাহিত করে। অতএব আমি তাহাকে লইয়া যুদ্ধ করিব না। হয় কর্ণ অগ্রে যুদ্ধ করুক; না হয় আমি অগ্রে যুদ্ধ করিব। আমি ও দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত মহাবীর অর্জ্জুনের সমকক্ষ যোদ্ধা নাই। কর্ণের কেবল মুখ-ভারতী আছে, তৃতীয়

পাণ্ডবের নিকট উহার বীরত্বের পরীক্ষা হইবে ও রণপিপাসার শান্তি হইবে। অর্জ্জুনের হস্তে উহার নিধন আসন্ন দেখিতেছি।

এই কথা শুনিয়া কর্ণসেন কোপে প্রজ্বলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, বৃথাভিমানী কটুভাষী ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি যুদ্ধ করিব না, ইহাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত মহারথের সহিত একাকী সমর করিয়া নিজের বীর্য্য প্রদর্শন করিব। তখন কুরুপিতামহ বলিলেন, এ মহাসমরে পরস্পর কলহ উচিত নহে, নতুবা অবিলম্বে এই নরাধমের যুদ্ধলালসার সহিত প্রাণসংহার করিতাম।" তখন দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ পিতামহকে বলিলেন, হে কুরুনাথ, আমার মুখ চাহিয়া ক্ষমা করুন, ভাবিয়া দেখুন, কিরূপ প্রকাণ্ড কার্য্য উপস্থিত, যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তাহার বিধান করুন, আপনাদের দুইজন হইতেই আমার পরম হিত সাধিত হইবে।

ক্রমে কুরুক্ষেত্রে সমবেত কুরুপাণ্ডবদিগের সৈন্যনিবেশ গিরি, নদী, অরণ্য পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল। তখন উভয় সেনার ধুরন্ধরগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধসংক্রান্ত কতিপয় নিয়ম নিরূপিত করিয়া লইলেন।

১ম। প্রতিদিন যুদ্ধের বিরাম হইলে সপক্ষ-বিপক্ষ-মধ্যে পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক ব্যবহার চলিবে।

২য়। তুল্যবলেবই বিরোধ হইবে, উৎকৃষ্টে ও নিকৃষ্টে সংগ্রাম চলিবে না, অর্থাৎ বাগ্‌-যুদ্ধের সময় বাক্যদ্বারাই প্রতিযুদ্ধ হইবে, অস্ত্রদ্বারা নহে। রথীব সহিত রথী, গজারূঢের সহিত গজারূঢ, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহী, পদাতির সহিত পদাতি যুদ্ধ করিবে।

৩য়। ছলনাপূর্ব্বক যুদ্ধ চলিবে না। সৈন্যের পংক্তি হইতে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য যে ব্যক্তি নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহাব শরীরে শস্ত্রপ্রহাব নিষিদ্ধ।

৪র্থ। যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত ভাবে অনুদ্যুক্ত বহিয়াছে, অথবা বিহ্বলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রতি প্রহার নিষিদ্ধ।

৫ম। যে ব্যক্তি একজনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তাহার প্রতি অন্যে কোনপ্রকারে আঘাত করিতে পাইবে না।

৬ষ্ঠ। যে আপদ্‌গ্রস্ত, যে রণ হইতে বিমুখ, যে অস্ত্রহীন, যে বর্ম্মবহিত, তাহার প্রাণনাশ নিষিদ্ধ।

৭ম। সারথি, বাহন বা শস্ত্রবাহক, কিংবা ভেরী-শঙ্খাদি-বাদকের প্রতি শস্ত্রাঘাত নিষিদ্ধ।

৮ম। যাহাব যেমন উপায়, ইচ্ছা উৎসাহ ও বল তাহার সহিত তদ্রূপে যুদ্ধ বরিতে হইবে।

এই সকল নিয়ম সংস্থাপনে তদানীন্তন যোধগণেব বিমৃশ্যকাবিতা, উদাবতা ও অনৃশংসতা সম্বন্ধে সবিশেষ পবিচয পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু কায্যতঃ সময়ে সময়ে উভয সঙ্কট উপস্থিত হইলে এই সকল নিযমের যে ব্যতিক্রম ঘটিত তাহাব দৃষ্টান্তেব অভাব ছিল না।

যুদ্ধারম্ভ কালে রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচায্যের নিকট গিযা এই বাক্য বলিলেন, আপনাব শিষ্য ধীমান ধৃষ্টদ্যুম্ন এক অপূর্ব্ব ব্যূহ বচনা কবিয়া পাণ্ডব সৈন্য সুসজ্জিত রাখিযাছেন, এখন সকলকে অপ্রমত্ত হইযা আমাদেব সেনাপতি ভীষ্মদেবের শাসনানুসারে সমরকায্য বিধান কবিতে হইবে। এই কথা শুনিযা প্রতাপশালী কুরুপিতামহ হর্ষান্বিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। তদনুসাবে কৌবব সৈন্য মধ্যে সহসা শঙ্খ, ভেরী, পটহ প্রভৃতিব ঘোব নিনাদ উত্থিত হইল। সেই সময়ে শ্বেতহযযুক্ত রথে আরূঢ কেশব ও ধনঞ্জয় নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করিলেন। তদনুকবণে ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রুপদরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন; তাহাতে শত্রুগণের হৃদয় ব্যথিত হইল। অনন্তব মহা

বীর অর্জ্জুন বাসুদেবকর্তৃক সুচালিত রথে আরোহণ করিয়া উভয় সেনার মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক দিগন্তগুলে যতদূর দৃষ্টি চলে, নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পিতামহ, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, মাতুল, শ্বশুর, সুহৃদ্গণ সর্ব্বত্র যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইয়া রহিয়াছেন।

সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া অর্জ্জুনের অন্তঃকরণে দুর্নিবার করুণার সঞ্চার হইল। তখন তিনি যদুপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক সবিষাদে বলিতে লাগিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, এই সকল আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া, আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, অঙ্গজ্বালা, মুখশোষ, রোমাঞ্চ ও কম্প হইতেছে। গাণ্ডীব হস্ত হইতে স্খলিত, মন উদভ্রান্ত, আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না। অনেক দুর্নিমিত্তও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অতএব যুদ্ধে স্বজনকে হত্যা করিয়া শ্রেয় দেখিতেছি না। হে গোবিন্দ, রাজ্যৈশ্বর্য্যে কি হইবে? ভোগ সুখে আমার স্পৃহা নাই, জীবনধারণেই বা কি প্রয়োজন? যাহাদের জন্য রাজ্যৈশ্বর্য্য আবশ্যক, তাহারা যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত রহিয়াছে। যদি আত্মীয় স্বজন আমাকে হনন করে, তথাপি আমি তাহাদিগের শরীরে আঘাত করিতে পারিব না। ত্রৈলোক্যের আধিপত্য পাইলেও পারিব না, পৃথিবীর রাজত্ব কি ছার? ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যদিও আততায়ী, তথাপি তাহা-

দিগকে মারিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইব না, বরং প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইব। স্বজনকে বধ করিয়া সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যদিও ইহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া কুলক্ষয়ে দোষ ও মিত্রদ্রোহে পাতক দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি আমাদের ত তাহা জানা উচিত। কুলক্ষয়ে পিতৃপিণ্ডলোপ হইবে, তাহাতে ধর্ম্মনাশ ও নরক নিশ্চিত। হায়! কি আশ্চর্য্য। আমরা এই দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছি। যদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা সশস্ত্র হইয়া প্রতিবিধানে অনিচ্ছু শস্ত্রহীন অর্জ্জুনকে রণে সংহার করে, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া ধনঞ্জয় শোকে বিধুর হইয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

তখন ধৈর্য্যশালী বাসুদেব তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, হে সখে, তোমার এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ হইল কেন? ইহা অজ্ঞজনোচিত, ইহাতে ইহকালে অকীর্ত্তি ও পরকালে নিরয় হইবে। অতএব মায়া-মোহে বিহ্বলিত হইও না, চিত্তের দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ কর। ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর, মান ত্রাণ করিয়া দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দেও। যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে, লোকে ভীরু বলিয়া তোমার নিন্দা করিবে; মানীর পক্ষে অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষা দুঃখকর। আর যদি স্বধর্ম্মপ্রতিপালন ও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যসাধন

করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ কর, তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে, সাধুগণ তোমার যশোগান করিবেন। যদি তোমার যথার্থ বৈরাগ্য জন্মিত, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে পারিতে; কিন্তু তোমার ত বৈরাগ্য হয় নাই। তুমি হিমালযের কন্দরে তপশ্চরণকালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি না বলিয়াছিলে, হয় বায়ুবি-দলিত মেঘের ন্যায় এই পর্ব্বতপ্রস্থে বিলীন হইয়া যাইব, না হয় তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শেলসম অযশ অপনয়ন করিব। যথায় ধর্ম্ম সেখানেই জয়। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাদ্রুম, তুমি অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, নকুল-সহদেব পুষ্প-ফল, মূল আমি বাসুদেব, বেদ ও ব্রাহ্মণগণ। পক্ষান্তরে দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাদ্রুম, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি তাহার শাখা, দুঃশাসন পুষ্প ও ফল, মূল অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র।

তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার মুখ চাহিয়া যে এত লাঞ্ছনা ও এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাহা কি ভাবিয়া দেখিবে না? মনস্বিনী দ্রুপদকুমারী যে তত অবমাননা ও মনোবেদনা ভোগ করিয়াছেন, তাহার কি প্রতীকার করিবে না? নিজের প্রতিজ্ঞা কি পরি-ত্যাগ করিবে? তোমার জননী কুন্তী দেবী আমার হস্তধারণপূর্ব্বক বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপথে

থাকিয়া ও পরপ্রতারণা না করিয়া যাহাতে কুল-কলঙ্কের ক্ষালন হয়, তাহা কর্ত্তব্য। এখন কি তাঁহার বাক্য অবধারণা করিবে? দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও স্বভদ্রাতনয়ের মুখ চাহিয়া তাহাদের পৈতৃক রাজ্যাধিকারের উদ্ধারসাধন কর। নিতান্ত অনুরক্ত প্রজাবর্গের দুঃখ দূর করিতে হইবে। আর্ত্তত্রাণ কি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে? এই দেখ, তোমার বৈবাহিক মৎস্যরাজ পুত্রগণ সহ তোমার সাহায্যার্থ বন্ধুপরিকর আছেন, তোমার শ্বশুর দ্রুপদরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে লইয়া অগ্রসর হইতেছেন, তোমার পরমাত্মীয় সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণ তোমার জন্য প্রাণপণ করিতে উদ্যত রহিয়াছেন। এই সকল বীরগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ, এখন কিরূপে ইহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবে? অতএব নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর। ইচ্ছামত কার্য্য করিতে তোমার অধিকার নাই, তুমি স্বাধীন নহ। যেমন তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি সুশীতল জলের জন্য লালায়িত হয়, তেমনি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমার উপর নির্ভর করিয়া আশস্ত রহিয়াছেন। তুমি সমর হইতে নিবৃত্ত হইলেও যুদ্ধ বন্ধ হইবে না। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের এক পক্ষের ক্ষয় না হইলে পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না। এই সকল উত্তেজনকর হিত উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের মনের ধন্দ দূরে

গেল, তখন তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইলেন।

অনন্তর মহারথ ভীষ্মের সহিত দশ দিন সংগ্রাম হয়, তাহাতে পাণ্ডবপক্ষীয় লক্ষ সৈন্য নিহত হয়। বৃদ্ধ কুরুপিতামহ বহুসংখ্যক প্রাণীর সংহার করিয়া রণ-কর্ম্মে একপ্রকার নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন, শরীরের প্রতি তাঁহার আর তাদৃশ আস্থা ছিল না। অতএব প্রতী-কারে সমর্থ হইয়াও নিরুৎসাহ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। দশম দিন সূর্য্যের অস্তগমনসময়ে অর্জ্জু-নের ও শিখণ্ডীর শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া বৃদ্ধ বীর রথ হইতে নিপতিত হইলেন, যেন গগনমণ্ডল হইতে নক্ষত্র চ্যুত হইল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উত্থিত হইল। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু কৌরব ও পাণ্ডবগণ নির্ব্বিশেষে সেই মৃত-প্রায় বীরের নিকট আসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন ভীষ্মদেব তৃতীয় পাণ্ডবের অসাধারণ বীর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শোকসন্তপ্ত দুর্য্যোধনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস, তোমাকে বিস্তর বুঝাইয়াছি, কিন্তু তুমি কোন হিতোপদেশে কর্ণপাত কর নাই; তুমি এই যুদ্ধে নিস্তার পাইবে না।' হে কুরুনন্দন, পাণ্ডবকে সমরে জয় করে, পৃথিবীতে এমন কেহ নাই। অতএব অবিলম্বে পার্থের সহিত সন্ধি কর, এখনও

নষ্টাবশিষ্ট রাজন্যবৃন্দ, আত্মীয় স্বজনবর্গ ও অনুজগণের পরিত্রাণের সময় আছে। আমার জীবনের সহিত যুদ্ধের অবসান হউক, রাজ্যের অর্দ্ধ প্রদান কর, ধর্ম্মরাজ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রযাণ করুন, প্রজাবর্গের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হউক। যদি আমার এই সময়োচিত বাক্যে কর্ণপাত না কর, শেষে অনুতাপ করিতে হইবে। মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেব রাজন্যগণের নিকট এই সত্য বাণী বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। বাণজ্বালায় তাঁহার মর্ম্ম সন্তপ্ত হইতেছিল, তথাপি অগাধ ধৈর্য্যবলে সে বেদনা নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধ্যাননিরত হইলেন। যেমন মুমূর্ষুর পক্ষে ঔষধ রুচিকর হয় না, তেমনি এই হিতবাক্যে দুর্য্যোধনের তৃপ্তি হইল না।

কর্ণসেন পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে যুদ্ধ হইতে বিরত ছিলেন, অধুনা কুরুপিতামহের পতনবার্ত্তা শুনিয়া সত্বর আসিয়া দেখিলেন, যে সেই মহাত্মা শরশয্যাগত, নিমীলিতনেত্র হইয়া রহিয়াছেন। তখন তাঁহার চরণে পড়িয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে কুরুনাথ! আমি রাধার পুত্র, আপনার বিরাগভাজন হইয়া রণ হইতে পরাঙ্মুখ ছিলাম। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। তখন কুরুবৃদ্ধ অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক যেমন পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, তদ্রূপ তাঁহাকে এক বাহুতে ধারণপূর্ব্বক সস্নেহে সম্ভাষণ

করিয়া বলিলেন, এস এস কর্ণসেন এস, তুমি আমার সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিতে ভালবাস। বৎস, তোমার প্রতি আমার দ্বেষ নাই। কেবল তোমার ঔদ্ধত্য নিবারণ জন্য আমি তোমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতাম; তুমি পাণ্ডবদিগের প্রতি বৈরাচরণ কবিবে না,এইজন্য। আমি তোমার বীর্য্য ও বদান্যতা বিলক্ষণ জানি, তুমি পরাক্রমে ধনঞ্জয়ের তুল্য। কিন্তু পাছে তোমার উত্তেজনায় কুরুকুলে বিরোধ বাঁধে, এইজন্য তোমায় প্রতি কঠোর উক্তি করিতাম। তোমার প্রতি আমার যে ক্রোধ ছিল, অধুনা তাহা অপনীত হইল। এখন কৌরব ও পাণ্ডবগণেব মধ্যে বৈবভাব অন্তর্হিত হউক। তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দ্য কর।

এই কথা শুনিয়া সূতনন্দন বলিলেন, হে পিতামহ, আমি এতকাল দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়া, এখন এ সঙ্কটের সময়ে অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। যেমন বাসুদেব পাণ্ডবের প্রতি পক্ষপাতী, তেমনি আমি কৌরবের উপর চিরানুকূল। আমার নিজের ধন-সম্পত্তি, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, দারাপত্য, দাস-দাসী, অধিক কি আত্মাকে পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছি। আমি দ্বারকানাথ ও পাণ্ডবগণকে সর্ব্বতোভাবে চিনি, তাঁহারা অন্যের অজেয় হইলেও আমি তাঁহাদিগকে রণে পরাভব করিব, আমার এই

দৃঢ় সঙ্কল্প। আমি তৎসাধন-বিষয়ে কিছুতেই নিরুৎসাহ হইব না। হে আর্য্যবর, আমাকে অনুমতি দিউন, ক্রোধবশতঃ অথবা চপলতাপ্রযুক্ত আপনার প্রতি যে-কিছু বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, হে কর্ণ, যদি এই দারুণ বৈরানুবন্ধ ত্যাগ করিতে একবারে অসমর্থ হও, তবে আমি অনুমতি দিতেছি, স্বর্গকামনা করিয়া যুদ্ধ কর। ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর শ্রেয়স্কর কার্য্য নাই। শান্তিস্থাপনের জন্য বহুদিন মহান্ যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কর্ণ, তোমাকে সত্য বলিতেছি, এরূপে বিফলপ্রযত্ন হইব, এমন আশঙ্কা আমার মনে কখন হয় নাই। কুরুপিতামহ এই কথা বলিলে পর, রাধানন্দন তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে রথারোহণে কুরুরাজের নিকট প্রযাণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দ্রোণপর্ব্ব।

মহাত্মা ভীষ্মের পতন হইলে কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণসেনের পরামর্শে ভরদ্বাজপুত্র মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে সৈনাপত্যে অভিষেক করিলেন। দ্রোণের প্রতিজ্ঞা এই যে, তৃতীয় পাণ্ডবকে স্থানান্তরিত রাখিতে পারিলেই, পাণ্ডবপতি যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া দিবেন। তখন দুর্য্যো-ধনের নির্দেশানুসারে ত্রিগর্ত্তের অধিপতি সুশর্ম্মা দুর্দ্ধর্ষ সংশপ্তকগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া উত্তরদিকে লইয়া গেলেন। তৃতীয় পাণ্ডব ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সংশপ্তকগণকে হত ও আহত করিতে লাগিলেন।

এদিকে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যের অভেদ্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিলেন। অর্জ্জুন ভিন্ন সে ব্যূহ ভেদ করিতে কেহ সমর্থ ছিলেন না। কেবল তৎপুত্র গোবিন্দের ভাগিনেয় ষোড়শ-বর্ষীয় অভিমন্যু পিতার নিকট তাদৃশ ব্যূহ ভেদপূর্ব্বক

কিরূপে প্রবেশ করিতে হয়, তাহার শিক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিপ্রকারে নির্গম করিতে হয়, তাহা জানিতেন না। যাহা হউক, তৎকালে দ্রোণাচার্য্যের ভয়ঙ্কর আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। বীরযুবক সেই দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক একরূপ ভীষণভাবে সমর করিতে লাগিলেন যে, কৌরবসেনার মধ্যে কোন বীর একাকী তাঁহার রণভর সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি অনেক সৈন্য নিহত করিলেন। তখন অগত্যা দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কোশলপতি বৃহদ্বল, এই ছয় জন রথী সমবেত হইয়া সেই বালবীরের যথার্থ উদ্যম করিতে লাগিলেন। সিন্ধুপতি জয়দ্রথ পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণকে রোধ করিয়া রাখিলেন। সুতরাং কেহই অভিমন্যুর পৃষ্ঠপোষক হইতে পারিলেন না। তথাপি অমিতপরাক্রম অভিমন্যু অনেকক্ষণ একাকী শত্রুগণকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন, অবশেষে নিরস্ত্র হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিগণের শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। সন্ধ্যার সময় বীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে আপাততঃ পরাজয়পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া সেই নিদারুণ সংবাদে শোকে এককালে অভিভূত হইলেন।

কিন্তু বীরব্রতে যাঁহারা দীক্ষিত, তাঁহাদিগের বিলাপ ও পরিতাপ করিবার অবসর নাই। সুতরাং যুদ্ধার্থ পুনর্ব্বার বদ্ধপরিকর হইয়া পরদিন সন্ধ্যার সময় জয়দ্রথের শোণিতে পুত্রশোকানল শমিত করিলেন।

এইরূপে দ্রোণাচার্য্য চারি দিন অদ্ভুত পরাক্রম প্রকটনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সৈন্যক্ষয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। পঞ্চম দিন অপরাহ্ন সময়ে মহাবল ভীমসেন মালবেশ্বরের অশ্বত্থামা নামে একটা মত্ত হস্তী নিহত করিয়া এই সংবাদ রটাইয়া দিলেন যে, দ্রোণাচার্য্যের তনয় অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন। কিন্তু অমিতপরাক্রম তনয়ের হঠাৎ মৃত্যু সম্ভব নহে ভাবিয়া, দ্রোণাচার্য্য প্রথমতঃ বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, যদি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এ কথার সমর্থন করেন, তবে প্রত্যয় করিতে পারি। তখন দ্বারকাপতি এই বাক্য বলিলেন, স্বয়ং দেবরাজও ধনুর্ধরের অগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। ইহাঁর অস্ত্রজ্বালা হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই, ইনি আমাদের সকলকেই নিধন করিতে পারেন। অতএব এ সময়ে সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া আপাততঃ বহুলোকের প্রাণরক্ষা ও ভবিষ্যতে নষ্টরাজ্যের উদ্ধার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন,

শুনিলে ইনি নিশ্চয়ই যুদ্ধে শিথিলপ্রযত্ন হইবেন, তখন ইহাঁকে জয় করা কঠিন হইবে না। আমার মতে প্রাণসঙ্কটে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে পাপ স্পর্শে না। কৃষ্ণের এই কথাতে সকলেই অনুমোদন করিলেন, কেবল মহাত্মা অর্জ্জুন উহার পোষকতা করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির কষ্টেসৃষ্টে সম্মত হইলেন।

দ্রোণাচার্য্য মিথ্যা রটনা আশঙ্কা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জানিতেন যে, ত্রৈলোক্যের রাজত্ব পাইলেও ধর্ম্মরাজ কদাচ মিথ্যা কহিবেন না। যুধিষ্ঠিরের উভয় সঙ্কট উপস্থিত, এক দিকে অসত্যের ভয়, অন্য দিকে শত্রুর জয়। কি করেন, বৃকোদরের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, বিশেষতঃ বাসুদেবের যুক্তিপ্রদর্শনে ও অনুরোধে আচার্য্যকে অব্যক্তভাবে এই উত্তর দিলেন, "হঁ, হত ইতি গজ"। তখন দ্রোণাচার্য্য, যাঁহার জন্য অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং যাঁহার জন্য তাঁহার জীবনধারণ, সেই চিরদয়িত তনয়ের শোকে অধীর হইয়া রণে শিথিলপ্রযত্ন হইলেন। তাঁহাকে এইরূপে শোকাতুর ও বিষাদগ্রস্ত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষণভাবে আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্বদিন দ্রোণাচার্য্য তাঁহার পিতা দ্রুপদরাজকে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বৈরানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। দ্রোণা-

চার্য্য জীবিতে নিস্পৃহ হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু-স্বরূপ জানিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক রথপ্রস্থে বসিয়া পড়িলেন ; মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ তুলিয়া, বক্ষঃস্থল হস্তদ্বারা ধারণপূর্ব্বক নিমীলিতনয়নে পুরাণ পুরুষ বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ইত্যবসরে নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তরবারি দ্বারা নির্জীববৎ স্থিত মৌনাবলম্বী আচার্য্যের মস্তক দ্বিধা করিয়া ফেলিল, এবং ভূমিতে নিপতিত তদীয় রক্তাক্ত মস্তক কুরুসৈন্যমধ্যে নিক্ষেপ করিল। প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুন বারণ করিতে না করিতে এই দারুণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। "হে দ্রুপদাত্মজ, জীবিত আচার্য্যের মান রক্ষা কর, বধ করিও না, বধ করিও না," ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং যত রাজগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে অর্জ্জুনের সহিত উচ্চৈঃস্বরে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। সেনাপতি নিহত হইলে কৌরব-সেনা সর্ব্বত্র হাহাকার রব করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ, তুচ্ছ রাজ্যের জন্য পরমোপকারী শুভ্রশস্ত্র বৃদ্ধ আচার্য্যকে বধ করিয়া, আমরা ঘোর দুষ্কর্ম্ম করিলাম। আমাদিগকে ভয়ঙ্কর নরকে নিপতিত হইতে

হইবে। দাশরথি রামচন্দ্রকর্ত্তৃক বালিবধ কেবল এই নিদারুণ কার্য্যের তুল্য হইতে পারে।

ধর্ম্মাত্মা তৃতীয় পাণ্ডবের কথায় সকলেই নিরুত্তর। তখন ভীমসেন উদ্ধতভাবে বলিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়, তুমি বৃথা তিরস্কার করিতেছ, তুমি সন্ন্যাসাশ্রমী মুনির ন্যায় বাক্য বলিতেছ, এ কথা তোমার মত ক্ষত্রিয়-ধুরন্ধরের মুখে শোভা পায় না। তুমি শত্রুকৃত অত্যাচার ভুলিয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করাইতেছ। তোমার ভরসাতেই আমরা যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছি, তুমি বৈরনির্যাতনরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইয়াছ। আমরা শত্রুদ্বারা নিষ্পীড়িত, তুমি আমাদের মর্ম্মে আঘাত দিতেছ, ক্ষতে ক্ষার অর্পণ করিতেছ, তোমার বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, হে ধনঞ্জয়, স্বধর্ম্মশূন্য ব্যক্তিকে বধ করাতে পাপ নাই। শত্রুর প্রতি ক্ষমা দোষমধ্যে গণ্য, শত্রুবধেই শ্রেয়োলাভ হয়। তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম জানিয়া শুনিয়া কিজন্য আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ, বরং আমার প্রশংসা করা উচিত। বিশেষতঃ দ্রোণের সঙ্গে দ্রুপদরাজের চিরবৈর প্রসিদ্ধই আছে। এত দিনে সেই বৈরের ক্ষালন হইল। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধার্ম্মিক নহি। শিষ্যদ্বেষী অব্রাহ্মণাচার দ্রোণকে বধ করাতে কোন প্রত্যবায়

হয় নাই। অতএব যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও, তোমার বিজয় নিশ্চিত।

ক্রোধোদ্দীপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের কথায় যদুবীর সাত্যকি তাঁহাকে কর্কশবাক্যে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুমি অন্যায় করিয়া আমার গুরুর গুরুকে সংহার করিয়াছ, ব্রহ্মহত্যা পাপে কলুষিত হইয়াছ, এখন আমি তোমার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। এই বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকির উপর গালিবর্ষণপূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। এই-রূপে সেই মহাবল বীরদ্বয় পরস্পরের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, ভীমসেন সাত্যকিকে ধরিয়া রাখিলেন এবং বাসুদেব ও যুধিষ্ঠির মহাযত্নে উভয়কে সান্ত্বনা করিলেন। পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে পুনর্ব্বার শান্তি সংস্থাপিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

কর্ণপর্ব্ব।

দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কুরুরাজ দুর্য্যোধন বীরবর কর্ণসেনকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। তখন রাধানন্দন এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, যেমন ধনঞ্জয় বাসুদেবকে সারথি পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তেমনি যদি আমি মদ্ররাজ শল্যকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। কারণ, সারথির গুণে রথীর জয়লাভ হয়। মদ্রপতি বাসুদেব অপেক্ষা অশ্ববশীকরণে কোন অংশে ন্যূন নহেন। তখন কুরুপতির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শল্য এই নিয়মে কর্ণের সারথ্য করিতে সম্মত হইলেন, যে আমি কর্ণসেনকে উচিত কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হইব না; যদি তিনি আমার তীব্র বাক্য সহ্য করিতে পারেন, তবে আমাকে সারথ্যে বরণ করুন, নতুবা এ অনুচিত প্রার্থনা পরিত্যাগ করুন। আমি কর্ণ অপেক্ষা যুদ্ধকার্য্যে কোন অংশে ন্যূন নহি; কেবল আপনার অনুরোধেই তাঁহার সারথ্য-কার্য্যে সম্মত হইতেছি।

অঙ্গরাজ শল্যকে সারথি পাইয়া মহাহর্ষে সমরে অবতীর্ণ হইলেন। পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে কেবল অর্জ্জুন তাঁহার রণভর সহ্য করিতে সমর্থ। কিন্তু তৎকালে তিনি দুর্দ্ধর্ষ সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। অশ্বত্থামা পিতৃবধে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া তাহাদের পৃষ্ঠপর হইলেন। এদিকে কর্ণ পাণ্ডবসৈন্যের বড়ই দুর্দ্দশা করিতে লাগিলেন। শত শত যোদ্ধা তাঁহার শরজালে বিদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নকুল ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া রণ হইতে ভঙ্গ দিলেন, সহদেবেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হইল। তখন পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং কর্ণের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তাঁহার শরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। অঙ্গরাজ তাঁহাকে ধারণ করিতে উদ্যত হইলে, শল্য ভাগিনেয়ের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, তুমি ধর্ম্মরাজের অবমাননা করিও না, তুমি সূতপুত্র, ইহাঁকে স্পর্শ করিবার যোগ্য নহ। তোমার রণমদশান্তি করিবার জন্য দুর্জ্জয় অর্জ্জুন শীঘ্র আসিবেন। তখন কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ, আপনি ব্রাহ্মণের মত যাগ-যজ্ঞ করিতে পটু, যুদ্ধের কিছুই জানেন না। ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম আপনাতে সাজে না। আপনি আর বলীয়ানের সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হইবেন না। যুধিষ্ঠির কর্ণের শাণিত শরে

ও কঠোর বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া রণভূমি হইতে পলায়নপূর্ব্বক স্বশিবিরে আশ্রয় লইলেন।

এদিকে ধনঞ্জয় পঞ্চশত সংশপ্তক যোদ্ধাকে সংহারপূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া রণভূমিতে সত্বর উপস্থিত হইলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে কোন স্থানে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইয়া ভীমসেনের নিকট গমন করিলেন। বৃকোদর বলিলেন, পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ কর্ণের শরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শিবিরের দিকে প্রস্থান করিয়াছেন। আমি বিপক্ষকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার সংবাদ লইতে পারি নাই। তখন অর্জ্জুন নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া বৃকোদরের হস্তে সংগ্রামের সমস্ত ভার অর্পণপূর্ব্বক বাসুদেবকে শিবিরাভিমুখে অতিসত্বর রথচালন করিতে বলিলেন।

উভয়ে শিবিরে আসিয়া দেখেন, যুধিষ্ঠির শয্যায় শয়িত হইয়া অতিদীনভাবে অবস্থান করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বেগে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অর্জ্জুন, বল বল, দুরাত্মা কর্ণ ত নিহত হইয়াছে? আমাদের যে এত দুর্দ্দশা, তাহার কারণ সেই দুর্দ্ধর্ষ সূতপুত্র। আমি জগৎ কর্ণময় দেখিতেছি, কর্ণের বাণে ও বাক্যে আমার দেহ ও মন জর্জ্জরিত। তখন ধনঞ্জয় রাজার ব্যাকুলতা দেখিয়া সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, আমি সংশপ্তকগণকে সমুচিত শাস্তি

দিয়া ভীমসেনের হস্তে সমরের সমস্ত ভার অর্পণপূর্ব্বক আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি, কর্ণের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার অবসর পাই নাই।

এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের মনে অভূতপূর্ব্ব ক্রোধোদয় হইল, তিনি তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ধিক্ অর্জ্জুন, তোমাকে ধিক্, তুমি রণভীরু কাপুরুষ। তুমি কর্ণের সমুচিত প্রতিফল না দিয়া ভীমকে একাকী রাখিয়া পলাইয়া আসিয়াছ? হে মূঢ়মতে, তুমি না পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, কর্ণকে নিধন করিয়া তৎকৃত অবমাননার ক্ষালন করিবে? কিজন্য জননী কুন্তী তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন? তোমাকে ধিক্, তোমার গাণ্ডীব অন্য কোন পৌরুষ-সম্পন্ন রাজন্যের হস্তে সমর্পণ কর, তোমার গাণ্ডীবে ধিক্।

অগ্রজের এই অনুচিত ধিক্কার শুনিয়া অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলেন। তখন ধৈর্য্যশালী বাসুদেব বাধা দিয়া বলিলেন, হে সখে, কি কর, কি কর, অগ্রজের প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইতেছ দেখিতেছি; ঘোর পাতক নিমগ্ন হইবে কেন? অর্জ্জুন বলিলেন, হে যদুবর্য্য, আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যদি কেহ গাণ্ডীবের ধিক্কার দেয়, আমি তাহার প্রাণ-সংহার করিব। আমি সে সত্য-প্রতিজ্ঞার অন্যথা

কিপ্রকারে করিতে পারি ? তখন বাসুদেব প্রবোধ-বাক্যে কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা অগ্রজের প্রাণবধ না করিয়া অন্যরূপে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম-রক্ষা হইবে, প্রাণিহিংসার জন্য ঘোর প্রত্যবায়ও ঘটিবে না। হে বীরবর, ধর্ম্মের শাসন এই, যে ব্যক্তি মানার্হ ও পূজার্হ, তাহার অবমাননা প্রাণসংহারের তুল্য। যিনি মানার্হ, তিনি যতক্ষণ সম্মান প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ জীবলোকে জীবিত থাকেন। আর যখন অব-মানিত হন, তখন তিনি জীবন্মৃত। যেমন তুমি, ভীম, নকুল ও সহদেব, তেমনি জ্ঞানিগণ ও শূরবৃন্দ সকলেই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বদা সম্মান করিয়া থাকেন। অতএব যদি তুমি জ্যেষ্ঠের প্রতি এখন কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা-সূচক বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলেই ইহাকে বধ করা হইবে, সুতরাং তোমার প্রতিজ্ঞারক্ষা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অর্জ্জুন রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, রাজন, তোমার পক্ষে যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা অকর্ত্তব্য। তুমি নিতান্ত বার্য্যবিধুর কেবল ভীম ও অর্জ্জুনের বলে রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তোমাতে কিছুই নাই, ব্রাহ্মণের ন্যায় বাক্যই তোমার বল। তুমি দ্যূতক্রীড়ায় অপটু, তথাপি বহুদোষযুক্ত জানিয়াও উহাতে যৎপরোনাস্তি আসক্ত হইয়া রাজ্যে-

শ্বর্য্য হারাইয়াছ, আমাদিগকে দারুণ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের ক্লেশপরম্পরাতে নিপাতিত করিয়াছ। অধুনা নিষ্ঠুর বাক্যরূপ শল্য দ্বারা মর্ম্মে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না। অমি প্রাণপণে তোমার ইষ্টসাধন করিতে উদ্যত, কিন্তু তুমি যেমন অপটু ও হতভাগ্য, তেমনি নিষ্ঠুর। তোমার নিকট আমাদের কোন সুখাশাই নাই।"

প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠের প্রতি এইরূপ অতিকক্ষ বাক্য প্রয়োগ কবিয়া বিমনা হইযা ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, এবং অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অসি নিষ্কোষ করিলেন। বাসুদেব বলিলেন, এ কি, আবার তরবারি নিষ্কাশিত করিলে কেন? আমাব কথার উত্তর দেও। যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয়, এরূপ উপদেশ দিতেছি। অর্জ্জুন অতিদীনভাবে উত্তর করিলেন, 'আমি যে শরীরে ঈদৃশ দুষ্কার্য্য করিলাম, সেই শরীর নিজহস্তে সংহার করিব। তখন পরমজ্ঞানী যদুপতি বলিলেন, হে পার্থ, তুমি যে কর্ম্ম করিতে যাইতেছ, তাহা ভ্রাতৃবধ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও নরকজনক। হে অরাতিসূদন, আত্মহত্যা সর্ব্বথা সাধুবিগর্হিত। অতএব পরনিন্দার ন্যায় আত্মপ্রশংসা পরিহরণীয়, এই শ্রুতিবাক্য প্রমাণ করিয়া স্বয়ং নিজের গুণানুবাদ কর। তাহা হইলে স্বহস্তে প্রকারা-

স্তবে নিজের প্রাণসংহার করা হইবে ও এ পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

অর্জ্জুন তথাস্তু বলিয়া নিজের প্রশংসা করত বলিলেন, আমার মত ধনুর্দ্ধর পৃথিবীতে নাই, আমি ক্ষণকালে সচরাচর জগৎ সংহার করিতে সমর্থ। হে নৃপ, আমি পৃথিবীস্থ রাজগণকে আপনার বশীভূত করিয়া দিয়াছি, আমার নির্দ্দেশে আপনার মহাসভা নির্ম্মিতা হইয়াছে, এবং আমারই প্রতাপে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন। আমিই এই কুরুক্ষেত্র সমরে অর্দ্ধেক কৌরবসৈন্য নিধন করিয়াছি। এইরূপ আত্মগুণানুবাদ করিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কোষে অসি রাখিয়া মহানুভাব ধনঞ্জয় লজ্জায় অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রজকে বলিতে লাগিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, প্রসন্ন হউন, আমার দুর্বাক্য ক্ষমা করুন, আপনার চরণে প্রণিপাত করিতেছি, আমি আপনারই আজ্ঞাবহ। আমি এখনি ভীমসেনকে সমর হইতে মোচনপূর্ব্বক সূতপুত্রকে সংহার করিয়া আসিতেছি। আপনার প্রীতিকর-কার্য্যসাধন আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। হে রাজেন্দ্র, আমি আপনার নিকট সত্য-প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যই কর্ণের শোণিতে পৃথিবীর তৃপ্তিসাধন করিব।

এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির শয্যা হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক মনের দুঃখে বলিতে লাগিলেন, হে অর্জ্জুন, আমি অনেক কুকর্ম্ম করিয়াছি, আমার জন্য তোমাদের এই সমস্ত বিপদ ও কষ্ট। সেই নিমিত্ত এখনি এই কুলান্তক নরাধমের শিরশ্ছেদন কর। আমি পাপীয়ান্, ব্যসনান্বিত, মন্দবুদ্ধি, অলস ও ভীরু। আমার প্রতি আর অধিক কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি অদ্যই বনে গমন করিব, তুমি আমাকে বর্জ্জন করিয়া সুখে কালযাপন কর। মহাবীর ভীম-সেনই রাজা হইবার উপযুক্ত। আমি সর্ব্বকার্য্যবিধুর, আমার আবার রাজত্ব কি? তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, তাহা পুনর্ব্বার সহ্য করিতে পারিব না। ভীম রাজা হউন। হে বীর, তোমাকর্ত্তৃক যথেষ্ট অবমানিত হইয়াছি, এখন আমার জীবিতে প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া বন-প্রস্থানের জন্য উদ্যত হইলেন।

তখন বাসুদেব প্রণত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে রাজন্, সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবসম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা, তাহা আপনার বিদিত, সকলেরই পরিজ্ঞাত। অতএব সেই প্রতিজ্ঞার পালনার্থ ইনি আপনার প্রতি একপ কটূক্তি করিয়াছেন; উহা আমার উপদেশেই করিয়াছেন। কারণ শাস্ত্রে উক্ত আছে, অবমাননা গুরুজনের

পক্ষে বধতুল্য। অতএব হে রাজন্, আমাদের উভয়ের এই ব্যতিক্রম ক্ষমা করুন, আমরা আপনার শরণাগত হইলাম। অদ্যই পৃথিবী দুরাত্মা রাধেয়ের শোণিত-পান করিবে, এই সত্য-প্রতিজ্ঞা করিতেছি। এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে প্রণত শ্রীকৃষ্ণকে তুলিয়া করযোড়ে কহিলেন, হে দ্বারকানাথ, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সবই সত্য, আমি তোমার অনুনয়ে অদ্য এক মহৎ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। হে গোবিন্দ, তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা উভয়ে এখন ঘোর পাপসঙ্কট হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইলাম।

তখন মহামনা অর্জ্জুন লজ্জায় বিনতমস্তকে অগ্রজের চরণধারণ করিয়া বলিলেন, হে রাজন্, ধর্ম্মভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনাকে যে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করুন। ভ্রাতৃবৎসল যুধিষ্ঠির আর থাকিতে পারিলেন না, চরণপতিত ধনঞ্জয়কে উত্তোলন করিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর উভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে ধর্ম্ম-রাজ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে বীরবর, কর্ণ সকল সৈন্যের সম্মুখে আমার কবচ, ধনু, শর, রথ, ধ্বজ, হয় প্রভৃতি শরে কর্ত্তনপূর্ব্বক আমার অবমাননার পরা কাষ্ঠা ও দুর্দ্দশার একশেষ করিয়াছে,

সেই মহাদুঃখে আমার জীবন যাতনাময় বোধ হইতেছে অতএব সেই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে অদ্য যুদ্ধে যদি বধ না কর. তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমার আর প্রাণ ধারণে প্রয়োজন কি? তখন বীর ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠের পাদস্পর্শপূর্ব্বক এই সত্য করিলেন, যে অদ্য কর্ণকে সংহার না করিয়া মহারণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। হয় তাহার হস্তে প্রাণপরিত্যাগ করিব, নতুবা তাহার শোণিতে পৃথিবীর তৃপ্তিসাধন করিব। বাসুদেব বলিলেন, সূতপুত্র অদ্য অবশ্যই অর্জ্জুনহস্তে নিহত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

অনন্তর বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় মহোৎসাহের সহিত বাসুদেবকে রণক্ষেত্রে রথ চালাইতে বলিলেন। তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শুনিতে পাইলেন, মহাবল বৃকোদর সমরে দুর্ম্মতি দুঃশাসনকে নিহত করিয়াছেন এবং তাহার বক্ষঃস্থল বিদারণপূর্ব্বক শোণিতপান করিয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন। কৌরবসেনা ভীমের সেই ভৈরব রাক্ষসমূর্ত্তি দর্শন করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে দেখিয়া কর্ণসেন অদ্ভুত বীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক কৌরবগণকে পর্য্যবস্থাপিত করিয়া পাণ্ডবচমূমধ্যে মহামারণ আরম্ভ করিয়াছেন।

শল্যরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনানুসারে সূতপুত্রকে বাক্যরূপ শল্যে মর্ম্মাহত করিতে ত্রুটি করিতেন না,

সময় পাইলেই তীক্ষ্ণ তিরস্কারে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতেন। অধুনা কপিকেতনকে দর্শন করিয়া মদ্রাধিপতি কর্ণকে বলিলেন, ঐ সেই শ্বেতাশ্বে সংযোজিত রথ দ্বারকাপতি কর্তৃক চালিত হইয়া শত্রুগণকে ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত করত আসিতেছে। ধনঞ্জয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তোমারই অন্বেষণ করিতেছেন। ইনি রণে অজেয়, ইনি একাকী হইলেও ইহাঁকে রণে পরাস্ত করা দুর্ঘট, বাসুদেবের সহিত মিলিত হইলে ত কথাই নাই। কর্ণ উত্তর করিলেন, রাজন, আমার পরাক্রম অদ্যই নিরীক্ষণ করিবেন, অদ্য আমি একাকী হয় তৃতীয় পাণ্ডব ও বাসুদেব উভয়কেই নিধন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া যাইব, না হয় তাহাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া রণভূমিতে শয়ন করিব। যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত বটে, তথাপি আমার বীর্য্য প্রত্যক্ষ করুন। তখন শল্য কিঞ্চিৎ শান্তভাবে বলিলেন, কর্ণ, তুমিই অর্জ্জুনের সমকক্ষ, তোমার উপর কৌরবসৈন্যের রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। তোমা ভিন্ন পাণ্ডববীরকে রোধ করিতে পারে, এমন যোদ্ধা নাই। কর্ণ আনন্দিত হইয়া বলিলেন, মদ্ররাজ, এখন আপনাকে প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি, আপনি আমার মতানুযায়ী হইয়া চলুন, অর্জ্জুন হইতে ভয় করিবেন না।

এমন সময়ে তৃতীয় পাণ্ডব কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া

বেগে আসিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের পুত্র বৃষকেতু তাঁহাকে রোধ করিতে আসিয়া তাঁহার বাণে জর্জ্জরিত হইয়া শমনসদনে গমন করিলেন। কর্ণসেন পুত্রশোকে ও চিরবৈরে প্রদীপ্ত হইয়া পাণ্ডববীরের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের উপমা নাই। কেবল পুরাকালের রামরাবণের যুদ্ধ ও ভীষ্মজামদগ্ন্যের যুদ্ধ উহার উপমার উপযুক্ত। বহুক্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম হইল, কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। সূর্য্য প্রায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী। এমন সময়ে কর্ণের রথচক্র ভূমিতে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। উহার উত্তোলনজন্য কর্ণ রথ হইতে অবতরণ করিলেন।

এই দুর্ঘটনায় ক্ষোভে ও ক্রোধে তাঁহার অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি অর্জ্জুনকে কাতরবচনে বলিলেন, হে পাণ্ডববর্য্য, মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও, কিঞ্চিৎ প্রতীক্ষা কর। আমাকে ভূমিনিহিত রথখানি উত্তোলন করিতে দেও; কাপুরুষোচিত অভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। হে কুন্তীনন্দন, তুমি রণকার্য্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছ, এই রণসংবরণ কার্য্য হইতে তোমার অধিকতর খ্যাতিলাভ হইবে। যাঁহারা শূর, যাঁহারা সাধুচরিত পথেই বিচরণ করেন, তাঁহারা মুক্তশস্ত্র, ভগ্নায়ুধ, ভ্রষ্টকবচ শত্রুর প্রতি অস্ত্রাঘাত করেন না। তুমি সাধুশীল,

যুদ্ধধর্ম্মে অভিজ্ঞ, কার্ত্তবীর্য্যতুল্য বীর, শাস্ত্রজ্ঞ, যজ্ঞানুষ্ঠানে পূতদেহ বলিয়া লোকে খ্যাত হইয়াছ। তুমি রথস্থ ও সসজ্জ, আমি ভূমিস্থিত ও সমরসজ্জাহীন; যতক্ষণ না রথ উদ্ধার করিতে পারি, আমার প্রতি অস্ত্রবর্ষণ তোমার উচিত নহে। আমি তোমার কিংবা বাসুদেবের ভয় করি না। তুমি ক্ষত্রিয় ও মহাকুলে উৎপন্ন, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ স্মরণপূর্ব্বক এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার প্রতীক্ষা করিতে দ্বৈধ করিও না।

তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাধেয়, তুমি যে এখন ধর্ম্মকে স্মরণ করিতেছ, তাহা আহ্লাদের বিষয়। নীচলোকেরা বিপদে পড়িয়াই প্রায় ধর্ম্মকে প্রমাণ করে, নিজের দুষ্ক্রিয়া ভাবিয়া দেখে না। যখন একবস্ত্রা পাণ্ডবকুলবধূ দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করাইয়াছিলে, তখন তোমার নিকট ধর্ম্মের প্রভা প্রকাশ পায় নাই; যখন অক্ষকুশল শকুনি অক্ষানভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে কপটে জয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? যখন দুর্য্যোধন তোমার মতে বৃকোদরকে বিষমিশ্রিত অন্ন খাওয়াইয়া গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, এবং বারণাবতে পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা দেখিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়াছিল, যখন পাণ্ডবেরা দ্বাদশবর্ষ বনবাসের ও একবৎসর অজ্ঞাতবাসের অশেষ

ক্লেশ সহ্য করিয়া প্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন ধর্ম্মের কথা তোমার মনে হয় নাই; যখন বালক অভিমন্যুকে সাতজন রথীতে মিলিত হইয়া হত্যা করিয়াছিল, তখন ধর্ম্মের কথা তোমার স্মরণ হয় নাই; অদ্য এই স্থলে সেই ধর্ম্মকে প্রমাণ করিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না? তুমি কি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না যে, পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া শত্রুসমূহ সংহারপূর্ব্বক স্বরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। ধর্ম্মাত্মা মহারাজ নল পুষ্করের নিকট দ্যূতে পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, এ কথা সকলের সুবিদিত।

যদুপতির এই তীব্র তিরস্কার শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় অবনতমস্তক হইয়া কোন উত্তর দিলেন না, ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। তিনি শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক মহাবেগে ও বিক্রমে পার্থের সহিত সংগ্রাম করিতে ব্যাপৃত হইলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনকে আদেশ করিলেন, রথে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই দুরাত্মার মস্তকচ্ছেদন কর। তখন পাণ্ডববীর মহাস্ত্র দ্বারা দুর্য্যোধনের যশ, দর্প, জয়াশা ও সুখকামনার সহিত কর্ণের রথধ্বজ ভূমিসাৎ করিয়া, তাঁহার মস্তক চ্ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবসৈন্য হাহাকার ধ্বনি করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

শল্যপর্ব্ব।

মহাবীর কর্ণসেন দুইদিন সৈনাপত্য করিয়া নিহত হইলে দুর্য্যোধন শোকে ও নৈরাশ্যে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তখন বহুদর্শী বর্ষীয়ান কৃপাচার্য্য তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, হে রাজন, কৃষ্ণ সারথির সহিত মিলিত হইয়া ধনঞ্জয় দেবতাদিগেরও অজেয় হইয়াছেন। তোমার জ্ঞাতি, বন্ধু ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বপুত্র প্রভৃতি এই মহাসমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তোমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার স্বল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। তুমি উদারপ্রকৃতি পাণ্ডবদিগের প্রতি যে সকল অসাধু ব্যবহার করিয়াছ, তাহার প্রতিফল পাইয়াছ। এখন তোমার নিজের জীবন পর্য্যন্ত সংশয়াপন্ন, অতএব আপনাকে রক্ষা কর, নিজের প্রাণ রক্ষা হইলে আবার সব বজায় হইবে, সন্ধিস্থাপন কর। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে ও শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনে কৃপাধীন যুধিষ্ঠির তোমাকে রাজ্য হইতে চ্যুত করি-

বেন না। আমি অধুনা এই পক্ষ সমযোচিত বিবেচনা করি, নিজেব প্রাণরক্ষার্থ অথবা স্বাভাবিক দৈন্য-বশতঃ এ কথা বলিতেছি না।

তখন দুর্য্যোধন মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কৃপাচার্য্যকে বলিলেন, আপনি সুহৃদেব মত যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে আমাব প্রীতি হইতেছে না। আমিবা পাণ্ডব-দিগেব উপব যে সকল অত্যাচাব করিয়াছি, তাহারা কদাপি তাহা মার্জ্জনা কবিবে না। ঈদৃশ বৈরানল কখন নির্ব্বাণ হইবার নহে। আমি সহস্ররশ্মি সূর্য্যের ন্যায় রাজাদিগেব সর্ব্বোপবি দেদীপ্যমান হইয়া কিরূপে পাণ্ডবপ্রসাদলব্ধ রাজ্য ভোগ করিতে ইচ্ছা কবিব? কিপ্রকারে দাসবৎ যুধিষ্ঠিরেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব? অতএব সন্ধি সমযোচিত নহে। আমি দেবো দেশে অনেক যাগযজ্ঞ ও পিতৃলোকের তৃপ্তিজন্য শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়াছি, বিপ্রগণকে সমধিক দক্ষিণা দিয়াছি, সর্ব্বপ্রকাব সুখভোগ করিয়াছি, বেদবেদাঙ্গের শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়াছি, ভৃত্যগণেব ভক্তিভাজন হইয়াছি, দীনজন ত্রাণ করিয়াছি, ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে পররাষ্ট্রজয় ও স্বরাষ্ট্রপালন করিয়াছি, সকল শত্রুর মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি, অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, অধুনা পাণ্ডবদিগের নিকট দীনবাক্যে অনুনয় করিয়া আপনাকে হতমান করিতে পারিব না। যুদ্ধ বিনা আমা

সুখ নাই, যশ নাই, রাজত্বও নাই। অতএব ন্যায়-যুদ্ধ করিয়া শক্রজয় করিব, অথবা সমরক্ষেত্রে প্রাণ-ত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করিব। এই আমার স্থির নিশ্চয়, আমার আর কোন কামনা নাই। এই কথা শুনিয়া তত্রস্থ সমস্ত যোধগণ সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিল।

অনন্তর কুরুরাজ শল্যরাজকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া মহোৎসাহে পরদিন সংগ্রামার্থ সসৈন্যে নির্গত হইলেন। যুধিষ্ঠির শল্যের সহিত ঘোরতর রণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমাদি বীরগণ তাঁহার পৃষ্ঠপর হইয়া যুদ্ধে যোগ দিলেন। কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ শল্যের রক্ষার্থ ব্যাপৃত হই-লেন। বহুকাল তুমুল সংগ্রাম চলিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ সংগ্রাম করিয়া মধ্যাহ্নসময়ে নিশিত বাণ দ্বারা মদ্ররাজ শল্যের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এ দিকে সহদেব পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শকু-নির সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। গান্ধাররাজ কিয়ৎ-কাল যুদ্ধ করিয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডবের হস্তে সপুত্র নিধন প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়ে মহারথ সাত্যকি ম্লেচ্ছ-রাজ শাল্বের সহিত ভীষণ রণকর্ম্ম করিয়া তাঁহাকে সংহার করিলেন। এইরূপে কৌরব-সেনা নিঃশেষিত হইল। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন নিরস্ত্র হইয়া একাকী

রক্তাক্তকলেবরে অতিদীনবেশে পদব্রজে সমরক্ষেত্র হইতে অপসরণপূর্ব্বক দ্বৈপায়নহ্রদে গিয়া লুক্কায়িত রহিলেন।

পাণ্ডবেরা বাসুদেবের সহিত নানা স্থান অনুসন্ধান-পূর্ব্বক ব্যাধগণের মুখে সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন দুর্য্যোধনে ও ভীমসেনে গদাযুদ্ধ আরব্ধ হইল। উভয়েই বলদেবের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুরুরাজ লৌহময় ভীমমূর্ত্তির সহিত ত্রয়োদশবর্ষ অভ্যাস করিয়া গদাযুদ্ধে অসাধারণ কৌশল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভীম সমধিকবলশালী হইয়াও নৈপুণ্যে অপেক্ষাকৃত ন্যূন ছিলেন। গদা-যুদ্ধের নিয়ম এই যে, নাভিদেশের নিম্নে আঘাত করিতে নাই। কিন্তু ন্যায়যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া অর্জ্জুন বাসুদেবের সঙ্কেতমত নিজের বাম উরুমূলে করাঘাত করিলেন। বৃকোদর সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া এবং নিজের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া দারুণ গদাপ্রহারে বিপক্ষের উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইয়া ধূলিবিলুণ্ঠিত হইলেন। তখন ক্রোধোন্মত্ত ভীমসেন চরণদ্বারা তাঁহার মস্তক বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পরমদুঃখিত হইয়া নিবারণ-পূর্ব্বক বলিলেন, যে ব্যক্তি একাদশ চমূর অধিপতি

ও মূর্দ্ধাভিষিক্তগণের শীর্ষস্থানীয ছিলেন, তাঁহার প্রতি এরূপ আচরণকরিতে নাই।

অনন্তর পাণ্ডবেরা আপনাদের দলবল লইয়া কৌরবশিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক অসংখ্য ধনরত্ন, দ্রব্য-সামগ্রী, হস্ত্যশ্ব, রথবাহন, দাসদাসী প্রাপ্ত হইলেন। হস্তিনাপুর তৎকালে একবারে শূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। স্ত্রীগণ, বযবরবৃন্দ ও বৃদ্ধ সচিববর্গ ব্যতীত কেহই তথায় দৃষ্টিগোচর হয নাই। দ্বারকানাথের উপদেশমত সেই রাত্রি শিবিরের বাহিরে নদীতীরে পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির সহিত অবস্থান করিলেন।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়সচিব সূতশ্রেষ্ঠ সঞ্জয় রণ-ভূমিতে বিলুণ্ঠিত কুরুরাজের নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, পাণ্ডবেরা ছল পূর্ব্বক ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি কুরুবীরগণকে হত্যা করিয়াছে, অবশেষে দুরাত্মা ভীম অন্যায়যুদ্ধে আমার উরুভঙ্গ করিয়া মস্তক পদদলিত করিয়াছে। আমি যে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা দৈবদুর্ব্বিপাক-বশতঃ, কালের গতি কে অতিক্রম করিতে পারে? হে সঞ্জয়, আমার বৃদ্ধ শোকার্ত্ত পিতামাতাকে আমার কথায় বলিবে, আমি সমস্ত ভূপালবর্গের শীর্ষস্থান অধিকারপূর্ব্বক সসাগরা পৃথিবী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে শাসন

করিয়াছি, মিত্রকে দানমানদ্বারা প্রীত ও শত্রুকে বল-বীর্য্যে পরাস্ত করিয়াছি, অতএব মদপেক্ষা সুখী কে? ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছি, কখন রণে পরাঙ্মুখ হই নাই, অতএব মদপেক্ষা ভাগ্যবান কে আছে? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, শকুনি, জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরগণ, দুঃশাসনাদি ভ্রাতৃবৃন্দ, স্বপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রভৃতি সহস্র সহস্র যোধবর্গ স্বর্গগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের অনুগমন করিতেছি, অতএব আমার জন্য শোক কর্ত্তব্য নহে। আমি পৃথিবীর সারভাগ লইয়া চলিলাম, পাণ্ডবেরা শূন্য সিংহাসন লইয়া কি সুখ প্রাপ্ত হইবে! পরে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, হায়! আমার ভগিনী দুঃশলা কিরূপে ভ্রাতৃশোক ও ভর্তৃশোক সংবরণ করিবেন? আমার জননী গান্ধারী ও বৃদ্ধ জনক কেমন করিয়া বিধবা অনাথা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণে পরিবৃত হইয়া কালযাপন করিবেন? আমার হত-ভাগিনী মহিষী ভানুমতী পতিপুত্রবিহীনা হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

সঞ্জয় বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে, অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা* কুরুরাজের নিকট আসিয়া তাহার তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দ্রোণপুত্র ক্রোধে অধীর হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, হে রাজন, তোমার জন্য আমার যত পরিতাপ, নিজ পিতার নিমিত্ত তত নহে। আমি তোমার নিকট সত্য করিতেছি, যে কোন উপায়ে বাসুদেবের চক্ষুর উপর অদ্যই সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সংহার করিব। আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। তখন দুর্য্যোধন প্রীতমনে অশ্বত্থামাকে

* কৃতবর্ম্মা যদুকুলের অন্তর্গত সাত্বতগণের অধিপতি হৃদিকের আত্মজ, এইজন্য ইঁহার অপর এক নাম হার্দ্দিক্য। ইনি বাসুদেবের অনুকূল হইয়া সাত্যকির আদেশমত কুরুসভাগৃহের দ্বারদেশে স্থাপিত হইয়াছিলেন। পরে কিজন্য দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইয়া শেষে অশ্বত্থামার দারুণ বৈর-নির্য্যাতন কার্য্যে সহযোগী হন, তাহা প্রকাশ নাই।

সৈনাপত্যে বরণ করিলেন। তিনি রাজাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কৃপ ও কৃতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নির্গত হইলেন।

তিনজনে কিয়দ্দূর গিয়া এক বনে আশ্রয় লইলেন। সূর্য্য অস্তগত হইলে, রাত্রি সমাগতা হইয়া পৃথিবীর ধাত্রীস্বরূপ জনগণকে নিদ্রা দিয়া শান্তিসুখ বিতরণ করিতে লাগিল। তখন সকল ক্লেশের ও সকল উদ্বেগের শান্তি হইবার সময়। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা শীঘ্র নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু অশ্বত্থামার চক্ষুতে নিদ্রা নাই। তিনি নিদারুণ বৈরনির্য্যাতনের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহার সম্পাদনজন্য নিতান্ত চিন্তিত ছিলেন। তিনি সঙ্গীদিগকে উঠাইয়া পাণ্ডবগণের শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে দ্বার রক্ষা করিতে আদেশ দিয়া খরধার অসি গ্রহণ পূর্ব্বক শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমতঃ ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহে গিয়া পাদপ্রহারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বক্ষের উপর চাপিয়া বসিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে কালান্তক যমের ন্যায় দেখিয়া বলিলেন, হে বিপ্র, আমাকে অস্ত্রাঘাতে বধ কর। অস্ত্রদ্বারা ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। অশ্বত্থামা বলিলেন, তুমি নিরস্ত্র মৎপিতাকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা ও গুরুহত্যা-পাপে কলুষিত হইয়াছ। তোমাকে পশুবৎ

নিধন করিব। এই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে করচরণাঘাতে নিহত করিয়াঙ্ক্রপদবংশীয় শিখণ্ডী প্রভৃতিকে ও মৎস্য-রাজবংশীয় হতাবশিষ্ট যোধগণকে সংহার করিলেন। শিবিরমধ্যে সকলে হঠাৎ সুপ্তোত্থিত হইয়া পড়িল। অশ্বত্থামা যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, তাহারই প্রাণবধ করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র একে একে তাঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। যাহারা শিবির হইতে পলাইবার চেষ্টা করিয়া দ্বারদেশে আসে, তাহারা কৃপ ও কৃতবর্ম্মার হস্তে নিহত হয়। তৎকালে শিবিরের তিনটী স্থানে অগ্নি প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎ-প্রযুক্ত তন্মধ্যস্থ যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি কেহই পরি-ত্রাণ পায় নাই। কেবল ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি প্রাণ লইয়া পলায়নপূর্ব্বক পরদিন প্রত্যূষে ধর্ম্মরাজের নিকট আসিয়া সেই দারুণ হত্যাকাণ্ড নিবেদন করিল। তখন পাণ্ডব-গণের মধ্যে হাহাকার-ধ্বনি উঠিল। যুধিষ্ঠির মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইলেন; দ্রৌপদী বহু বিলাপ করিয়া নৃপতির নিকট প্রায়োপবেশনপূর্ব্বক বসিয়া রহিলেন; বলিলেন, যতক্ষণ না পাপাত্মা অশ্বত্থামার সমুচিত দণ্ড দেখিব, ততক্ষণ আমার শান্তি হইবে না। এই কথা শুনিয়া ভীমসেন নকুলকে লইয়া দ্রুতগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের অন্বেষণার্থ সত্বর চলি-লেন। বাসুদেব ও অর্জ্জুন তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

এদিকে অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মার সহিত রণক্ষেত্রে দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন, রাজা মৃতবৎ পড়িয়া আছেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর ধূলিধূসরিত, তিনি অতিকষ্টে মাংসলোলুপ শৃগাল, গৃধ্র প্রভৃতিকে তাড়াইয়া দিতেছেন। তাঁহারা সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পরে পাণ্ডবশিবিরে যে মহা হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহার বর্ণন করিলেন। দুর্য্যোধন যেন মৃতোত্থিত হইয়া বলিলেন, হে গুরুপুত্র, তোমার এ বৈরনির্য্যাতনে আমি যেরূপ প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম, সেরূপ প্রীতি কখন ভীষ্ম, দ্রোণ বা কর্ণ হইতে পাই নাই। যাহা হউক আমি চলিলাম, স্বর্গধামে তোমাদের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন অশ্বত্থামা আর তথায় অবস্থান নিরাপদ নহে ভাবিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন, এবং ভাগীরথী-কচ্ছে মুনিগণপরিবেষ্টিত ব্যাসদেবের অন্তিকে আসিয়া কুশচীর ধারণপূর্ব্বক তপস্যায় বসিলেন। ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিতে যান, এমন সময়ে মহামুনি দ্বৈপায়ন তাঁহার প্রাণ প্রার্থনাপূর্ব্বক এই ব্যবস্থা করিলেন যে, তাঁহার মস্তকের মণি (অগ্রভাগ) কর্ত্তিত হউক, তাহা বধতুল্য হবে। তখন পাণ্ডবগণ তাঁহার মস্তকের মণি ছেদন

পূর্ব্বক দ্রৌপদীর নিকট লইয়া আসিলেন। তাহাতে সেই মনস্বিনী শোকার্ত্তা বর রমণী প্রায়োপবেশন পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও ভ্রাতৃবর্গকে সঙ্গে লইয়া গতাসু জ্ঞাতিগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ সমাপনপূর্ব্বক নগরের বহির্দ্দেশে একমাসকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতিবন্ধুগণের নিধনজন্য শোকে ও অনুতাপে সন্তপ্ত হইয়া তিনি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে আমি আর রাজ্য গ্রহণ করিব না বনে গিয়া তপস্যা দ্বারা এই দারুণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। পাণ্ডবনাথকে এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় দেখিয়া ভীম অর্জ্জুন, নকুল সহদেব, বাসুদেব, সকলেই তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের শান্তি হইতেছে না দেখিয়া সকলে মিলিত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ান ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেবের নিকট আগমন করিলেন। জ্ঞানীর অগ্রগণ্য কুরুপিতামহ যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজধর্ম্ম দানধর্ম্ম মোক্ষধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুবিধ শাস্ত্রসঙ্গত উপদেশ দিয়া নানা উপাখ্যান বর্ণন করিলেন পরিশেষে কহিলেন বৎস, রাজধর্ম্ম প্রতিপালন কর ইহা তোমার কুলধর্ম্ম, ন্যায়যুদ্ধে পৈতৃকরাজ্য উদ্ধার করিয়াছ, তৎপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে মাঘ মাসের পুণ্য তিথিতে সেই ধর্ম্মাত্মা কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ ও কুরুমহিলাবর্গ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহ তদীয় গাত্রে কোমল কর স্পর্শ করেন, কেহ ছত্র ধারণ, কেহ বা চামর ব্যজন করেন। এইরূপে স্বজনগণ বিবিধ পরিচর্য্যা করিতেছেন, এমন সময়ে ভীষ্মের পবিত্র আত্মা স্বর্গারোহণ করিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত ভাগীরথীতীরে তাঁহার শ্রাদ্ধ তর্পণ সম্পন্ন করিলেন।

পরে প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে এত প্রাণিক্ষয় হইয়াছে, তাহা আমারই দোষে। ধর্ম্মাত্মা দূরদর্শী বিদুর দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিবার জন্য আমাকে বারবার এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে,"কুলের রক্ষার্থ একজন কুলাঙ্গার সন্তানকে বর্জ্জন করা শাস্ত্রসঙ্গত। অতএব আপনি উহাকে ত্যাগ করিয়া গুণশালী যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান করুন, না হয় নিজের হস্তে প্রজা-পালনের ভার পুনর্ব্বার গ্রহণ করুন"। আমি পুত্রস্নেহে ও লোভে আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া বিদুরের কথা শুনি নাই, তাহার ফল ফলিয়াছে। কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের কথাই যথার্থ, তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, যথায়

ধর্ম্ম, তথায় বাসুদেব আর যথায় বাসুদেব, তথায় জয়। অতএ বৎস! শোক পরিত্যাগ কর, বিধানানুসারে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া কুরুবংশের মর্য্যাদা রক্ষা কর, তুমি নিষ্পাপ, পরিতাপ করিও না।

জ্যেষ্ঠতাতের হিত উপদেশে যুধিষ্ঠির ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন। হস্তিনাপুরে তাঁহার অভিষেক-কার্য্য যথাবিধানে সম্পাদিত হইল। তখন তিনি ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া বাসুদেবের পরামর্শে এবং জ্যেষ্ঠতাতের মতানুসারে রাজ্যপালনকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অশ্বমেধ যজ্ঞ।

ধর্ম্মভীরু রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্তগ্লানি সম্পূর্ণরূপে অপনয়ন করিবার জন্য মহর্ষি দ্বৈপায়ন তাহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দিয়া বলিলেন, হে রাজেন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞে সকল পাপের ক্ষালন হয়, সেই যাগদ্বারা তুমি নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইবে। আমি নিজে, পৈল ও যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা এই তিনজনে যে সময়ে যেরূপ বিধান করিতে হইবে, তাহার তত্ত্বাবধারণ করিব। চৈত্র মাসের পৌর্ণমাসীতে যজ্ঞারম্ভ হইবে। অশ্ববিদ্যায় বিশারদ সূত ও বিপ্রগণ পবিত্র যজ্ঞিয় অশ্ব পরীক্ষা করিয়া দিবেন। সকল ধনুর্দ্ধরবর্গের অগ্রগণ্য মহাবীর ধনঞ্জয় সেই অশ্বের রক্ষার্থ সসৈন্যে পৃথিবী বিচরণ করিবেন। অর্জ্জুন ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু, সর্ব্বত্র জয়ী, ধর্ম্মার্থকুশল ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, তিনি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন। মহাতেজস্বী, অমিতপরাক্রম ভীমসেন ও নকুল স্বরাষ্ট্র

রক্ষা করিবেন, এবং মহামতি যশস্বী সহদেব যথাবিধি কুটুম্ব ও স্বজনগণের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিবেন।

অনন্তর ব্যাসদেব স্বয়ং সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন যজ্ঞিয় অশ্ব যথাবিধানে বিসর্জ্জন করিলেন, বেদবিৎ যজ্ঞানুষ্ঠানজ্ঞ জনৈক যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য শান্তিকর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য অর্জ্জুনের সঙ্গে চলিলেন। ভূরি ভূরি যুদ্ধদুর্মদ ভূপালগণ অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইলেন। বহুসংখ্যক পূর্ব্ববিজিত কিরাত, যবন ও ম্লেচ্ছ ধনুর্দ্ধরগণ ও রাজন্যবর্গ আসিয়া তৃতীয় পাণ্ডবের অনুগামী হইলেন, এবং অনেকানেক বেদপারগ ব্রাহ্মণ পাণ্ডবসৈন্যের পৃষ্ঠপোষক হইয়া চলিলেন।

এই উপলক্ষে নানাদেশীয় নরপতিদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল প্রধান প্রধান যুদ্ধের উল্লেখ করা যাইতেছে। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এরূপ আদেশ দেন যে, প্রতিরোধী রাজগণ বশ্যতা স্বীকার করিলেই অব্যাহতি পাইবেন, কোনমতে তাঁহাদিগের প্রাণবধ বা রাজ্যভ্রংশ যেন না হয়।

প্রথমে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত সংগ্রাম হইল। ধনঞ্জয় তাহাদিগকে প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক রণ করিতে নিবারণ করিলেন, কিন্তু তাহারা পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, তাহারা তৃতীয় পাণ্ডবের রণভর সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে যুদ্ধ

হইতে ভঙ্গ দিল এবং পাণ্ডবরাজের শাসন গ্রহণ করিল। তৎপরে অর্জ্জুন প্রাগ্জ্যোতিষপতি ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তকে বশীভূত করিয়া মণিপুরে উপস্থিত হইলেন। মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহন ব্রাহ্মণগণপুরঃসর বহুমূল্য উপহার লইয়া অতিবিনীতভাবে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে তৃতীয় পাণ্ডব বরং রুষ্ট হইয়া ধিক্কার দিয়া বলিলেন, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ করা তোমার উচিত ছিল, তুমি তাহা না করিয়া, অগ্রেই বশ্যতা স্বীকার করিলে, তুমি দুর্ব্বুদ্ধি, তোমাকে ধিক্। এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া বভ্রুবাহন যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। পিতাপুত্রে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। তখন বভ্রুবাহনের মাতা চিত্রাঙ্গদা স্বয়ং রণস্থলে আসিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। মহামনা ধনঞ্জয় পুত্রের অসাধারণ বীর্য্যে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্বমেধ-যজ্ঞার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় লইলেন।

অনন্তর মহবীর পার্থ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রাজগৃহে জরাসন্ধের পৌত্র মেঘসন্ধির সহিত দারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মগধপতি রণে পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ক্রমে বীরবর ধনঞ্জয় কোসল, কাশী, দশার্ণ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্রক, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের রাজগণকে যুধিষ্ঠিরের শাসনে

গ্রহণ করাইলেন। পরে তিনি চেদিরাজ্যের অধিপতি শিশুপালের পুত্র সরভকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া দ্বারকা-নগরীতে গমনপূর্ব্বক যদুপতির সহিত প্রিয়সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর যদৃচ্ছাগামী যজ্ঞিয় অশ্ব সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিল। সিন্ধুদেশীয়েরা জয়দ্রথের পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইল। কিন্তু যখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, তখন দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশলা আপনার শিশু পৌত্রটীকে লইয়া অর্জ্জুনের শরণাগত হইলেন। ধনঞ্জয় তাঁহাকে মিষ্ট-সম্ভাষণে প্রীত করিয়া বিদায় দিয়া পঞ্চনদ দেশে উপস্থিত হইলেন, এবং উক্ত স্থান বশীভূত করিয়া গান্ধার দেশে যাত্রা করিলেন। শকুনির পুত্র অর্জ্জুনের প্রীতিপুরঃসর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া রণে উদ্যত হইল; কিন্তু অবিলম্বে পরাজিত হইয়া রণ হইতে পলায়ন করিল। তখন শকুনির ভার্য্যা আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করাতে অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠের আদেশ স্মরণপূর্ব্বক গান্ধারীদেবীর ভ্রাতুষ্পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।

এইরূপে মহারথ ধনঞ্জয় যজ্ঞিয় অশ্ব লইয়া সমুদয় দেশ বিচরণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র পাণ্ডবপতির শাসন প্রদান-পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; আনন্দের আর সীমা রহিল না। তখন ভীমসেন নৃপতির আদেশমত নানা দেশে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

ভূপালবর্গ ধন ‍ত্ন দাস দাসী, প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। দ্বারকা নাথ শ্রীকৃষ্ণ যদুবীরগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বাগ্রে আগমন করিলেন। অনন্তর বভ্রুবাহন স্বজনবৃন্দ সমভিব্যাহারে নানা উপহার লইয়া পৌছিলেন। কুন্তী দেবী তদীয় মাতা চিত্রাঙ্গদাকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়া বহুবিধ বস্ত্রাভরণ প্রদানপূর্ব্বক বধূর প্রীতি বিধান করিলেন। দ্রৌপদী ও সুভদ্রা তাহার প্রতি সপত্নীভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগিনীর ন্যায় সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

পাণ্ডবপতি ভ্রাতৃগণের সহিত বহু সমাদরে স - লের সৎকার করিতে লাগিলেন। পরে ঋত্বিগগণ ব্যাসদেবের নির্দেশমত সমুদয় কার্য্যের সম্পাদনার্থ বৃত হইলেন। সভাতে বাগ্মী ও তার্কিকগণ পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া নানা শাস্ত্রীয় প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সমবেত রাজগণ প্রীতমনে সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির মহিষী যাজ্ঞসেনীকে লইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে দীক্ষিত হইলেন। যজ্ঞের জন্য দেবদারু বিল্ব ও খদির কাষ্ঠে নির্ম্মিত যূপরাজি নিখাত হইল এবং শোভার জন্য সুবর্ণময়ী যূপশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। পশুবৃন্দ ও পক্ষিগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার

উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হুইয়া যূপে বদ্ধ হইতে লাগিল। ঋত্বিগ্‌গণ বলিদানান্তে তন্মাংস বিধিপূর্ব্বক পাক করিতে লাগিলেন। তৎপরে যজ্ঞিয় তুরঙ্গমকে বলি দিয়া তাহার বসাদ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই বসার ধূম আঘ্রাণপূর্ব্বক দেহ পবিত্র করিলেন।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন এইরূপে যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের সমুচিত দক্ষিণা সমস্ত পৃথিবী। তখন ধর্ম্মশালী যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও রাজবৃন্দের সমক্ষে অম্লানমুখে এই উত্তর দিলেন, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক জিত এই পৃথিবীরাজ্য আমি ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়া বনে প্রযাণ করিব, তাঁহারা বিভাগ করিয়া গ্রহণ করুন। ব্যাসদেব কহিলেন, হে রাজন্, পৃথিবী তোমার হস্তে ন্যাসরূপে প্রত্যর্পণ করিতেছি। ব্রাহ্মণেরা ধনের আকাঙ্ক্ষা করেন, রাজ্যাভিলাষী নহেন, অতএব নিষ্ক্রয়স্বরূপ ধন রত্ন প্রদান কর। বাসুদেব ব্যাসের কথায় অনুমোদন করাতে রাজা তাহাই করিলেন। দক্ষিণান্ত হইলে নৃপতি অনুজগণের সহিত যথাবিধি অবভৃথ-স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইলেন। শত সহস্র ব্রাহ্মণের ভোজন ও অনাথ অকিঞ্চনের তৃপ্তিসম্পাদন হইতে লাগিল। সর্ব্বশেষে পাণ্ডুকুলতিলক

নিমন্ত্রিত রাজগণকে যথোচিত উপহার প্রদানপূর্ব্বক বহুসমাদরে বিদায় দিলেন। এইরূপে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও স্বজনবৃন্দের সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন এবং পরমানন্দে রাজ্যের পালন কার্য্যে নিরত হইলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায় ।

আশ্রমবাস পর্ব্ব ।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া, যাহাতে কোনমতে তাহার মনো বেদনা না ঘটে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তজ্জন্য নিরন্তর যত্নবান ছিলেন এবং তাহার আজ্ঞানুসারে সমুদয় রাজ্যশাসনকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও মনস্তুষ্টি সম্পাদন জন্য রাজার নিদেশানু সারে অমাত্য ও ভৃত্যগণ সর্ব্বদা ব্যস্ত হইতেন। বিদুর সঞ্জয় ও যুযুৎসু তাহার সঙ্গছাড়া থাকিতেন না, এবং তাঁহার পরিচর্য্যা ও আজ্ঞাপালনে কখন শিথিলপ্রযত্ন হইতেন না। বর্ষীয়ান্ কৃপাচার্য্যও তাঁহার চিত্তানু বর্ত্তনে সর্ব্বদাই ব্যগ্র থাকিতেন। মহামূল্য বস্ত্র, আভ রণ, শয্যা প্রভৃতি এবং রাজভোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্যাদি কোন বিষয়ে কিছু ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অন্ধ নরপতির আদেশমত বিদুর মহাশয় নানাবিধ

ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রকৃতিবর্গ ও সামন্তগণের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ ব্যাপৃত হইতেন। ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাক্রমে কারারুদ্ধ ব্যক্তির বন্ধনমোচন ও বধদণ্ডার্হ ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হইত, রাজা যুধিষ্ঠির কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিতেন না। যে সকল ভূপালগণ রাজসভায় সমাগত হইতেন, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্ভাজন না করিয়া যাইতেন না এবং পূর্ব্বের মত তাঁহার গৌরব করিতেন। উৎসবে ও পর্ব্বাহে অন্ধরাজ যে যে বস্তু কামনা করিতেন, যুধিষ্ঠির অকাতরে তৎসমস্ত প্রদান করিতেন। ধৃতরাষ্ট্রের দান-মান-নিবন্ধন কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, প্রজাগণ সকলে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া একবাক্যে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেন।

কুন্তী দেবী, দ্রৌপদী, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি গান্ধারী দেবীর শুশ্রূষাতে তৎপর ছিলেন, যাহাতে তাঁহার মনের ক্লেশের পরিহার হয়, তজ্জন্য সকলেই উৎসুক। ধর্ম্মপরায়ণা গান্ধারী পুত্রগণের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য বিপ্রগণের মধ্যে বহু ধন বিতরণপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিতেন। যুধিষ্ঠিরের শাসনে কোন ব্যক্তিই ধৃতরাষ্ট্র বা তৎসুতগণের পূর্ব্বাচরিত অকার্য্য-বিষয়ে উল্লেখ করিতে পাইত না। সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কথায় বা কার্য্যে অন্ধ নরপতির অপ্রিয়

হইলে, ধর্ম্মরাজের বিরাগভাজন হইতে হইবে। অতএব এরূপ স্থলে লোকে যে সাবধান হইয়া চলিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? পঞ্চ ভ্রাতা মিলিত হইয়া জ্যেষ্ঠ-তাতের নিকট আসিয়া স্ব স্ব নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পাদবন্দন করিতেন, এবং শিষ্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ থাকিতেন। অন্ধ নরপতি তাঁহাদের মস্তক আঘ্রাণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের বিনীত ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেন। পাণ্ডবদিগের তাদৃশ ভক্তি-শ্রদ্ধা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দেবী তাঁহাদের প্রতি নিজপুত্রাপেক্ষা সমধিক স্নেহ প্রকটন করিতেন। উভয়ে নিত্য প্রাতঃকালে গাত্রো-ত্থানপূর্ব্বক শুচি হইয়া জপাদি কার্য্য সাঙ্গ করিয়া পাণ্ডুপুত্রদিগের জয় কামনা করিতেন, এবং ব্রাহ্মণগণ-দ্বারা স্বস্তিবাচন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করাইয়া পাণ্ডবদিগের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতেন। ফলতঃ পুত্রগণের রাজ্যৈশ্বর্য্য-কালেও অন্ধ নরপতির তাদৃশ পরিচর্য্যা ও চিত্তবিনোদনের চেষ্টা ঘটে নাই।

তথাপি ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত হইতে পুত্র-বিয়োগ-দুঃখ সর্ব্বথা বিদূরিত হয় নাই। তিনি পুত্রগণহন্তা ভীম-সেনের প্রতি মনে মনে বিরাগযুক্ত থাকিতেন। বৃকোদরও জ্যেষ্ঠতাতের দুর্ব্যবহার ও দুরভিসন্ধির বিষয় ভুলিতে পারেন নাই। অপ্রকাশ্যভাবে তাঁহার

অপ্রিয় কার্য্য এবং তাঁহার আজ্ঞার প্রতিরোধ করিতে ছাড়িতেন না। তিনি সুহৃদ্‌গণের মধ্যে বাহুযুগল আস্ফালনপূর্ব্বক বলিতেন, আমি এই করিকরতুল্য ভুজযুগল দ্বারা দুর্বৃত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের প্রাণসংহার করিয়াছি, দুর্য্যোধনকে সসুত ও সবান্ধবে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছি। ইত্যাদি শল্যতুল্য মর্ম্মবিদারক বাক্য অন্ধ নরপতির ও তৎপত্নী গান্ধারীর শ্রুতিগোচর হওয়াতে, তাঁহারা মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ হইতেন। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী বা দ্রৌপদী উহার কিছুই জানিতে পারিতেন না, তাঁহারা অন্ধ নরপতির প্রতি কখন কোন অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, নিরন্তর তাঁহার চিত্তানুবর্ত্তনে তৎপর হইতেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদা সুহৃদ্‌গণের সাতিশয় সমাদর করিতেন। তিনি একদা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বলিলেন, আপনারা সকলেই জানেন যে, আমারই দোষে কুরুকুলের ক্ষয় হইয়াছে। কারণ, আমি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের হস্তে কৌরবদিগের উপর আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলাম। পুত্রস্নেহে জ্ঞানশূন্য হইয়া বাসুদেব, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ, সঞ্জয় প্রভৃতি হিতৈষীদিগের হিত উপদেশে কর্ণপাত করি নাই। গুণশালী পাণ্ডুপুত্রগণকে পিতৃপিতামহ-

প্রাপ্ত রাজ্যশ্রী হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলাম। এই সমস্ত নিজাপরাধ আমার মনে শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পুত্রগণ যে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, তাহাতে আমার সন্তাপ হইবার কারণ নাই। অধুনা আমি সস্ত্রীক আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ কঠোর ব্রতনিয়মে কালযাপন করিতেছি। দিবসের চতুর্থ বা অষ্টম ভাগে কেবল শরীর-ধারণার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া থাকি। পরিজনবর্গ ও সূপকারগণ যুধিষ্ঠিরের শাসনে নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করে; ভাবে, আমি পর্য্যাপ্ত ভোজন করি। পাছে যুধিষ্ঠির জানিতে পারিয়া পরিতাপ করেন, এইজন্য ব্রত নিয়মের ছলে অজিনধারী ও স্থণ্ডিলশায়ী হইয়া জপাদি করিয়া কালযাপন করি, তন্নিবন্ধন তিনি আমার আহারত্যাগের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন না।

তৎপরে অন্ধ ভূপতি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস, তোমার যত্নে সুখে কালযাপন করিতেছি, পুনঃ পুনঃ মহাদান করিয়াছি, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সম্পাদন করিয়াছি, পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে যথাশক্তি নিরত হইয়াছি। ধৈর্য্যশালিনী গান্ধারী পুত্রশোক সংবরণ করিয়া আমার সহিত একপ্রকার সুখে অবস্থান করিতেছেন। আমার পুত্রগণ স্বভাবতঃ নৃশংস ছিল,

তাহারা অন্যায়পূর্ব্বক বধ, দ্রৌপদীর অবমাননা ও তোমার রাজ্যৈশ্বর্য্য হরণ করিয়াছিল। তাহারা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহাদের দুষ্কৃত-প্রতিকারার্থ আমার পক্ষে কোন কার্য্যই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। অধুনা পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইল, অতএব নিজের ও গান্ধারীর সদ্‌গতিলাভের জন্য তৎপর হইব, বাসনা করিয়াছি। হে রাজেন্দ্র, তুমি ধার্ম্মিকচূড়ামণি, আমাদিগের বনগমনবিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। আমাদের কুলধর্ম্ম এই যে, পুত্রে রাজ্যৈশ্বর্য্য ন্যস্ত করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক তপোনিয়মে শেষদশার অতিবাহন। তুমি রাজা, তুমি আমাদের তপশ্চর্য্যার ফলভাগী হইবে। অতএব তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।

তখন যুধিষ্ঠির খিন্নমনে উত্তর করিলেন, আমাকে ধিক্, আমি আপনার দুঃখ অপনয়ন করিতে পারিলাম না, আপনি আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থণ্ডিলশায়ী হইয়া নানা ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, এ সমস্ত আমার ও মদীয় অনুজগণের কর্ণগোচর হয় নাই। আমার রাজ্যে ধিক্, সুখসম্ভোগে ধিক্; আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয় ও পরমগুরু, আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে, আমরা কোথায় কাহার আশ্রয়ে থাকিব? আপনার ঔরসপুত্র যুযুৎসু রাজা হউন;

অথবা অন্য ব্যক্তিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন, আমরা অরণ্যে যাত্রা করিব। আমি ত এ রাজ্যের রাজা নহি, আপনিই রাজা, আমরা আপনার অধীনস্থ, দুর্য্যোধনাদির ন্যায় আমরা আপনার পুত্র, আমাদের নিকট গান্ধারী ও কুন্তীতে কোন প্রভেদ নাই। যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, আমি আপনার অনুগমন করিব। এই সসাগরা বসুন্ধরা আপনার বিয়োগে আমার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিবে না।

তখন বৃদ্ধ নরপতি বলিলেন, বৎস, তপস্যার্থ বনগমন করিতে আমাকে অনুমতি দেও, তোমার শুশ্রূষাতে আমি বহুকাল সুখে অবস্থান করিয়াছি, অধুনা যাহাতে চরমে সদ্গতিলাভ করিতে পারি, তজ্জন্য আমাকে যাইতে দেও। এই কথা বলিয়া বর্ষীয়ান্ ধৃতরাষ্ট্র অঞ্জলিপুটে কম্পান্বিতকলেবরে সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্যকে যুধিষ্ঠিরের নিকট অনুনয় করিতে প্রার্থনা করিলেন। পরে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া গান্ধারীকে অবলম্বনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সেই দীন অবস্থা দেখিয়া বিদুর রোদন করিতে লাগিলেন, এবং কুন্তী প্রভৃতি কুরুনারীগণ বৃদ্ধ রাজাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন, কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন ধৈর্য্যশালিনী গান্ধারী সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির সুকোমল পাণিদ্বারা

জ্যেষ্ঠতাতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ করত উপবাসকৃশ অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট বিবর্ণ তদীয় দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে নরনাথ, আমি আপনার প্রিয়-কার্য্য করিতে যত যত্নবান্, নিজের জীবনরক্ষার্থ তাদৃশ নহি। অতএব আহারাদি করিয়া সুস্থ হউন, আপনার যাহা অভিরুচি, তদ্বিষয়ে আমার কোন দ্বৈধ নাই।

অনন্তর আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক বিশ্রামান্তে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন সম্বন্ধে বিবিধ হিত উপদেশ দিলেন। ধর্ম্মরাজ তৎসমস্ত শিরো-ধার্য্য করিয়া লইলেন। পরে তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রকৃতিবর্গকে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাগণ নানা দেশ হইতে সমাগত হইলে, বৃদ্ধ নৃপতি অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগি-লেন, হে প্রীতিভাজন বন্ধুগণ, কৌরবেরা তোমাদিগের সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া চিরকাল বাস করত তোমাদের হিতসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। আমি এই সময়ে তোমাদিগকে যে কয়েকটী কথা বলিব, তাহা প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমি অধুনা গান্ধারীর সহিত অরণ্যযাত্রা করিব, ধর্ম্মরাজ তদ্বিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন, এখন তোমরা অনুমোদন কর। কৌরব-রাজগণের সহিত প্রকৃতিবর্গের যেরূপ সম্প্রীতি, তাহা

অন্য রাজ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে পরম সুখে কালযাপন করিতেছি, দুর্য্যোধন হইতে আমার যেরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইয়াছিল, অধুনা তদপেক্ষা অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইতেছে। হে মহাভাগগণ, আমি অন্ধ, পুত্রহীন ও জরাগ্রস্ত, ইদানীং বনগমন ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই। অতএব তোমরা সকলে সম্মতি প্রকাশ কর। ধৃতরাষ্ট্রের এই কাতরোক্তিতে প্রকৃতিপুঞ্জ সকলে শোকে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

অন্ধ নরপতি পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, আমার পিতামহ মহারাজ শান্তনু এই পৃথিবী সম্যক্‌রূপে পালন করিয়াছিলেন, তদনন্তর আমার পিতা বিচিত্রবীর্য্য ভীষ্মের নিদেশমত যেরূপ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, এবং আমার পরমস্নেহাস্পদ ভ্রাতা পাণ্ডু তোমাদিগের প্রতি যেরূপ উদার ও সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা সকলে অবগত আছ। আমিও তোমাদের মঙ্গলার্থ যথাশক্তি যত্নবান্ হইয়াছিলাম, কিন্তু মনে হয়, সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, তজ্জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি; তোমরা সরলান্তঃকরণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি জরাগ্রস্ত ও শোকার্ত্ত, আমার পত্নী গান্ধারী পুত্রহীনা ও বৃদ্ধা। আমরা উভয়ে তোমাদের নিকট অনুনয় করিতেছি,

আমাদিগের বনগমন অনুমোদন কর, তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি সম্পদে ও বিপদে অনুকূল থাকিবে। ইনি মহাপ্রভাবসম্পন্ন, তোমাদিগকে অপত্যনির্বিশেষে পালন করিবেন। আমি তোমাদিগকে ইহাঁর হস্তে ন্যাসরূপে সমর্পণ করিলাম। ইনিও তোমাদের হস্তে ন্যাসরূপে প্রদত্ত হইলেন। লোকপালতুল্য বলশালী মহাতেজস্বী অনুজচতুষ্টয় ইহাঁর সচিবস্বরূপ কার্য্য-সহায় আছেন, অতএব ইহাঁর কোন বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আর আমার দুর্বুদ্ধি পুত্রগণ তোমাদের যদি কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকে, তজ্জন্য আমি গান্ধারীর সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগের বনগমনে সম্মতিপ্রকাশ কর।

পৌরগণ ও জানপদবর্গ বৃদ্ধ নরপতির এই কথা শুনিয়া বাষ্পাকুলনেত্রে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল, কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, সকলে উত্তরীয়বস্ত্রে নিজ নিজ মুখ আবৃত করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। যেমন পিতৃমাতৃ-বিয়োগে দুঃখ হয়, তদ্রূপ সকলে শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। অনন্তর শম্বনামক জনৈক বিদ্বান্, বিচক্ষণ, বাগ্মী ব্রাহ্মণ সকলের মুখপাত্রস্বরূপ হইয়া

কহিতে লাগিলেন, হে রাজেন্দ্র, আমি ভবদীয় প্রকৃতি-বর্গের মতানুসারে যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত করুন। হে প্রভো, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সমস্তই সত্য, আপনি আমাদিগের পরম-হিতৈষী। কুরুবংশীয় কোন রাজাই কখন প্রজাদের অপ্রিয়কার্য্য করেন নাই, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াছেন। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন আমাদের প্রতি কোনপ্রকার অন্যায় আচরণ করেন নাই, সর্ব্বদা সুচারু-রূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের সুশাসনে আমাদের মধ্যে কীদৃশ সুখসমৃদ্ধি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে অধিক আর কি বলিব? গুণশালী পাণ্ডবেরা স্বর্গরাজ্যপর্য্যন্ত পালন করিতে সমর্থ। অতএব তাঁহা-দের জন্য আপনার কোন ভাবনা নাই। আমরা এখন সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। বিপ্রবরের সেই যুক্তিযুক্ত মধুর বাক্য সকলে সাধু সাধু বলিয়া অভি-নন্দন করিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরম সন্তোষ প্রকাশ-পূর্ব্বক প্রকৃতিবর্গকে বিদায় দিলেন।

অনন্তর প্রজ্ঞাশালী বিদুর অন্ধরাজের বচনানু-সারে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া বলিলেন, আগামিনী কার্ত্তিক-পৌর্ণমাসীতে রাজা অরণ্যযাত্রা করিবেন

অধুনা ভীষ্ম, দ্রোণ, নিজপুত্রগণ, জামাতা জয়দ্রথ ও বন্ধুবর্গের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করিতেছেন। বিদুবেব এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিব ও অর্জ্জুন সহর্ষে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভীমসেন দুর্য্যোধনের অত্যাচার-পবম্পবা স্মবণপূর্ব্বক সেই প্রস্তাব অনুমোদন কবিলেন না। তখন ধীমান্ ধনঞ্জয় বলিলেন, হে মধ্যমপাণ্ডব, বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত আমাদের রাজা, বনবাসে দীক্ষিত হইযা জ্ঞাতিবর্গেব ও সুহৃদ্‌গণেব ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যার্থ ধন যাচ্ঞা কবিতেছেন, ইহা ত আমাদেব পক্ষে আহ্লাদেব ও শ্লাঘার বিষয়। ইনি পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বব ছিলেন, এখন ভাগ্যবিপর্য্যয়বশতঃ আমাদের নিকট ইহাঁকে যাচ্ঞা করিতে হইতেছে। হে বীরবর, জ্যেষ্ঠতাতের জন্য অর্থ-প্রদান-বিষয়ে অমত কবিবেন না। তাহাতে অধর্ম্ম ও অযশ স্পর্শিবে। আপনি দান কবিতে সমর্থ, যোগ্যপাত্রে সদুদ্দেশ্যে ধনবিতরণে পরাঙ্মুখ হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনুমোদন করিলেন। কিন্তু ভীমসেন ক্রোধভরে এই উত্তর দিলেন, হে অর্জ্জুন, আমরাই ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির প্রেতকার্য্যার্থ ধন বিতরণ করিব, ধৃতরাষ্ট্রকে করিতে হইবে না। আমার এই নিশ্চয়, শত্রুদিগের আনন্দবর্দ্ধন যাহাতে না হয়, তাহাই

কর্ত্তব্য। যে কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনাদি সমগ্র পৃথিবীতে মহামারী উপস্থিত করিয়াছিল, তাহারা পরলোকে কষ্ট হইতে কষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হউক, তাহাতে দুঃখ কি? যে সময় তাহারা দ্রৌপদীর তাদৃশ দুর্দ্দশা করিয়াছিল, এবং দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের ক্লেশপরম্পরাতে আমাদিগকে নিপাতিত করিয়াছিল, তখন অন্ধ নরপতি আমাদের উপর দয়া প্রকাশ করেন নাই, তখন কি তোমার প্রতি তাঁহার বাৎসল্য জন্মিয়াছিল? অধুনা তুমি সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছ। ভীমের সেই তীব্র বাক্য শুনিয়া সুধীর যুধিষ্ঠির কহিলেন, এ বিষয়ে আর বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু অর্জ্জুন বলিলেন, হে ভীমসেন, আপনি আমার অগ্রজ ও পূজার্হ, আপনাকে আর অধিক অনুরোধ করিতে আমার সাহস হয় না, তবে আমার মনে হইতেছে যে, রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র আমাদের নিকট সর্ব্বতোভাবে মানার্হ। সৎপুরুষেরা উপকারই মনে রাখেন, অপকার নহে। এই ত সাধুজনের কর্ত্তব্য ও আর্য্যদিগের অবলম্বনীয়।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মহামনা অর্জ্জুনের বাক্য অভিনন্দনপূর্ব্বক বিদুরকে বলিলেন, আমার গৃহে ও অর্জ্জুনের গৃহে যে সমস্ত অর্থ সঞ্চিত আছে, মহারাজ

তাহার স্বামী এবং আমরা তাঁহার বশংবদ। অতএব তিনি যত ইচ্ছা, ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিয়া পুত্রগণ ও বন্ধুবর্গের পারলৌকিক মঙ্গল-সাধন করুন। তাঁহাকে বলিবেন, যেন ভীমের প্রতি ক্রোধ না করেন, ভীম অরণ্যবাসের বহুবিধ দুঃখভোগ স্মরণ করিয়া অদ্যাপি পূর্ব্ব বৈর ভুলিতে পারেন নাই। তিনি যে কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা ক্ষত্রিয়ের স্বভাবোচিত বটে, অতএব তাহাতে জ্যেষ্ঠতাত যেন মনে কোন ক্ষোভ প্রাপ্ত না হন।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরম প্রীত হইয়া যুধিষ্ঠির ও তৃতীয় পাণ্ডবের যথোচিত অভিনন্দন করিলেন। পরে কার্ত্তিক-মাসের পূর্ণিমাতে পুত্রগণ, সুহৃদ্‌বৃন্দ ও ভীষ্মাদি গুরুজনবর্গের স্বর্গকামনা করিয়া বহুবিধ ধনদান করিলেন। নানাপ্রকার অন্ন, পান, যান, আচ্ছাদন, আভরণ, সুবর্ণ, মণি-মাণিক্য, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, গ্রাম, দাস-দাসী, কুমারী, হস্তী, অশ্ব, ধেনু, মেষ প্রভৃতি সকলের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক বিতরণ করিতে লাগিলেন। লেখকগণ তাঁহার আদেশ অনুসারে দান-যোগ্য ব্যক্তিগণের নাম লিখিয়া লইতে লাগিল, এবং গণকগণ ধনের সংখ্যা করিতে তৎপর হইল। যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতকে বলিলেন, আজ্ঞা করুন, কাহাকে কিরূপ দান করিতে হইবে। তাঁহার নির্দ্দেশমত যে শতসুবর্ণ

যোগ্য, তাহাকে সহস্র; যে সহস্রযোগ্য, তাহাকে অযুত স্বুবর্ণ প্রদান করিলেন। যখন মৃত পুত্র পৌত্র-সুহৃদ্গণের উদ্দেশে দানকার্য্য সম্পন্ন হইল, তখন বৃদ্ধ নরপতি নিজের ও গান্ধারীর পারলৌকিক মঙ্গল-কামনা করিয়া দান করিতে লাগিলেন। এইরূপ দশদিন পর্য্যন্ত সেই মহাদান-কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইল। অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক হোমপূজা সমাপন করাইয়া অগ্নিহোত্রের বহ্নি অগ্রে লইয়া বল্কল ও অজিন পরিধানপূর্ব্বক নিজ ভবন হইতে নির্গত হইলেন। গান্ধারী, কুন্তী ও বিধবা পুত্রবধূগণ, এবং বিদুর ও সঞ্জয় তাঁহার সঙ্গের সাথী হইলেন। কৃপাচার্য্য ও যুযুৎসু অনুগমনার্থ উদ্যত ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ নরপতি নিবারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যুধিষ্ঠিরের হস্তে ন্যাসস্বরূপ অর্পণ করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির জননী কুন্তী দেবীকে কাতরস্বরে বলিলেন, মাতঃ, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। বরং আমি স্বয়ং জ্যেষ্ঠতাতের অনুগমন করিব, তথাপি আপনাকে গৃহত্যাগ করিতে দিব না। আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন, এই রাজ্য আপনারই আজ্ঞানু-বর্ত্তী, কিছুকাল সুখসম্ভোগে আপনার কাল অতি-বাহিত হউক। তখন কুন্তী দেবী সজলনয়নে যুধিষ্ঠিরকে এই কয়েকটী কথা বলিলেন, সহদেব আমাতে বড়ই

অনুরক্ত, উহার প্রতি কখনও ঔদাস্য করিবে না। ভীম, অর্জ্জুন ও নকুলের প্রতি সর্ব্বদা যেন তোমার পরম প্রীতি থাকে, এবং বধূত্তমা দ্রৌপদীর যাহাতে সকল বিষয়ে পরিতোষ জন্মে, তজ্জন্য তৎপর হইবে। তোমার উপর কুরুকুলের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে; আমি গান্ধারীর সহিত বনে চলিলাম. অন্ধরাজের চরণসেবা আমার পরম ধর্ম্ম। তখন ভীমসেন কহিলেন, এ আপনার রাজ্যৈশ্বর্য্য সম্ভোগের সময়, এখন কিজন্য এ সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছেন? আমরা তবে কিজন্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে বিপক্ষগণ সংহারপূর্ব্বক রাজ্য উদ্ধার করিলাম? হে জননি, হে যশস্বিনি, প্রসন্না হউন, বনে গমন করিবেন না। যদি সম্পদের সময় আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, তবে কিজন্য আমাদিগকে শৈশব অবস্থাতে হিমালয়ের বনভূমি হইতে হস্তিনাপুরে আনিয়াছিলেন এবং তাদৃশ যত্নসহকারে লালন পালন করিয়াছিলেন?

পুত্রদিগের এই সব কথা শুনিয়া কুন্তী দেবী অনেক ক্ষণ নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক মৃদুমধুরস্বরে বলিলেন; হে বৎসগণ, আমি কষ্টের সময় তোমাদিগকে উৎসাহপ্রদান করিয়াছি, সাহসে ভর করিয়া ধর্ম্মের উপর আস্থা রাখিয়া আশ্বস্তমনে কালযাপন করিয়াছি, যাহাতে কৌরবগণের দৌরাত্ম্যে পাণ্ডুকুল নির্ম্মূল

না হয়, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে পুত্রগণ, আমি পূর্ব্বে স্বামীর রাজ্যৈশ্বর্য্য সম্ভোগপূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি, যজ্ঞে সোমরস পান করিয়াছি; অধুনা পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যে সুখভোগের আর স্পৃহা করি না; তপস্যা দ্বারা কলেবর শোষণ করিয়া পবিত্র পতিলোক প্রাপ্ত হইবার জন্য আমার একমাত্র কামনা। অতএব হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, ভীমাদির সহিত প্রত্যাবর্ত্তন কর; তোমাদের মন ধর্ম্মে নিরত থাকুক, তোমরা সকল কার্য্যে মহত্ত্ব প্রকটন করিতে তৎপর হও।

তখন অন্ধ নরপতি স্বয়ং কুন্তী দেবীকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, হে পাণ্ডবজননি, নিবৃত্ত হও, যুধিষ্ঠিরের অনুনয়ে কর্ণপাত কর, এই অসীম পুত্ররাজ্যে কর্ত্তৃত্ব করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মহাফল লাভ করিবে, তবে কিজন্য দুর্গম বনে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে উদ্যত হইতেছ? তুমি আমাদের যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়াছি; এখন গৃহে ফিরিয়া যাও। গান্ধারী দেবীও স্বামীর নির্দেশ অনুসারে বিস্তর বুঝাইলেন। কিন্তু কুন্তী বনবাসে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন, কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তখন পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী প্রভৃতির সহিত গুরুজনের চরণবন্দনপূর্ব্বক বিদায় লইলেন। কুরুকামিনীগণ

আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং পৌর ও জানপদবর্গ স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধগণের সহিত রাজপথে আগমনপূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ নরপতি প্রথম দিন ভাগীরথীতীরে অবস্থান-পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে গিয়া একটী আশ্রমে বসতি করিলেন। সঙ্গিগণের সহিত ব্রত, নিয়ম ও উপবাসে শরীর শোষণ করত ঘোরতর তপস্যাতে তাঁহার কাল-যাপন হইতে লাগিল। সকলে অজিনাম্বর আচ্ছাদন, জটাবল্কল ধারণ, ফলমূল ভোজন, কুশশয়নে শয়ন প্রভৃতি কঠোর নিয়মে চলিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দ্বৈপায়ন, নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ আগমন করিতেন এবং নানা পুণ্য-কথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি উত্তেজিত করিয়া সকলের পরম প্রীতি উৎপাদন করিতেন।

এইরূপে একবৎসরকাল অতীত হইল। এদিকে পাণ্ডবগণ জননীর বিরহে বড়ই ব্যাকুল হইলেন। সেই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে অন্ধ নরপতি গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত কিরূপে বাস করিতেছেন এবং বিদুর ও সঞ্জয় কিপ্রকারেই বা তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এই মনে করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য সকলে ব্যগ্র হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও অনুচরবর্গের সহিত সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে

প্রস্থান করিলেন। কুরুনারীগণ শিবিকারোহণে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে চলিলেন। তাঁহারা ক্রমে যমুনা পার হইয়া অন্ধরাজের আশ্রমপদে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ রথাদি হইতে অবতরণপূর্ব্বক বিনীতভাবে পাদচারে চলিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিকট অগ্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বন্দন করিলেন, পরে জননীর চরণধারণপূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুরুকুলবধূগণ আসিয়া ভক্তিসহকারে গুরুজনের চরণোপান্তে প্রণত হইলেন। অমাত্য ও ভৃত্যগণ এবং পুরবাসী ও নগরবাসী প্রকৃতিপুঞ্জ অভিবাদনপূর্ব্বক অদূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, যেন হস্তিনাপুরে নিজালয়ে সুখাসীন রহিয়াছেন।

নানা আশ্রম হইতে তাপসগণ পাণ্ডবদিগকে দেখিতে আসিলেন। তখন প্রজ্ঞাবান্ সঞ্জয় ক্রমে ক্রমে সকলের পরিচয় দিতে লাগিলেন। জাম্বূনদের তুল্য গৌরবর্ণ, মৃগরাজের ন্যায় গম্ভীরাকৃতি, প্রশস্তললাট, বিশাললোচন ইনি ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির। মত্তগজেন্দ্রগামী, প্রতপ্তচামীকরের তুল্য শরীরকান্তি, বিশালস্কন্ধ, স্থূলদীর্ঘবাহুশালী ইনি, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন। শ্যামসুন্দরতনু, মহাধনুর্দ্ধারী, মৃগেন্দ্রের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ,

গজেন্দ্রের তুল্য মন্দমন্দগামী, পদ্মপলাশলোচন ইনি বীর ধনঞ্জয়। আর ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের সদৃশ, কুন্তীর উভয়পার্শ্বস্থিত, রূপবান্, শীলসম্পন্ন এই দুই যমজ নকুল ও সহদেব। পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাললোচনা, নীলোৎপলতুল্য-শরীরকান্তি, মধ্যমবয়ঃস্থা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা ইনি পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী। ইহাঁর পার্শ্ববর্ত্তিনী, কনকবর্ণা, কৃষ্ণের প্রিয়ভগিনী সুভদ্রা। মণিপুর-রাজের তনয়া, মধুকপুষ্পদামসুশোভিতা ইনি অর্জ্জুনভার্য্যা চিত্রাঙ্গদা। বাসুদেবস্পর্দ্ধী রাজচমূপতির * ভগিনী, নীলোৎপলতুল্য-শরীরকান্তি ইনি ভীমসেনের জায়া। ইন্দীবরশ্যামতনু, কমলায়তলোচনা, শিশুপালদুহিতা ইনি নকুলের রমণী করেণুমতী। জরাসন্ধের তনয়া, † চম্পকদামগৌরী ইনি সহদেবের অঙ্গনা। সুবর্ণবর্ণ, বিরাটরাজনন্দিনী ইনি অভিমন্যুভামিনী উত্তরা। আর শুক্লাম্বরধারিণী, সীমন্তযুক্তকেশকলাপা, পতিপুত্রবিহীনা ইহাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের বধূগণ।

অনন্তর অন্ধ নরপতি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের কুশলসম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিলেন এবং সর্ব্বত্র সুসমাচার

---

* টীকাকারের মতে রাজচমূপতি শব্দে এস্থলে শল্য নরপতি।

† কিন্তু বনপর্ব্বের কোন টীকাকার বলেন, সহদেব শেষে কেকয়রাজের তনয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

শ্রবণপূর্ব্বক পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাত, আপনার শম দম অব্যাহত ও তপস্যা বর্দ্ধিত হইতেছে ত? গান্ধারী দেবী ত শীতাতপে ক্লিষ্টা ও ব্রতনিয়মের অনুষ্ঠানে অসমর্থা হইয়া অনুশোচনা করেন না? জননী কুন্তী ত আপনাদের যথোচিত শুশ্রূষা করিয়া নিজের বনবাস সার্থক করিতেছেন? আমার পিতৃব্য ধর্ম্মাত্মা বিদুর কোথায়, তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? বৃদ্ধ ভূপতি উত্তর করিলেন, বিদুর বায়ুভক্ষ্য হইয়া নিরাহারে ঘোরতর তপস্যা করিতেছেন। শূন্য অরণ্যমধ্যে বিপ্রগণ তাঁহাকে কখন কখন দেখিতে পান। এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বিদুরের জন্য বন হইতে বনান্তরে অন্বেষণ করিতে চলিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিতে পাইলেন, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট জটাধারী একজন পুরুষ একটী বৃক্ষে হেলান দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আকৃতি দেখিয়া চিনিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, ভো ভো পিতৃব্য বিদুর! আমি আপনার প্রীতিভাজন যুধিষ্ঠির, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। কিন্তু তাঁহার কথায় কে উত্তর দিবে? তাঁহাকে দেখিতে দেখিতেই বিদুরের প্রাণবায়ু প্রয়াণ করিয়াছে।

রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বৃদ্ধ নরপতির আতিথ্য-

সৎকারে ফল মূল ভোজনপূর্ব্বক সেই বনে মাসাবধি-কাল অবস্থান করিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস অজাতশত্রু, এখন ভ্রাতৃগণের সহিত স্বরাজ্যে প্রতিগমন কর। রাজ-কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক এ বনে আর অবস্থান উচিত নহে। তোমার কল্যাণে আমার মন আর শোকে সন্তপ্ত হয় না। আমি যেমন হস্তিনাপুরে সুখে বাস করিতাম, এখানেও তদ্রূপ আনন্দে কালহরণ করি-তেছি। তুমিই আমাদের পুত্রের কার্য্য করিলে, তোমাতে আমাদের পরম প্রীতি। অতএব হস্তিনা-পুরে ফিরিয়া যাও, তোমাকে পাইয়া আমরা তপো-নিয়মে শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছি। অধুনা আমাদের আয়ুষ্কালের যে অল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহা তপোনিয়মে অতিবাহিত হউক।

রাজা যুধিষ্ঠির, বিশেষতঃ সহদেব, কুন্তীকে ছাড়িয়া যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছু। কিন্তু পরিশেষে কুন্তীর প্রবোধবচনে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি পুত্র-গণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, বৎসগণ, নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য-শাসন কর, তোমাদের মঙ্গল হউক। আমাদের তপস্যার ব্যাঘাত হইতেছে; তোমাদের স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া আমরা নিজ কার্য্যে মন নিবিষ্ট করিতে পারিতেছি না; আমাদের পরমায়ুর আর অধিক

অবশিষ্ট নাই। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া সসৈন্যে শূন্যমনে হস্তিনা-পুরে প্রতিগমন করিলেন।

ইহার পর দুই বৎসর অতীত হইলে মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমনপূর্ব্বক অতিশোচনীয় সংবাদ দিয়া বলিলেন, মহারাজ, ব্যাকুল না হইয়া শ্রবণ কর। তোমরা নিবৃত্ত হইয়া আসিলে, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সহিত গান্ধারী ও কুন্তীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কুরুক্ষেত্র হইতে গঙ্গাদ্বারে * গিয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

একদা রাজা ধৃতরাষ্ট্র হোমপূজা সমাপন করিলে, যাজকেরা হোমের বহ্নি নির্ব্বাণ না করিয়া প্রস্থান করেন। পরে তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া নদীতীরবর্ত্তী নিজ আশ্রমের অভিমুখে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে সেই বহ্নিকৃত অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। ক্রমে অগ্নি সন্নিহিত হইতেছে দেখিয়া কুরুপতি সঞ্জয়কে বলিলেন, সূত, তুমি প্রস্থান কর, তুমি পলায়নে সমর্থ, দাবানল তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না, আমরা উপবাসে গতিশক্তিহীন, এই

* বর্ত্তমান নাম হরিদ্বার।

স্থানেই এই অগ্নিহোত্রাবশিষ্ট বিবর্দ্ধমান অনলে দগ্ধ হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হইব। এই কথা বলিয়া অন্ধরাজ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত প্রাঙ্মুখ হইয়া সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক আসীন হইলেন। সঞ্জয় তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দাবানল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন। ক্রমে অগ্নি আসিয়া কাষ্ঠীভূত ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলিল। সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিয়া যুধিষ্ঠির মাতৃশোকে রোদন করিতে লাগিলেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবও অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে ভীষণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। ক্রমে পৌর ও জানপদবর্গ সংবাদ পাইয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিয়া উঠিল। সমস্ত হস্তিনাপুর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

অবিলম্বে সুধীর যুধিষ্ঠির শোক সংবরণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও কুরুনারীবৃন্দের সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী দেবীর উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিলেন, পরে দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদের স্বর্গকামনায় ভূরি ভূরি ধনরত্ন বিতরণ করিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

যদুবংশধ্বংস পর্ব্ব।

রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির পর পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতীত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির নানা দুর্নিমিত্ত দেখিতে লাগিলেন। রুক্ষ বায়ু বহিয়া ধূলি ও শর্করা বর্ষণ করিতে লাগিল, ঘন ঘন নির্ঘাত শব্দে নভোমণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল, পক্ষিগণ বামদিকে বিপরীতভাবে মণ্ডল করিয়া উড়িতে লাগিল, নদী সকল শুষ্ক হইয়া পড়িল, দিঙ্মণ্ডল নীহারাচ্ছন্ন হইল, উল্কা ও অঙ্গার অন্তরীক্ষ হইতে পতিত হইতে লাগিল, সূর্য্যবিম্ব পাংশুসমাচ্ছন্ন হইয়া উদয়কালে নিষ্প্রভবৎ দৃষ্ট হইল, মধ্যে মধ্যে কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল, গগনমার্গে সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডলের পরিধি অরুণ ও পাংশুল বর্ণে রঞ্জিত প্রতীয়মান হইল। এই সকল উৎপাত দর্শন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ব্যাকুল হইলেন।

এদিকে দ্বারকা-নগরীতে যদুবংশীয়গণ সুরাসক্ত ও অদমত্ত হইয়া অনেক অত্যাচার করিতেছিল। বাসুদেব

ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে অদ্য হইতে নগর-মধ্যে যে কেহ সুরাসব প্রস্তুত করিবে, তাহাকে সবান্ধবে শূলে আরোপণ করা যাইবে। রাজশাসনভয়ে এই নিয়ম আপাততঃ পালিত হইল বটে, কিন্তু জনগণ তৎকালে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, প্রকাশ্যভাবে দুষ্ক্রিয়া করিয়া লজ্জিত হইত না। ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবমাননা, গুরুজনের নিন্দা, দেবগণ ও পিতৃলোকের প্রতি অশ্রদ্ধা, পতির প্রতি পত্নীর অনাদর ও পতিকর্ত্তৃক পত্নী-পরিত্যাগ, সর্ব্বত্র শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; অনেক দুর্নিমিত্তও দৃষ্ট হইল।

তখন বাসুদেব সমুদ্রতীরে তীর্থযাত্রার্থ সকলকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা-প্রচার করিলেন। যাদবগণ অশ্বে, গজে ও রথে আরোহণপূর্ব্বক স্ত্রীগণের সহিত প্রভাসতীর্থে চলিল। কিন্তু দূরদর্শী উদ্ধব বাসুদেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন, তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন না।

যাদবগণের যাত্রাকালে শত শত তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। নট ও নর্ত্তকগণ সম্মিলিত হইল। বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় নীত হইতে লাগিল। পান-গোষ্ঠীতে সকলে মহোল্লাসে সমবেত হইল। তখন সাত্যকি মদমত্ত হইয়া কৃতবর্ম্মাকে উপহাসপূর্ব্বক বলিলেন, কোন্ ক্ষত্রিয় সুপ্ত ব্যক্তিকে বধ করিয়া

লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারে ? হে হার্দ্দিক্য, যাদবগণ অদ্য তোমার সেই দুষ্কৃতের সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন। রথিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন এই কথা অভিনন্দনপূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। তখন কৃতবর্ম্মা বামহস্তদ্বারা সাত্যকির প্রতি অনাদরে লক্ষ্য করিয়া, তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ছিন্নবাহু প্রায়োপবেশন-পরায়ণ ভূরিশ্রবাকে হনন করিয়া যে কাপুরুষোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিলেন।

এই কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং "তুমি যে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সংহার করিবার জন্য অশ্বত্থামার সাহায্য করিয়াছিলে, অদ্য তাহার সমুচিত ফল ভোগ কর," এই বলিয়া কেশবের সমীপেই খড়গদ্বারা কৃতবর্ম্মার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে পানগোষ্ঠীতে সমবেত সঙ্গিগণ উচ্ছিষ্ট পাত্রদ্বারা সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিল। প্রদ্যুম্ন তাঁহার রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হইলেন। তখন বহুসংখ্যক যাদবগণ মিলিত হইয়া উভয়কে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে আঘাত করিতে লাগিল, এবং কৃষ্ণের চক্ষুর উপর সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নের প্রাণসংহার করিল। এইরূপে তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হইল। দুর্দ্দান্ত যাদববৃন্দ পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। সকলেই মদ্যপানে উন্মত্ত, কে

কাহাকে নিবারণ করে, কে বা সংগ্রাম হইতে পলায়ন-পূর্ব্বক নিজের প্রাণ রক্ষা করে? ক্রমে শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ, গদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান যদুবীরগণ ভূমিসাৎ হইলেন দেখিয়া, যদুরাজ কোপে প্রজ্বলিত হইয়া অবশিষ্ট মদমত্ত যাদবগণকে স্বহস্তে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি স্ত্রীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া দ্বারকাপুরী-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদের রক্ষণের ভার পিতা বসুদেবের উপর অর্পণ করিলেন। পরে সারথিশ্রেষ্ঠ দারুককে অর্জ্জুনের আনয়নার্থ হস্তিনাপুরে প্রেরণপূর্ব্বক বনে গিয়া বলদেবের সহিত সম্মিলিত হইলেন। উভয়ে অবিলম্বে যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ দারুকের মুখে যদুবংশ-ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া শোকে অধীর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা অর্জ্জুন কালাতিপাত না করিয়া দারুকের সহিত দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই মহতী পুরী শিশিরমথিত পদ্মিনীর ন্যায় হতশ্রী হইয়াছে। সর্ব্বত্র নিরানন্দ ও হাহাকার। কৃষ্ণের অঙ্গনাগণের ক্রন্দনধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত। তখন মহামনা অর্জ্জুন নিতান্ত বিষণ্ণমনে মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। বসুদেব পুত্রের পরমপ্রীতিভাজন ধনঞ্জয়কে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং

তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,"দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে নিহত দেখিয়া আমাকে বলিলেন, 'যদুকুল নির্ম্মূল হইল, আমি আর শূন্যভবনে থাকিতে পারিব না। তৃতীয় পাণ্ডব এই দ্বারাবতী পুরীতে সত্বর আসিবেন, তাঁহাকে সমুদয় সংবাদ দিয়া বলিবেন, তিনি যেন আপনাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের অন্তে স্ত্রীগণ ও বালকবৃন্দ সমভিব্যাহারে লইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করেন। কারণ এই মহানগরী তাঁহার প্রস্থানের পরেই প্রাকার ও অট্টালিকাসমূহের সহিত সমুদ্রজলে প্লাবিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। যে আমি সেই অর্জ্জুন, আর যে অর্জ্জুন সেই আমি জানিবেন। তিনি যেরূপ উপদেশ দিবেন, তাঁহাতে দ্বৈধ করিবেন না। আমি বলদেবের সহিত কোন পবিত্র স্থানে গমনপূর্ব্বক উভয়ে তপোনিয়মে নরলীলা সংবরণ করিব।' হৃষীকেশ আমাকে এই কথা বলিয়া বালক ও স্ত্রীগণের ভার আমার হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া কোন্ দিকে যে প্রস্থান করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখন আমি পুত্রশোকে অভিভূত ও কুলক্ষয়ে সন্তপ্ত হইয়া আহার ত্যাগ করিয়াছি, আমার মৃত্যু আসন্ন জানিবে।"

এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, হে আর্য্য, আমি যদুরমণীগণ ও বালকবৃন্দ লইয়া ইন্দ্রপ্র

গমন করিব। রাজা যুধিষ্ঠির-অনুজগণের ও দ্রৌপদীর সহিত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, অচিরেই এই বন্ধুহীন বসুন্ধরা পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন।

এই কথা শুনিয়া যদুপতির অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণগণ ও প্রকৃতিপুঞ্জ অতিদীনভাবে তৃতীয় পাণ্ডবকে বেষ্টন-পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমরা যানবাহন; দ্রব্যসামগ্রী ও ধনরত্ন সংগ্রহ কর, আমি অবিলম্বে অবশিষ্ট যাদবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যাইব। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র তথাকার রাজা হইবেন। সপ্তম দিবসে সূর্য্যোদয়ে যাত্রা করিব, অতএব সমুদায় আয়োজন কর। এই মহানগরী অচিরে সমুদ্রগর্ভে নিলীন হইবে।

পরদিন বৃদ্ধ বসুদেব শোকানলে দগ্ধ দেহ পরি-ত্যাগ করিলেন; দেবকী, রোহিণী, ভদ্রা ও মদিরা তাঁহার সহগমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। অর্জ্জুন মহাযানে মাতুলের মৃতশরীর স্থাপনপূর্ব্বক, পুরীর বহির্ভাগে যে স্থানটী তাঁহার অতি প্রীতিকর ছিল, তথায় লইয়া চলিলেন। যানের অগ্রে অগ্রে আশ্বমেধিক মহাচ্ছত্র ও অগ্নিহোত্রের বহ্নি গ্রহণপূর্ব্বক যাজকগণ চলিলেন। সমস্ত পুরবাসিগণ বধূবৃন্দের সহিত অনুগমন করিলেন।

অনন্তর ধনঞ্জয়, বলরাম ও কৃষ্ণের মৃতদেহ

অনুসন্ধানপূর্ব্বক অগ্নিসংস্কার করিয়া সকলের প্রেত-কার্য্য সমাপন করিলেন, পরে সপ্তম দিবসে পুরী হইতে নির্গত হইলেন। স্ত্রীগণ রোরুদ্যমান হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। অর্জ্জুনের প্রস্থানের পরেই দ্বারকা নগরী সমুদ্রে প্লাবিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

তৃতীয় পাণ্ডব কাননে, পর্ব্বতে ও নদীকূলে বাস করত যাদবস্ত্রীগণকে লইয়া ক্রমে পঞ্চনদ দেশে আগমনপূর্ব্বক শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। তখন আভীরজাতীয় ম্লেচ্ছ দস্যুগণ লোভপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন একাকী যাদবভৃত্য-গণের সহিত মিলিত হইয়া লগুড়পাণি দস্যুগণকে বিদ্রাবিত করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাহা-দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। পার্থ পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ধনুর্ধর ছিলেন; কিন্তু তিনি যে বাসুদেবের বলে বলীয়ান্ ছিলেন, তাঁহার বিয়োগে অধুনা দস্যুগণের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইলেন। তাহারা অনেকানেক যাদবস্ত্রীগণ ও ধনরত্নরাজি হরণ করিয়া চলিয়া গেল।

ধনঞ্জয় হৃতাবশিষ্ট অর্থজাত ও স্ত্রীবৃন্দ লইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি অবিলম্বে হার্দ্দিক্যের তনয়কে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত মার্ত্তিকাবত নগরে এবং সাত্যকির পুত্রকে সরস্বতী-

প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাসুদেবের পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যের সিংহাসন প্রদান করিলেন। তদনন্তর অক্রূরের স্ত্রীগণ বজ্রের বারণ না মানিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে কৃতনিশ্চয় হইলেন। রুক্মিণী, জাম্ববতী প্রভৃতি অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, এবং সত্যভামাদি কৃষ্ণের অবশিষ্ট অঙ্গনাগণ তপশ্চর্য্যার্থ অরণ্যে আশ্রয় লইলেন।

যে সকল দ্বারকাবাসিগণ পার্থের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা বজ্রের রাজ্যে বাস করিতে লাগিল।

একবিংশ অধ্যায়।

মহাপ্রস্থান পর্ব্ব।

পাণ্ডবপতি যদুবংশের ধ্বংস শ্রবণ করিয়া এক-কালে বিষাদগ্রস্ত হইলেন। যে বাসুদেব তাঁহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, বিপদের কাণ্ডারী ও সম্পদের সহযোগী ছিলেন, এবং যাঁহাকে সহায় পাইয়া তাঁহারা কৌরবসমররূপ পারাবার হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে হারাইয়া এককালে সর্ব্বদিক্ শূন্য দেখিলেন। আর কাহাকে অবলম্বন করিয়া ধরাধামে অবস্থিতি করিবেন,এই ভাবিয়া পঞ্চ ভ্রাতা মহাপ্রস্থানে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহাদের এক মন ও এক প্রাণ; সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে তাঁহাদের মধ্যে কখন মতভেদ ছিল না। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির যুযুৎসুকে আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসনের ভার ন্যস্ত করিলেন এবং বালক পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া সুভদ্রা

দেবীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে ! তোমার পৌত্র অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ এখন কুরুরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন, আর তোমার ভ্রাতৃপৌত্র বজ্র ইতি-পূর্ব্বেই ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ; ইহাঁদের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে, ইহাঁদের যাহাতে অধর্ম্মে মতি না হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ থাকিবে ।

এই কথা বলিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মাতুল বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য বিধানানুসারে সম্পাদন করিলেন। হৃষীকেশের নাম কীর্ত্তন-পূর্ব্বক তদুদ্দেশে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ ভোজনে দ্বৈপায়ন, নারদ, মার্কণ্ডেয় ও যাজ্ঞবল্ক্যের তৃপ্তিসাধনানন্তর শত সহস্র দ্বিজবর্য্যকে নানা রত্ন, বস্ত্র, অশ্ব, রথ, দাস, দাসী গ্রাম প্রভৃতি প্রদান করিলেন। শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপ্ত হইলে কুরুপতি গুরু কৃপাচার্য্যের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার হস্তে শিষ্যস্বরূপ পরীক্ষিৎকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর প্রকৃতিবর্গকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের নিকট নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। প্রথমতঃ প্রজাগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজার সর্ব্বত্যাগার্থ সঙ্কল্পের অভিনন্দন করিল না ; কিন্তু পরে পাণ্ডবগণের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া অগত্যা সম্মতিপ্রকাশ করিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণ ও দ্রৌপদীর

সহিত অঙ্গ হইতে পরিচ্ছদ, অলঙ্কারাদি উন্মোচনপূর্ব্বক বস্কলধারণ করিলেন, এবং শাস্ত্রের বিধান অনুসারে শেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া চিরসঞ্চিত অগ্নি জলে বিসর্জ্জন দিলেন। পঞ্চ ভ্রাতা পূর্ব্বে দ্যূতে নির্জ্জিত হইয়া যেমন রাজধানী হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইদানীং দ্রৌপদীর সহিত মহাযাত্রার্থ নির্গত হইতেছেন দেখিয়া, কুরুকামিনীগণ হাহাকার করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিলেন; সমস্ত পুরবাসিগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও এমন সাহস হইল না যে, পাণ্ডবদিগকে ফিরিয়া আসিবার জন্য একটী কথাও বলিতে পারে। অবশেষে কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সকলে যুযুৎসুকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলেন। অর্জ্জুনের ভার্য্যা চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে নিজতনয় বভ্রুবাহনের নিকট প্রস্থান করিলেন, কিন্তু অন্যান্য কুরুনারীগণ পরীক্ষিৎকে অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

মহাত্মা পঞ্চ পাণ্ডব মনস্বিনী দ্রৌপদীকে লইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রথমে পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠির, তদনন্তর ভীম, তৎপশ্চাৎ অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী যথাক্রমে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানা দেশ, সরিৎ ও পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক লৌহিত্যনদের নিকট উপস্থিত

হইলেন। তখন ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণের উপদেশমত গাণ্ডীব-ধনু ও অক্ষয় তূণীরযুগল জলে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা কিছুকাল দক্ষিণমুখে প্রয়াণপূর্ব্বক ক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, যদুপতির রাজধানী দ্বারকা-বতী সমুদ্রজলে প্লাবিত ও নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া তাঁহাদের মনে শোকসাগর উচ্ছলিত হইল।

অধুনা পাণ্ডবেরা যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্কল্প হইয়াছিল। অতএব অবশেষে উত্তরাভিমুখে প্রয়াণ-পূর্ব্বক গিরিরাজ হিমালয়ের শিখরমালা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তৎকালে ব্রতোপবাসে শীর্ণ-কলেবর হইয়া কেবল যোগবলের উপর নির্ভর করিয়া অতিদুর্গম পথে দ্রুতপদে গমন করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে যাজ্ঞসেনী যোগভ্রষ্টা হইয়া ভূমিতে নিপতিতা হইলেন। তখন ভীমসেন ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, হে নরদেব; এই রাজকুমারী কখন ত অধর্ম্মাচরণ করেন নাই, তবে কিজন্য যোগভ্রষ্টা হইয়া ভূমিসাৎ হইলেন? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, দ্রৌপদী ধনঞ্জয়ের প্রতি বিশেষরূপ পক্ষপাত করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার এইরূপ অধোগতি হইল।

এই কথা বলিয়া মহাজ্ঞানী রাজা সমাধিযুক্ত হইয়া পতিতা পত্নীর প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই চলিলেন। কিঞ্চিদ্দূর গমনের পর সহদেব ভূমিতে পতিত হইলেন। তখন ভীমসেন রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যিনি সতত অগাধিকভাবে আমাদের সকলের শুশ্রূষা করিতেন, সেই রহুবিদ্যাশালী মাদ্রীতনয় কিহেতু নিপতিত হইলেন? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, ইনি কাহাকেও আপনার তুল্য প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া মানিতেন না, সেই আত্মাভিমান নিবন্ধন এই নৃপাত্মজ নিপতিত হইলেন।

এই কথা বলিয়া পাণ্ডবাগ্রজ পরমপ্রীতিভাজন সহদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য তিন ভ্রাতার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমা যাজ্ঞসেনী ও প্রাণপ্রতিম কনিষ্ঠ সহোদরকে ভূমিসাৎ দেখিয়া বন্ধুজনপ্রিয় দয়ার্দ্রচিত্ত নকুল নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া স্বয়ং নিপতিত হইলেন। ভীম পুনর্ব্বার রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যিনি সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মের মানরক্ষা করিতেন, যিনি সতত আমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন, এবং যিনি রূপে পৃথিবীতে অনুপম, কিহেতু সেই নকুলের অধোগতি হইল? এই প্রশ্ন শুনিয়া অগাধবীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ উত্তর করিলেন, নকুলের মনে এরূপ অহঙ্কার ছিল যে সৌন্দর্য্যে আমি অদ্বিতীয়, পৃথিবীতে আমার

মত রূপবান্ কেহই নাই ; তৎপ্রযুক্ত নকুলের অধোগতি হইল। যে যেরূপ কার্য্য করে, সে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিবে ; কখন তাহার অন্যথা হইবার নহে। এখন হে বৃকোদর ! সত্বর আমার অনুগমন কর।

এইরূপে প্রেয়সী যাজ্ঞসেনী ও প্রীতিভাজন অনুজযুগল ভূমিসাৎ হইলেন দেখিয়া, শোকে সন্তপ্ত হইয়া মহাবীর ধনঞ্জয় নিপতিত হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী, অজেয় অর্জ্জুনকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া ভীমসেন রাজাকে বলিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ, মহাত্মা তৃতীয় পাণ্ডব সামান্য কার্য্যেও কখন অনুচিত আচরণ করিয়াছেন, এমন আমার স্মরণ হয় না। কিরূপ বিপর্য্যয় বশতঃ ঈদৃশ মহাপুরুষের অধোগতি হইল, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, হে মধ্যম পাণ্ডব, অর্জ্জুন একান্ত শূরমানী ছিলেন, ইনি পৃথিবীস্থ সমস্ত ধনুর্ধরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন, বলিতেন, আমি একদিনের মধ্যে সমুদয় শত্রুগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু তাহা ত করিতে পারেন নাই। যে নিজের মঙ্গল কামনা করে, তাহার পক্ষে এরূপ আত্মাভিমান উচিত নহে।

এই বলিয়া রাজা প্রস্থান করিতে লাগিলেন। হায়! যাইতে যাইতে মহাবল ভীমসেনও পতনোম্মুখ হইয়া

বলিতে লাগিলেন, ভো ভো রাজন্! আমার প্রতি চাহিয়া দেখুন, আমি সতত আপনার অনুগত ছিলাম, আমি ভূমিতে নিপতিত হইতেছি, যদি অবগত থাকেন, বলুন, কিনিমিত্ত আমার পতন হইতেছে। তখন ধর্ম্মরাজ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বৃকোদর! তুমি অতিভোজী ছিলে, অন্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিজের বলবিক্রমের শ্লাঘা করিতে, সেইনিমিত্ত তোমার অধোগতি হইল।

এই কথা বলিয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়াই ধর্ম্মরাজ গমন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনা যাহাতে অন্তে সদ্গতি লাভ করেন, তাঁহার মনে কেবল সেই একমাত্র কামনা জাগরূক ছিল। কিন্তু মানব স্বভাব-সুলভ চিন্তার পরিহার করিতে পারেন নাই, ভাবিতে-ছিলেন, আমি স্বর্গ চাহি না, সুখ চাহি না, দেবতাগণের সহিত একত্র বাসও প্রার্থনা করি না; যে স্থানে আমার স্নেহভাজন অভিন্নহৃদয় অনুজগণ প্রাণান্তে অবস্থান করিতেছেন, এবং সেই রমণীশ্রেষ্ঠা যশস্বিনী যাজ্ঞসেনী রহিয়াছেন, তথায় গমন করিয়া চিত্তের সন্তাপ শমিত করিব, ইহাই আমার অন্তরের একমাত্র অভিলাষ।

ভ্রাতৃগণের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অতীত জীবনের কথা তাঁহার মনে উপস্থিত হইল, তন্ময় হইয়া পড়িলেন। পথিশ্রমে ও অনাহারে তাঁহার শরীর অতি

ক্লান্ত ও মন নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, এখন নানা বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। মনে হইল, যেন অনুজেরা দ্রৌপদীর সহিত পরলোকে নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, আর দুষ্ট দুর্য্যোধন পরম ঐশ্বর্য্যভোগে কালযাপন করিতেছে। তখন এই সিদ্ধান্ত করিলেন, পূর্ব্বে যে সকল দুষ্কৃত করিয়াছি, যেপ্রকারে মিথ্যা-সূচনা করিয়া গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিধনে সহকারিতা করিয়াছি, তাহার শাস্তিস্বরূপ এই সমস্ত দুশ্চিন্তা-নিবন্ধন এখন আমাকে এত ক্লেশ পাইতে হইতেছে। ইহ জন্মে যে সকল পাপ কার্য্য করা যায়, ইহ জন্মেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়, বিশেষতঃ, অতি উৎকট অপকর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলে।

যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বাচরিত পুণ্যবলে তাঁহার চৈতন্যোদয় হওয়াতে, ঐসকল দুশ্চিন্তা স্বপ্নদর্শনবৎ অলীক বোধ হইল, মনে শান্তি আবির্ভূত হইল এবং এরূপ আশ্বাসও সঞ্চারিত হইতে লাগিল, যে দেবগণ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, ভগীরথ, ভরত নরপতি প্রভৃতি যে লোকে বসতি করিতেছেন তথায় তাঁহাকে অবস্থিতি করিতে দিতে পারেন এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও যাজ্ঞসেনী কখ নরকভোগের যোগ্য নহে, অবশ্য তাঁহাদের সহিত অচিরে সাক্ষাৎ হইবে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির লোক-পাবনী, ঋষিগণ-পরিসেবিতা দেবনদী মন্দাকিনীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মনে এক দিব্যভাবের আবির্ভাব হইল; শোক, মোহ প্রভৃতি এককালে অপগত হইল। তখন তিনি মনের আবেগে মন্দাকিনীর তুষারতুল্য অতিশীতল জলে অবগাহন করিলেন, তাঁহার মনুষ্যদেহ ভুজঙ্গনির্ম্মোকের ন্যায় নির্ম্মুক্ত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ সমস্বরে পাণ্ডব-পতির গুণকীর্ত্তন ও পৃথিবীতে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ দিব্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক বিমানে করিয়া স্বর্গধামে আরোহণ করিলেন।

উত্তরার্দ্ধ